উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

সেনসেক্স : ৮৫,৬৪১.৯০ (-৬৪.৭৭)

নিফটি : ২৬,১৭৫.৭৫ (-২৭.২০)

ভারতের চক্রান্ত!

পিলখানা বিদ্রোহ নিয়ে চাঞ্চল্যকর দাবি। ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারই নাকি এই বিদ্রোহ এবং হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিল। আর মদত জুগিয়েছিল ভারত! » ৭

সংসদে সঙ্গী কুকুর

সোমবার শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনেই কুকুর নিয়ে সংসদে প্রবেশ করে বিতর্ক তৈরি করলেন কংগ্রেস সাংসদ রেণুকা চৌধুরী। তিনি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে হইচই পড়ে যায়। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৭°	১৫°	২৮°	১৫°	২৭°	১৬°	২৫°	১৪°

রোকো বনাম গম্ভীর 'যুদ্ধে' উত্তাপ » ১১

১৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 2 December 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 193

কথায় কথায়

এসআইআর কি বুমেরাং, প্রশ্ন উঠছে বিজেপিতেই

আশিস ঘোষ

ভোট আসছে। তাই সব দলই যে যার মতো গা-ঝাড়া দিয়ে উঠছে। ধীরে ধীরে তেতে উঠছে হাওয়া। কে কোনপথে এগোবে তা নিয়ে ছক কষা শুরু হয়েছে। আপাতত সবার নজর এসআইআর মানে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনে। কত নাম বাদ পড়ল, তাতে কোন দলের কপাল পুড়বে- তা নিয়ে নানারকম জ্ঞানগর্ভ বিশ্লেষণ চলছে কাগজে, টিভিতে। চাপানউতোর হচ্ছে পাড়ায় পাড়ায় চায়ের ঠেকে।

এসআইআর বাজারে আসার ঢের আগে থেকে বাজার গরম করছেন রাজ্যের বিধানসভার বিরোধী দলনেতা। সভায় সভায় এক কোটি, সওয়া এক কোটি বাংলাদেশি, রোহিঙ্গার নাম বাদ দিয়ে বাংলাকে অনুপ্রবেশকারীমুক্ত করা হবে বলে হুংকার দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন তিনি। অস্বাভাবিক তাড়াহুড়োয় এসআইআর করা নিয়ে গোড়া থেকেই লোকের মনে সন্দেহ ছিল ষোলোআনা। সেইসঙ্গে লিস্ট থেকে ধরে ধরে নাম বাদ দেওয়ার হুঁশিয়ারিতে এসআইআর-এর আসল মতলব নিয়ে ভোটারদের মনে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। যার ফায়দা তুলছে তৃণমূল।

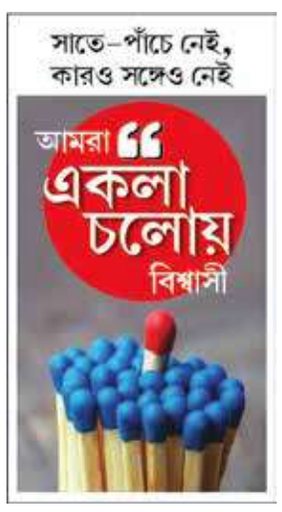

বিহারে ভোটের ফলের পর দুইয়ে দুইয়ে চার করে হেলায় বাংলা জয়ে তাঁদের হিসেব নিয়ে খুব রাখঢাকও করেননি পদ্ম নেতারা। মুসলিম ভোট বিজেপি পায় না, তাই সবকা সাথ সবকা বিকাশ তিনি মানেন না বলে বীরদর্পে ঘোষণাও করেছিলেন বিরোধী দলনেতা। তখন খোলাখুলি তিনি বলে বেড়িয়েছেন, মুসলিম ভোট চাই না। মাত্র পাঁচ পার্সেন্ট বেশি হিন্দু ভোট পেলেই নবান্ন নাকি তাঁদের হাতের মুঠোয় থাকবে।

এখন সুর বদলে 'রাষ্ট্রবাদী' মুসলিমদের ভোটের জন্য ডাক দিচ্ছেন সেই তাঁরাই। ঠেলা সামলাতে মতুয়াদের এলাকায় সিএএ'র ফর্ম বিলোচ্ছেন। বিজেপির রাজ্য সভাপতি এখন উলটে গালমন্দ করছেন নির্বাচন কমিশনকে। তারপর কমিশন তাঁদের আবদার মতো এক গন্ডা অফিসারকে পত্রপাঠ

এরপর দশের পাতায়

কমলার কাঁটা!

মান্দারিনকে জিআই তকমা, কবে ঘুচবে দুর্দশা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : 'সুনতালা'। নেপালি শব্দটির বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায় 'কমলা'। পাহাড়ের লেবু মূলত তিন ধরনের হয়। এর মধ্যে যেটা সবথেকে উৎকৃষ্টমানের, সেটা মান্দারিন বা মান্দারিন কমলা নামেই পরিচিত। মূলত নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত বিজনবাড়ি, সৌরিণী, মিরিক, মংপু, লাটপাংচার এবং সিটংয়ে গেলে চোখে পড়বে ফলটি। উজ্জ্বল কমলা রঙের। রূপে-গুণে যার জুড়ি মেলা ভার। সেই মান্দারিনকে জিওলজিক্যাল ইন্ডিকেশন বা জিআই ট্যাগ দিয়েছে চেন্নাইস্থিত জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশনস রেজিস্ট্রি।

টয়ট্রেন, চায়ের পর ফের একবার দার্জিলিংয়ের মুকুটে জুড়ল পালক। এই সুখবর বয়ে আনা গোলাপগুচ্ছের মধ্যেও রয়েছে 'কাঁটা'। অনন্য হওয়ার তকমা যে পেল, তার ভবিষ্যৎ নিয়েই রয়েছে ঘোর অনিশ্চয়তা। প্রতিবছর পাহাড়ে কমলা চাষের এলাকা কমছে। স্বাভাবিকভাবেই হ্রাস পাচ্ছে উৎপাদনের হার। এই পরিস্থিতিতে জিআই তকমাপ্রাপ্ত দার্জিলিংয়ের মান্দারিন কমলাকে বাঁচাতে কী পদক্ষেপ করা হবে, সেদিকেই তাকিয়ে বিশেষজ্ঞরা।

উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডঃ তুলসী শরণ ঘিমিরে বলছিলেন, 'দার্জিলিংয়ের কমলা নিয়ে প্রচুর সমস্যা রয়েছে, এটা ঠিক। তবে, এবার জিআই ট্যাগের মতো একটি মান্যতা পাওয়ায় আশা করছি রাজ্য সরকার ও গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) তৎপর হবে।' এরপর দশের পাতায়

ইতিহাস ঘেঁটে

■ ব্রিটিশ আমলে দার্জিলিং মান্দারিন ইউরোপে রপ্তানি শুরু হয়। বিশ্ব বাজারে তখন পাহাড়ি কমলাকে 'হিমালয়ান সাইট্রাস জুয়েল' বলা হত। ১৯৬০-এর দশকে দার্জিলিং কমলা এত বিখ্যাত হয় যে, কলকাতা বন্দর দিয়ে নিয়মিত জাহাজে রপ্তানি হত

■ রাজ-অতিথিদের খাবার টেবিলে বিশেষ ফল হিসেবে পরিবেশন করা হত দার্জিলিং মান্দারিন

■ দার্জিলিং মান্দারিন দিয়ে তৈরি জ্যাম ও মার্মালেড (রস ও খোসা দিয়ে তৈরি) ব্রিটিশরাই প্রথম জনপ্রিয় করে। এখনও অনেক হোমস্টে ব্রিটিশ রেসিপি মেনে কমলার জ্যাম ও মার্মালেড তৈরি করে।

মান্দারিন কী?

দার্জিলিং পাহাড়ে চাষ হওয়া কমলার একটি বিশেষ প্রজাতি। আকারে মাঝারি বা ছোট হয়। খোসা অপেক্ষাকৃত পাতলা, মসৃণ এবং উজ্জ্বল কমলা রংয়ের হয়ে থাকে। সহজেই খোসা ছাড়ানো যায়। অন্যান্য প্রজাতির কমলার চাইতে রসালো হয়, তবে তীব্র মিষ্টির বদলে হালকা টক স্বাদের হয়ে থাকে। সবথেকে উল্লেখযোগ্য এর সুগন্ধ। ফলের পাশাপাশি খোসার মধ্যেও তীব্র ও মিষ্টি সুগন্ধ থাকে। এই প্রজাতির কমলার খোসায় অন্য প্রজাতির চাইতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট অনেক বেশি থাকে।

বুড়া গাছ

পাহাড়ে কিছু পুরোনো বাগানে এখনও এমন কিছু বিস্ময়কর মান্দারিন গাছ আছে যাদের বয়স ঠিক কত তা কেউ জানেন না। স্থানীয়রা ওই গাছগুলোকে 'বুড়া গাছ' নামে ডাকেন। সেই গাছগুলো এখনও ফল দেয়।

স্বীকৃতি

দার্জিলিং মান্দারিনের জিআই ট্যাগের জন্য প্রথম উদ্যোগী হয়েছিল উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক নথিপত্র জোগাড় করে আবেদনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছিলেন। পরবর্তীতে বৃহত্তর স্বার্থে আবেদনকারীর নাম পরিবর্তন করা হয়। সেখানে স্বত্বাধিকারী করা হয় দার্জিলিং অর্গানিক ফার্মার্স প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনকে।

রাতপাহারা

বাঁদরের দল তো আছেই, পাকা কমলার লোভে পাহাড়ের জঙ্গল থেকে হরিণও দলবেঁধে বাগানে হামলা চালায়। হরিণের হাত থেকে কমলা বাঁচাতে এখনও অনেক বাগানে আলো জ্বালিয়ে রাতে পাহারা দেওয়া হয়।

ঠান্ডা লড়াইয়ে তপ্ত পুরসভা

ঘনিষ্ঠ মহলে সন্দীপের পদত্যাগের জল্পনা

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : দলীয় নেতা উদয়ন গুহও বিবাদ মেটাতে পারেননি। দলের তরফেও কোনও নির্দেশ দেওয়া হয়নি। যে কারণে এখনও পুরসভার মুখ দর্শন করছেন না জলপাইগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সন্দীপ মাহাতো। আর এতেই প্রশ্ন উঠছে বিবাদ মেটাতে দলের ভূমিকা নিয়ে। এই কারণে একরকম হতাশা থেকে তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলে পদত্যাগ করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন সন্দীপ। যদিও সন্দীপ সংবাদমাধ্যমে বলছেন, 'আমি এখন কিছু বলব না।'

এদিকে সৈকত ও সন্দীপের বিবাদের জের এবার সরাসরি পুরসভার কাজে প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের কাজিয়া এখন শহরে চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু পুরসভার কর্মসংস্কৃতি নষ্ট হচ্ছে বলে মনে করছেন কাউন্সিলারদের একাংশ। পুরসভার এক কাউন্সিলার বলেন, 'এই জট কাটাতে হলে সবার আগে দলের নেতৃত্বের উচিত দুজনকে একসঙ্গে বসিয়ে তাঁদের কথা শুনে সমস্যার সমাধান করা। একইসঙ্গে দলের নেতৃত্বের উচিত চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিলের নামের তালিকা তৈরি করে দপ্তর বণ্টন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে দেওয়া। তাহলেই একমাত্র বিবাদ মিটবে।' আর এই বিবাদ চলতে থাকায় পুরসভার কর্মসংস্কৃতির ওপরের প্রভাব ফেলছে বলে দাবি করেন ওই কাউন্সিলার। দুই নেতার বিবাদ চলতে থাকায় দলের ভাবমূর্তিতেও প্রভাব পড়ছে বলে মনে করেছেন দলেরই নেতাদের একাংশ।

সৈকত এবং সন্দীপের বিবাদ মেটাতে কি তাহলে দল হাল ছেড়ে দিয়েছে? এই ব্যাপারে তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ দাবি করেছেন, 'পুরসভার কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান

> আমি প্রথম দিনই বলেছি সমস্ত ঘটনা দলের জেলা এবং রাজ্য নেতৃত্বকে জানানো হয়েছে। আমি দলের নির্দেশ মেনেই কাজ করব। কিন্তু এখনও আমি দলের তরফে কোনও নির্দেশ পাইনি।
>
> **সন্দীপ মাহাতো**
> *ভাইস চেয়ারম্যান, জলপাইগুড়ি পুরসভা*

দুজনকে ডেকে দল এবং উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ সমন্বয় করে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। যে ভুল বোঝাবুঝি দুজনের মধ্যে হয়েছিল তা মিটিয়ে একসঙ্গে কাজ করতে বলা হয়েছে।' মহুয়ার কথা অনুযায়ী, দল যদি ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে সমন্বয় করে একসঙ্গে কাজ করার নির্দেশ দিয়ে থাকে তাহলে দুই নেতার মধ্যে বিবাদ কেন মিটছে না? সন্দীপের দাবি, 'আমি প্রথম দিনই বলেছি সমস্ত ঘটনা দলের জেলা এবং রাজ্য নেতৃত্বকে জানানো হয়েছে। আমি দলের নির্দেশ মেনেই কাজ করব। কিন্তু এখনও আমি দলের তরফে কোনও নির্দেশ পাইনি।' যে কারণে পুরসভায় তিনি যাচ্ছেন না বলে জানিয়েছেন সন্দীপ।

গত বুধবার চেয়ারম্যান সৈকতের কাজকর্ম নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে পুরসভা ছেড়ে চলে এসেছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান সন্দীপ। ঘটনার মূল কারণ হিসেবে সন্দীপের দাবি অনুযায়ী সৈকত পুরসভার যাবতীয় কাজকর্ম নিজের দখলে রাখার চেষ্টা করছেন। এতে পুরসভার কাজের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে বলে দাবি করেছিলেন সন্দীপ। কিন্তু দুই নেতার বিরোধের নেপথ্যে রয়েছে পুরসভার পূর্ত দপ্তর কার দখলে থাকবে তা নিয়ে ঠান্ডা লড়াই। চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল গঠন এবং দপ্তর বণ্টন প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হলেও পূর্ত দপ্তরের কাজকর্ম সৈকত নিজের হাতে রেখেই দেখভাল শুরু করেছেন। অন্যদিকে, চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিলের সদস্য থাকাকালীন পুরসভার পূর্ত দপ্তরের দায়িত্ব ছিল সন্দীপের হাতে। যা নিয়ে তলে তলে ঠান্ডা লড়াই শুরু হয় বলে পুরসভা সূত্রে খবর। এদিকে, গত বুধবারের পর থেকে সন্দীপ আর পুরসভামুখী হননি। দপ্তর বণ্টন না হলেও পুরসভার বেশ কিছু দৈনন্দিন কাজকর্ম থাকে যা ভাইস চেয়ারম্যানের দেখভাল করার কথা। যার মধ্যে পুরসভার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ জঞ্জাল অপসারণ বিভাগ রয়েছে। এছাড়াও পুরসভার কাজকর্মে আরও বেশকিছু ক্ষেত্রে ভাইস চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর প্রয়োজন হয়। সন্দীপ পুরসভায় না যাওয়ায় সেই সমস্ত কাজের জায়গায় কিছুটা হলেও সমস্যা দেখা দিয়েছে।

প্রেমের ভুবনে

বেঙ্গালুরুর একটি পার্কে যুগলের সেলফি। সোমবার। -পিটিআই

অশালীন আচরণে গণধোলাই

স্কুলে যাওয়ার পথে তরুণের হাতে হেনস্তা ছাত্রীদের

অনুপ সাহা

ওদলাবাড়ি, ১ ডিসেম্বর : চোখের সামনে স্কুল পড়ুয়া ছাত্রীদের সঙ্গে অসভ্যতামি করতে দেখে জনতার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল। এক তরুণকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হল। সোমবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ ব্যস্ত ওদলাবাড়ি-ক্রান্তি পূর্ত সড়কের ঘটনাটি নিয়ে এদিন এলাকায় জোর চর্চা শুরু হয়। মাল থানার আইসি সৌম্যজিৎ মল্লিক বলেন, 'ধৃত তরুণকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন বলে পরিবারের দাবি। চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজপত্র খতিয়ে দেখে সেইমতো ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

অভিযুক্ত তরুণকে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

প্রতিদিনের মতোই এদিন সকালে সুনীল দত্ত স্মৃতি বালিকা বিদ্যালয় ও ওদলাবাড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কিছু পড়ুয়া স্কুলে যাচ্ছিল। পূর্ত সড়কের স্টেট ব্যাংকের কাছাকাছি এলাকায় হঠাৎ করেই বছর সাতাশ বয়সি এক তরুণ ওই পড়ুয়াদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করতে শুরু করে। ওই ছাত্রীরা হতচকিত হয়ে যায়। অসভ্যতামি সীমা ছাড়ালে ওই পড়ুয়ারা কান্নায় ভেঙে পড়ে। পথচলতি সাধারণ মানুষ ও আশপাশের ব্যবসায়ীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে জড়ো হন। ওই পড়ুয়াদের কাছে সবকিছু শোনার পর তাঁরা ওই তরুণকে রীতিমতো উত্তম-মধ্যম দেন। পরে ওই তরুণকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত তরুণ পুরাতন চেংমারির বাসিন্দা। এদিন হেনস্তার শিকার এক ছাত্রীর কথায়, 'স্কুলে যাতায়াতের পথে প্রতিদিন বাইকচালক তরুণদের দৌরাত্ম্য দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করি। কিন্তু আজ যা ঘটল তা সমস্ত সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল।'

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

মন খারাপ জখম হাতির

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : পাঁচজনে একইসঙ্গে জঙ্গল ছেড়ে বেরিয়েছিল। কিন্তু ফেরার সময় দলের দুই সঙ্গীকে ট্রেনের ধাক্কায় চিরতরে হারিয়েছে। আর বাকি দুই সঙ্গী কোথায় আলাদা হয়ে গিয়েছে। বন্যপ্রাণীদের মধ্যেও যে স্বজন হারানোর শোক রয়েছে, তা দেখে চোখে জল আসছে বনকর্মীদের। নতুন জায়গা মোরাঘাটে এসে একা একাই থাকছে মনমরা আহত হাতিটি। আশপাশে অন্য দলের হাতিরা থাকলেও তাদের কাছাকাছি যাচ্ছে না।

রবিবার ভোরে ধূপগুড়ি ব্লকের খলাইগ্রাম এলাকায় মালবাহী ট্রেনের ধাক্কায় দলের পাঁচটি হাতির মধ্যে দুটির মৃত্যু ঘটেছে। দলের দুটি হাতি তাদের পুরোনো আস্তানা অর্থাৎ দলগাঁওয়ের জঙ্গলে ফিরেছে। তবে ট্রেনের ধাক্কায় আরও একটি দাঁতাল সামান্য আহত অবস্থায় কাছের মোরাঘাট জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে। বর্তমানে সে খুট্টিমারি জঙ্গলে রয়েছে। বনকর্মীরা বলছেন, এমনিতে সে স্বাভাবিকই রয়েছে। কিন্তু আশপাশের অন্য হাতিদের সঙ্গে মিশছে না। খাওয়াদাওয়াতেও বিশেষ মন নেই। আগের জায়গায় ফিরে গেলে আবার পুরোনো মেজাজে ফিরবে সে, এমনই মনে করছেন বনকর্মীরা। তার আগে পর্যন্ত মনমরা দাঁতালের উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে।

জঙ্গলে টহল বনকর্মীদের।

বনকর্মীরা জানিয়েছেন, তার শরীরে কোনও ক্ষত আছে কি না এখনও চিহ্নিত করা যায়নি। মোরাঘাট রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার চন্দন ভট্টাচার্য বলেন, 'দলের ওই হাতিটি কতটা আহত হয়েছে, তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। তবে খুট্টিমারি জঙ্গলে হাতিটি একাই রয়েছে। চলাচলে বা তার স্বভাবে বিশেষ কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তবে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হচ্ছে।

এরপর দশের পাতায়

বরমালার স্টেজে উঠেছে ছাঁদনাতলার শুভদৃষ্টি

বাঙালি বিয়েতে আইবুড়োভাত, গায়েহলুদ, গঙ্গা নিমন্ত্রণের মতো আচারকে ছাপিয়ে আজকাল মেহেন্দি ইভেন্ট, সংগীত নাইটের মতো ইভেন্টের বাড়বাড়ন্ত। বাঙালি আজ অবাঙালি আচারে মজেছে। জোরকদমে বদলে চলেছে উত্তরের বিবাহ-সংস্কৃতি।

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ১ ডিসেম্বর : চেনা ছবিটা পুরোপুরিভাবে বদলে যাওয়া শুরু হয়েছে উত্তরবঙ্গজুড়েই।

বাঙালি বিয়ের অঙ্গ বলতে পাকা দেখা, আইবুড়োভাত, গায়েহলুদ, গঙ্গা নিমন্ত্রণের মতো কত আচারই না রয়েছে। সবই কেমন যেন বদলে যেতে শুরু করেছে। কোনও কোনও জায়গায় এসব আচার ছোট করে পালন করা হচ্ছে। মূল উদ্দেশ্যটা অনেকাংশেই 'মেহেন্দি ইভেন্ট', 'সংগীত নাইট'-এর দিকে ঘুরে গিয়েছে। উত্তর ভারতীয় স্টাইলে হাত রাঙানো, ডিজাইনার মেহেন্দি আর সেইসঙ্গে থিমভিত্তিক সাজসজ্জা, ফোটোশুট, কোনওটিই এখন আর নতুন নয়। আগে বাঙালি বিয়ে মানেই পুরোদস্তুর আড্ডা, খালি গলায় গান আর হাসিঠাট্টার ছররা। আর এখন? সাউন্ড সিস্টেম, ডিজে, নাচের ট্রুপ, স্টেজ লাইট এবং ছন্দোবদ্ধ নাচে গোটা বিষয়টির অভিমুখ বদলে গিয়েছে।

চেনা ছবির এই বদলের বিষয়ে অনেকেই অকপট। সদ্য বিবাহিতা অর্পিতা দাসের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তরুণী বললেন, 'সংগীত নাইট না করলে বিয়েটা ব্যাকডেটেড হয়ে যাবে বলে মনে হয়েছিল। আর তাছাড়া সবাই এই আয়োজনে মাতছে। তাই আমার বিয়েতেও এই আয়োজন করা হয়েছিল।' সায় দিয়ে ইভেন্ট অর্গানাইজার অরিজিৎ রায়ের বিশ্লেষণ, ''বাঙালি পরিবারগুলি বিয়েকে আর শুধু আচার হিসেবে দেখে না। তারা বরং এটিকে 'গ্র্যান্ড সেলিব্রেশন' হিসেবে দেখা শুরু করেছে। সংগীত বা মেহেন্দি তাদের কাছে নতুন অভিজ্ঞতা।'' চাহিদা থাকাতেই তাঁরা এসবের আয়োজন করে থাকেন বলে তিনি জানালেন।

বাঙালি বরের আগমনে আগে শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি, এক-আধজন আত্মীয়র নাচ দেখা যেত। আর এখন? বর আজকাল ডিজে সিস্টেম বাজানো গাড়িতে আসে। সঙ্গে পঞ্জাবি ডান্স ট্রুপ, বড় বড় ঢাকঢোল, ফগ গান, লাইট স্কোয়াড। 'শুভদৃষ্টি' পর্বে চোখ রাখা যাক। ছাঁদনাতলায় দাঁড়িয়ে বরকে উঁচু করে তোলা, কনের চোখ খুলে বরের দিকে তাকানো,

এরপর দশের পাতায়

বিজেপির আইটি সেলে তৃণমূল কর্মীর নাম

কালিয়াগঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : কালিয়াগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বিজেপির আইটি সেলের নবনির্মিত কমিটিতে সক্রিয় তৃণমূল যুব কর্মীর নাম ঘিরে চাঞ্চল্য। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই সোমবার শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল যুব কর্মী দীপঙ্কর বসুকে সামনে বসিয়ে শহর তৃণমূল কার্যালয়ে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করলেন কালিয়াগঞ্জের শহর তৃণমূল যুব সহ সভাপতি রতন বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন কালিয়াগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ কুণ্ডু। রতন বিশ্বাস জানিয়েছেন, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে পর্যন্ত দীপঙ্কর বিজেপি-মনস্ক ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে তিনি তৃণমূলের একজন একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে কাজ করে চলেছেন। দীপঙ্করেরও দাবি, 'একসময় বিজেপি করতাম। কিন্তু বিগত পাঁচ বছর ধরে বিজেপির সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। ওয়ার্ডে তৃণমূলের এসআইআর ক্যাম্পে নিয়মিত কাজ করছি। কেন আমার নাম বিজেপির আইটি সেলে রাখা হল, সেটা আমারও প্রশ্ন।' গত ২৮ নভেম্বর বিধানসভাভিত্তিক আইটি সেলের এই কমিটি প্রকাশ্যে আসে। তালিকাটিতে বিজেপির জেলা সভাপতি নিমাই কবিরাজের স্বাক্ষর ছিল। বিষয়টি নিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'কালিয়াগঞ্জ থেকে আমাকে এই কমিটি পাঠানো হয়েছে। ওদের কাছ থেকে বিষয়টি না শুনে আমি কিছু বলতে পারছি না।'

কোচবিহারের জহর রাজ্য ভলিবলের কোচ

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১ ডিসেম্বর : রাজ্য ভলিবল দলের কোচ হয়েছেন কোচবিহারের জহর রায়। তাঁর বাড়ি খাগড়াবাড়িতে। ইতিমধ্যেই তিনি কাজে যোগদান করেছেন। সামনে অনূর্ধ্ব-১৮ মেয়েদের জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতা রয়েছে। ওই দলকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন জহর সহ মোট তিনজন কোচ। কলকাতায় প্রশিক্ষণের ফাঁকেই জহর বললেন, 'বড় সুযোগ। খেলোয়াড়দের ভালো প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য আমার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আশা করছি রাজ্য দল ভালো ফল করবে।'

কয়েক দশক ধরে জহর ভলিবল খেলা ও কোচিংয়ের সঙ্গে যুক্ত। ১৯৯৮ সালে তাঁর নিজের ক্লাব নাট্য সংঘ ও পরবর্তীতে জেলা ক্রীড়া সংস্থার কোচ হিসেবে পথচলা শুরু। আগে ১৯৯৪ সালে বাংলা দলের হয়ে ভলিবল খেলেছেন। জহরবাবুর কোচিংয়ে ২০০৩ সালে রাজ্য আন্তঃবিদ্যালয় ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন হয় কোচবিহার। ২০০৫ সালে রাজ্য ভলিবলের সাব-জুনিয়ারে কোচবিহার জেলা দলকে রানার্স করার নেপথ্যেও ছিল তাঁর অগ্রণী ভূমিকা।

পরে ২০০৮ সালের জুনিয়ার বিভাগেও জহরের প্রশিক্ষণে কোচবিহার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ২০২২ সাল থেকে তিনি জেলা ক্রীড়া সংস্থার ভলিবল বিভাগের সচিবের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। জহরের দায়িত্বপ্রাপ্তির খবরে জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুব্রত দত্ত বলেন, 'জহর একজন দক্ষ কোচ। তাঁর নেতৃত্বে বাংলা দল নিশ্চয় সাফল্য পাবে। জেলার আরও খেলোয়াড়রা রাজ্য দলে খেলার সুযোগ পাবে বলে আশা করি।'

“ বড় সুযোগ। খেলোয়াড়দের ভালো প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আশা করছি, রাজ্য দল ভালো ফল করবে।

জহর রায়

অদম্য ইচ্ছেশক্তিতে সাফল্য

ম্যাট নেই, নদীর পাড়ে কুস্তিচর্চা

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১ ডিসেম্বর : কবি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'ছন্নছাড়া' কবিতায় নেই রাজ্যের বাসিন্দাদের কথা উল্লেখ করেছিলেন। বর্তমানে এই কবিতা লিখলে তিনি নিঃসন্দেহে এই 'নেই রাজ্যের বাসিন্দা' হিসেবে আলিপুরদুয়ারের কুস্তিগিরদের কথাই বলতেন। বলবেন নাই বা কেন, জেলায় যে কুস্তিচর্চার কোনও পরিকাঠামোই নেই। কুস্তির আখড়া থেকে শুরু করে জুতো, কস্টিউম এমনকি কুস্তির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ম্যাট, কোনওটাই এখানে নেই।

কিন্তু এত নেই-এর মাঝেও যেটা আছে তা হল, কিছু ছেলেমেয়ের প্রতিভা এবং অদম্য ইচ্ছাশক্তি। সেটার ওপর ভর করেই তাঁরা কুস্তিচর্চা করে যাচ্ছেন। তাঁদের এই কসরতের সাফল্যও আসছে। ইতিমধ্যেই জেলার আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের বিন্দিপাড়া মজিদখানা, চেপানি সহ বিভিন্ন গ্রামের ছেলেমেয়েরা জেলা, রাজ্য এবং জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে সাফল্য পেয়েছেন। জেলার দুই তরুণ জাতীয় স্তরে খেলার সুযোগ পেয়েছেন। রাজ্য স্তরেও এসেছে স্বর্ণপদক। জেলার একমাত্র মহিলা কুস্তিগির মৌসুমি রায় প্রবল আর্থিক অনটনের মধ্যেও নিয়মিত পরিশ্রম করে রাজ্য স্তরে ব্রোঞ্জ জিতে নজির সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কথায়, 'আমরা যারা কুস্তি খেলছি, তারা প্রত্যেকেই অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে আসা। কুস্তির প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম কেনার সামর্থ্য আমাদের নেই।'

গদাধর নদীর চরে কুস্তির প্রশিক্ষণ।

কার্যত একই কথা শোনা যায় সৌরভ বর্মন, রজনী রায়, সুরজিৎ মোদক, জয়ন্ত রায়, বুবাই রায়, মানিক রায়, নিমাই দাস, নন্দগোপাল দাসদের গলাতেও। তাঁরা প্রত্যেকে বর্তমানে নিয়মিত বিন্দিপাড়া গ্রামে খেলার মাঠে কুস্তিচর্চা করে যাচ্ছেন। তাঁরা জানান, কুস্তিচর্চা করার জন্য একটি হলঘর তাঁদের বিশেষভাবে প্রয়োজন। এছাড়া ম্যাট, খেলার জন্য জুতো, কস্টিউম এবং অন্য সমস্ত সরঞ্জামের অভাব রয়েছে। কোনও পরিকাঠামো না থাকায় তাঁরা গদাধর নদীর চরে বালিমাটিতে গিয়ে অনুশীলন করতে বাধ্য হচ্ছেন। জেলায় কোনও প্রশিক্ষক নেই। আন্তর্জাতিক কোচ এবং রেফারি ভূমিপুত্র নন্দন দেবনাথ তাঁদের ভীষণভাবে সাহায্য করেন এবং উৎসাহ জোগান। বর্তমানে কলকাতায় থাকলেও যখনই বাড়ি আসেন লাগাতার প্রশিক্ষণ দেন। এছাড়া দূরে থাকলেও ভিডিও তৈরি করেও পাঠান। তাঁর সহযোগিতা ছাড়া আমরা কোনওভাবেই এই সাফল্য পেতাম না। তবে সঠিক পরিকাঠামো পেলে এলাকার অনেক ছেলেমেয়ে কুস্তির প্রতি আগ্রহী হবে বলে তাঁদের বিশ্বাস।

তাঁদের কথায়, 'নন্দন দেবনাথ না থাকলে আমাদের কোনওভাবেই কুস্তি খেলা সম্ভব হত না। আমাদের জেলায় রেসলিংকে এগিয়ে নিতে হলে উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলা একান্তভাবে জরুরি। খেলোয়াড়দের সরঞ্জাম দিয়ে সহযোগিতা করাও ভীষণভাবে প্রয়োজন। তার জন্য সরকারি উদ্যোগ গ্রহণের আবেদন জানাচ্ছি।'

পশ্চিমবঙ্গ রেসলিং অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক নন্দন দেবনাথ বলেন, 'দূরে থাকলেও ওদের সহযোগিতা বা উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছি। পরিকাঠামো এবং সরঞ্জামের ঘাটতি রয়েছে। সেই সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের চেষ্টা চালাচ্ছি। আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে যথাসাধ্য সহযোগিতা করা হবে।'

অ্যাফিডেভিট

আমি তপতী ভৌমিক স্বামী-পার্থ ভৌমিক, পান্ডাপাড়া রোড, জলপাইগুড়ি ভোটার কার্ডে ভুল থাকায় 29.11.2025 তারিখে LD. J.M. 2nd Court, Jalpaiguri affidavit No. 5048 বলে তপতী ভৌমিক এবং তপতী ভোমিক (বিশ্বাস) একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম। (C/119176)

•

আমি Pranab Ghosh, পিতা : Anil Ghosh, পোঃ আলিপুরদুয়ার কোর্ট, থানা ও জেলা : আলিপুরদুয়ার। ড্রাইভিং লাইসেন্স (No : WB6920050865149)-এ আমার ও পিতার নাম ভুল থাকায় গত ২৮/১১/২০২৫ তারিখে আলিপুরদুয়ার LD 1ST JM কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Pranab Ghossh, পিতা: Anil Ch Ghosh থেকে Pranab Ghosh, পিতা : Anil Ghosh হলাম। (C/118750)

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
OFFICE OF THE REGISTRAR

Sealed quotations are invited for repairing, along with replacement of spare parts (IR Source (Part No. 1005855) Bruker FTIR Alpha) and service charges for Bruker FTIR Alpha II of the Department of Pharmaceutical Technology, University of North Bengal. For details, please see : www.nbu.ac.in

Advt. No. 36/R-2025
Dated : 02.12.2025

Registrar (Acting)

তিনসুকিয়া ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : টিএসকে/ইএনজিজি/৬৯ অফ ২০২৫, তারিখ : ২৭-১১-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: আইটেম নং. ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : তিনসুকিয়া ডিভিশনের চেলেংহাট (এসএলএক্স) স্টেশনে উচ্চ স্তরের প্ল্যাটফর্মের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য : ৫,০৬,৬৮,৯৫৯/- টাকা; বায়না মূল্য : ৪,০৩,৪০০/- টাকা; আইটেম নং. ২; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : তিনসুকিয়া ডিভিশনে - নিউ সিসিফ্লাওয়ে পণ্য লোডিং এবং আনলোডিং সুবিধা এবং অন্যান্য বিবিধ কাজের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য : ৯,৭৪,২৯,৩৩২/- টাকা; বায়না মূল্য : ৬,৩৭,২০০/- টাকা; আইটেম নং. ৩; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : তিনসুকিয়া ডিভিশনে - নিউ সিসিফ্লাওয়ে পণ্য লোডিং এবং আনলোডিং সুবিধা প্রদানের জন্য কিমি ৪২/৭-৮ - তে ব্রিজ নং ৫৯এ এবং কিমি ৪১/৭-৮ তে ব্রিজ নং ৫৯ -এর সম্প্রসারণ। টেন্ডার মূল্য : ২,৮১,২১,৩৪১/- টাকা; বায়না মূল্য : ২,৯০,৬০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৮-১২-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৬:০০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৮-১২-২০২৫ তারিখ ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম(ডব্লিউ), তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ভর্তি

শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের আগামী শিক্ষাবর্ষের (২০২৬) পঞ্চম শ্রেণির বাংলা/ইং মাধ্যমের ভর্তির ফর্ম ৩রা ডিসেঃ থেকে ১২ই ডিসেঃ ২০২৫ পর্যন্ত দেওয়া ও নেওয়া হবে। প্রধান শিক্ষক। (C/119175)

কর্মখালি

সুবর্ণ সুযোগ- আলিপুর/জলপাইগুড়ি/শিবমন্দিরবাসীদের বাড়ি থেকে 2/3 ঘণ্টা কাজে উচ্চ আয়। M : 9733170439. (K)

অ্যাফিডেভিট

আমি Prithwish Chandra Roy আমার কন্যা Poly Roy-এর জন্মশংসাপত্রে আমার নাম ভুল থাকায় গত ইং 13-11-25 তারিখে জলপাইগুড়ি J.M. 1st কোর্ট হইতে অ্যাফিডেভিট বলে আমার সঠিক নাম Prithwish Chandra Roy হবে। Pritish Ch. Roy ও Prithwish Chandra Roy উভয়ই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। শালবাড়ী, ধূপগুড়ি। (A/B)

•

আমি Prakash Das S/o Subal Das Vill-Chandipur P.O. Kajigram Chandipur P.S. English Bazar Dist. Malda Pin - 732103 আমার ছেলের জন্ম সংসাপত্রে যার No. B/2024/0561236 dt. 19/04/2024 আমার ছেলের নাম ভুল থাকায় গত 18/3/2025-এ প্রথম শ্রেণী J.M কোর্ট মালদহ অ্যাফিডেভিট বলে Pranajit Das থেকে Soumojit Das করা হল।

•

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB631996094 আমার এবং বাবার নাম ভুল থাকায় গত 14-10-2025, J.M. 3rd Court সদর, কোচবিহার, In Charge, অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Sammi Mahammad এবং Sammi Mahammed, পিতা Khalil Khan এবং MD. Khalil Khan এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। নতুন পল্লী, ওয়ার্ড নং 8, পোঃ ও জেলা ঃ কোচবিহার। (C/118921)

e-TENDER Corrigendum

Vide notification no. 1718 & 1919/DCFS/JPG/25, Dt: 07/11/2025 bids are requested from interested bidders for engagement of vendors for Stationeries and Good Vehicles. Last Date of Submission: 04/12/2025 till 2 PM. For Stationeries & 04/12/2025 till 2 PM for Goods Vechicles. Please follow the website **https://www.wbtenders.gov.in** and notice board O/o DCF&S, Jalpaiguri.

Sd/-
DCF&S,
Jalpaiguri

কাটিহার মণ্ডলে সহযোগী সিগন্যালিং কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর-এন-২০২৫-কে-৬২ তারিখঃ ২৬-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: কাজের নামঃ কাটিহার মণ্ডলের সামসি স্টেশনে য়ার্ড উন্নতকরণের সঙ্গে সম্পর্কিত সহযোগী সিগন্যালিং কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ২,০৮,৪৯,১৩৬/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৫৪,৩০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৮-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ১৮-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম/(এসএন্ডটি)/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./৩৭ অব ২০২৫, তারিখঃ ২৬-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ টেন্ডার নং. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এসএসই/ওয়ার্ক্স/ওল্ড মালদা অধিক্ষেত্রের অধীনে কুমেদপুর - একলাখির মধ্যে কেএম ১৭৯/৩-৪ এ লেভেল ক্রসিং নং. এনসি-৮৮ ও কেএম ১৭৬/৭-৮ এ লেভেল ক্রসিং নং. এনসি-৮৬ এর বদলে আরইউবি/এলএইচএস-এর ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্যঃ ১১,২০,৬৪,৫৬৪.৭৬ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৭,১০,৩০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ সিনিয়র ডিইএন/I/কাটিহারের অধিক্ষেত্রের অধীনে ওয়েল্ডিং-এর সিঙ্গেল শট ক্রুসিবল মেথড এবং কম্প্রেসড এয়ার প্রিহিটিং সিস্টেম-এ ব্যবহারের জন্য ৬০কেজি / ৬০ইআই আর ২৬০ গ্রেড রেল-এর জন্য এটি ওয়েল্ডিং পোর্শনের উৎপাদন ও সরবরাহ। টেন্ডার মূল্যঃ ৬৫,০৮,৫২৫.৪৭ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ১,৩০,২০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ৩। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এডিইএন/বারসুই জংশন অধিক্ষেত্রের অধীনে আরইউবি-এর ভেতরে জমে থাকা পানী অপসারণ। টেন্ডার মূল্যঃ ১৭,৫৬,০৯৮.৭৫ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৩৫,১০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ৪। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ (ক) সিনিয়র ডিইএন/I/কাটিহারের অধিক্ষেত্রের অধীনে ওয়ার্ন আউট ১ ইন ১২ এবং ১ ইন ৮.৫ ক্রসিং বডি, সুইচ ইত্যাদির রিকন্ডিশনিং। (খ) সিনিয়র ডিইএন/II/কাটিহারের অধিক্ষেত্রের অধীনে ওয়ার্ন আউট ১ ইন ১২ এবং ১ ইন ৮.৫ ক্রসিং বডি, সুইচ ইত্যাদির রিকন্ডিশনিং। (গ) সিনিয়র ডিইএন/IV/কাটিহারের অধিক্ষেত্রের অধীনে ওয়ার্ন আউট ১ ইন ১২ এবং ১ ইন ৮.৫ ক্রসিং বডি, সুইচ ইত্যাদির রিকন্ডিশনিং। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৪৯,১২,৭৭৬.৫২ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ২,২৪,৬০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ৫। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ডিভিশনাল হাসপাতাল, কাটিহারঃ ছাদের লিকেজ, আইসোলেশন ওয়ার্ড, ফিজিওথেরাপিস্ট ইউনিট-এর মেরামত ও আপগ্রেডেশন। টেন্ডার মূল্যঃ ৮৭,৪৬,২৭৯.০৭ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ১,৭৪,৯০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৬-১২-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ২৬-১২-২০২৫ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৬-১২-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্ক্স), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

e-TENDER NOTICE
Matiali Panchayat Samiti
Matiali :: Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No.WB BLOCK/36/BDO/MATIALI/2025-26

Last date of online bid submission : 09-12-2025 upto 18:00 hours.

For further details following site may be visited **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer
Matiali :: Jalpaiguri

e-TENDER NOTICE
Matiali Panchayat Samiti
Matiali :: Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No.WB BLOCK/37/BDO/MATIALI/2025-26.

Last date of online bid submission : 09-12-2025 upto 18:00 hours.

For further details following site may be visited **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer
Matiali :: Jalpaiguri

পূর্ব রেলওয়ে

অকশন ক্যাটালগ

অ্যাডমিন ইউনিট/জোন ঃ শিয়ালদহ ডিভিশন-কমার্শিয়াল, পূর্ব রেলওয়ে। অকশন আহ্বানকারী কর্তৃপক্ষ ঃ সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রুম নং ৪৪, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪। অকশন ক্যাটালগ নং ঃ এসডিএএইচ-পার্সেল-৪৯। অকশন শুরু (সব লটের জন্য) ঃ ১৫.১২.২০২৫, দুপুর ১২টা। অকশন বন্ধের তারিখ/সময় ঃ ১৫.১২.২০২৫, দুপুর ১২টা ৫০ মিনিট। অটো এক্সটেনশন জোন ঃ ১২০ সেকেন্ড। অটো এক্সটেনশনের মেয়াদ ঃ ১২০ সেকেন্ড। অকশনের ধরন ঃ ক্লোজ এন্ডেড। ইনিশিয়াল কুলিং অফ পিরিয়ড ঃ ৩০ মিনিট। পরবর্তী লটের ক্লোজিং ইন্টারভ্যাল ঃ ১০ মিনিট। সর্বোচ্চ অটো এক্সটেনশন ঃ ১০ বার। ক্যাটালগ প্রকাশের তারিখ ঃ ২৭.১১.২০২৫, সন্ধ্যা ৬টা ২৫ মিনিট। ডিসিশন মোড - অটো, আরপি প্রদর্শিত - না, আরপি-র নিচে অনুমোদিত বিড - হাঁ, প্রথম প্রত্যাখ্যানের অধিকার (আরওএফআর) প্রযোজ্য কিনা ঃ না, চুক্তির আদর্শ শর্তাবলী (সংস্করণ ২) - দৃশ্যমান, সংশোধনী। লটের বিবরণ ঃ ক্যাটিগরি/সাব ক্যাটিগরি ঃ সমস্ত ফিল্টার লট সিকুয়েন্স নং.: লট নং./ক্যাটিগরি; বিবরণ; বন্ধের তারিখ/সময় ঃ এএ/১; ১৩১৫৯-এসএলআর-এফ২-এসডিএএইচ-এনওকিউ-২৫-১ (পার্সেল এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কমপার...); ১৫.১২.২০২৫ তারিখ, ১২.৩০ মিনিটে। এএ/২; ১৩১৬৫-এসএলআর-আর ১-এসডিএএইচ-জেওয়াইজি-২৫-১ (পার্সেল এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কমপার...); ১৫.১২.২০২৫ তারিখ, ১২.৪০ মিনিটে। এএ/৩; ১৩১৫৯-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-জেনিএন-২৫-১ (পার্সেল এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কমপার...); ১৫.১২.২০২৫ তারিখ, ১২.৫০ মিনিটে। রেট ইউনিট ঃ প্রতিটি সিকোয়েন্স নং-এর জন্য প্রতি ট্রিপ লাইসেন্সিং ফি। ট্রিপ/দিন ঃ সিকোয়েন্স নং এএ/১ ও এএ/২ জন্য ১০১৬ এবং সিকোয়েন্স নং এএ/৩-এর জন্য ৪৭০। ন্যূনতম বৃদ্ধি ঃ সব সিকোয়েন্স নং-এর জন্য ০.২%। ইএমডি ঃ সব সিকোয়েন্স নং-এর জন্য ১০%। প্রয়োজনীয় টার্নওভার ঃ সিকোয়েন্স নং. এএ/১ ও এএ/২-এর জন্য ২০০০০০০, সিকোয়েন্স নং. এএ/৩-এর জন্য ০। আরওএফআর প্রযোজ্য কিনা? ঃ সব সিকোয়েন্স নং-এর জন্য না। লটের অবস্থা ঃ সব সিকোয়েন্স নং-এর জন্য আরপি পেন্ডিং। অকশনস ঃ সব সিকোয়েন্স নং-এর জন্য 📖।

(SDAH-277/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

হাওড়া ডিভিসনে নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

সংশোধনী

হাওড়া ডিভিসনের বর্ধমান-খানা শাখায় খানা স্টেশনে ০২.১২.২০২৫ থেকে ০৫.১২.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ০৪ দিনের প্রি নন-ইন্টারলকিং এবং ০৬.১২.২০২৫ থেকে ০৮.১২.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ০৩ দিনের নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত পূর্বে প্রকাশিত উপরোক্ত শীর্ষাঙ্কিত বিজ্ঞাপনের প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য যে ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কিছু পরিবর্তন করা হয়েছেঃ • **নিয়ন্ত্রণঃ (১) ১৩০২৪ গয়া-হাওড়া এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.১২.২০২৫) পথিমধ্যে ১ ঘন্টার জন্য উপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে। **(২) ১৩১৫৪ মালদা টাউন-শিয়ালদহ গৌড় এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.১২.২০২৫) পথিমধ্যে ১৫ মিনিটের জন্য উপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে। • **পুনঃনির্ধারণঃ (১) ২২৫০৪ ডিব্রুগড়-কন্যাকুমারী বিবেক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.১২.২০২৫) ১ ঘন্টা ২০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে অর্থাৎ ডিব্রুগড় থেকে সন্ধ্যা ৭টা ৩৫ মিনিটের পরিবর্তে রাত ৮টা ৫৫ মিনিটে ছাড়বে। **(২) ১২৫১০ গুয়াহাটি-এসএমভিটি বেঙ্গালুরু সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.১২.২০২৫) ২ ঘন্টা ১৫ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে অর্থাৎ গুয়াহাটি থেকে সকাল ৬টা ১৫ মিনিটের পরিবর্তে সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে ছাড়বে। **(৩) ১৩১৬০ যোগবানী-কলকাতা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.১২.২০২৫) ১ ঘন্টা ৪০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে অর্থাৎ যোগবানী থেকে দুপুর ৩টে ৪৫ মিনিটের পরিবর্তে বিকেল ৫টা ২৫ মিনিটে ছাড়বে। **বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ** স্পেশাল বা দেরিতে চলা ট্রেন এবং ব্লক চলাকালীন নতুনভাবে চালু হওয়া ট্রেন/পার্সেল ট্রেন/টিওডি, যদি থাকে, তাহলে তা পথিমধ্যে উপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ/পথ পরিবর্তন করা হবে। যাত্রীদের স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এপি/ইএল/১৮/২৫-২৬; তারিখ: ২৭-১১-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং. : এপি/ইএল/১৮/২৫-২৬। কাজের নাম ঃ বৈদ্যুতিক কাজ : আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে - ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতালে ওপিডি করিডোর, ফার্মেসি করিডোর প্রশস্তকরণ, ০১টি মহিলা টয়লেট, ০৩টি দোকান এবং ০২টি ডাক্তারের চেম্বার স্থাপনের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য: ৬,৮৬,০৭৭.০৯/- টাকা; বায়না মূল্য: ১৩,৭০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৯-১২-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৫:৩০ টায়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখুন।

ডিআরএম/ইলেক্ট্র.(জি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এপি/ইএল/১৭/২৫-২৬ তারিখঃ ২৭-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ টেন্ডার সংখ্যা. এপি/ইএল/১৭/২৫-২৬। কাজের নামঃ বৈদ্যুতিক কাজের জন্যেঃ আলিপুরদুয়ার জংশন মণ্ডলের নিউ কোচবিহার, নিউ আলিপুরদুয়ার, কোকরাঝাড়, আলিপুরদুয়ার জংশন, নিউ মাল জংশন, হাসিমারা, দিনহাটা, দলগাঁও, ফকিরাগ্রাম জংশন, জলপাইগুড়ি রোড, ধুবড়ি, গোসাইগাঁও হাট, বামনহাট, ধূপগুড়ি এবং ফালাকাটা স্টেশনে স্থাপন করার জন্য ২১ টি এটিভিএম মেশিনে বিদ্যুৎ যোগানের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশিঃ ৪,৮৭,৭৯১.৬৯/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৯,৮০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৯-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায় ডিআরএম/ইলেক্ট (জি)/ আলিপুরদুয়ার জংশন কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সহায়ক ডিইই/জিএণ্ডসিএইচজি, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

BINA MOHIT MEMORIAL SCHOOL

MAHISHBATHAN, COOCHBEHAR

RECRUITMENT NOTICE

SL. NO.	POST	VACANCY	DESIRED QUALIFICATION
1	PGT Economics	1	MA., B.Ed.
2	PGT Mathematics	1	M.Sc., B.Ed.
3	PRT	2	Graduate, B.Ed / D.El.Ed.
4	Secretary to the Principal	1	Graduate and knowledge of Computer

N.B.: i. Candidates applying must have proficiency in speaking English. ii. Work experience is must for PGT Mathematics. iii. Candidates with specialization in English and Mathematics will be preferred for PRT.

Please send your resume at the latest by 10th December, 2025.
E-mail ID: binamohitmemorialschool@rediffmail.com

ডিসেম্বর, ২০২৫ মাসের জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি

লামডিং ডিভিশনের অধিক্ষেত্রের অধীনে রেলওয়ের বর্জিত সামগ্রী বিক্রির জন্য **ডিসেম্বর**, ২০২৫ মাসের জন্য নিম্নবর্ণিত হিসেবে তারিখে ই-নিলাম কর্মসূচি স্থির করা হয়েছে।

ক্র.নং.	মাস	স্থির করা তারিখ
১	ডিসেম্বর, ২০২৫	০৯-১২-২০২৫, ১৬-১২-২০২৫ ২৩-১২-২০২৫, ৩০-১২-২০২৫

আগ্রহী বিডাররা আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এর মাধ্যমে ই-নিলাম কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

সিনিয়র ডিভিশনাল ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

তিনসুকিয়া মণ্ডলে পার্সেল স্ক্যানার মেশিনের স্থাপন এবং পরিচালনের জন্যে ই-নিলাম

তিনসুকিয়া মণ্ডলের নিউ তিনসুকিয়া, ডিব্রুগড়, মরিয়নি জংশন এবং যোরহাট টাউন রেলওয়ে স্টেশনের পার্সেল কার্যালয়ে পার্সেল স্ক্যানার মেশিনের স্থাপন এবং পরিচালনের জন্যে ই-নিলাম। **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। **ট্রিপস/দিনঃ** ১০৯৬।

অকশন ক্যাটালগ সংখ্যা. টিএসকে-পিএসএম-২০২৫-০৪

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	এমএসএস-টিএসকে-এমএক্সএন-পিএস-১৫-২৫-১ (এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-পার্সেল স্ক্যানার)	মরিয়নি জংশন রেলওয়ে স্টেশনের পার্সেল কার্যালয়ে পার্সেল স্ক্যানার মেশিনের স্থাপন এবং পরিচালন
এএ/২	এমএসএস-টিএসকে-জেটিটিএন-পিএস-১৬-২৫-১ (এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-পার্সেল স্ক্যানার)	যোরহাট টাউন রেলওয়ে স্টেশনের পার্সেল কার্যালয়ে পার্সেল স্ক্যানার মেশিনের স্থাপন এবং পরিচালন
এএ/৩	এমএসএস-টিএসকে-এনটিএসকে-পিএস-১৩-২৫-১ (এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-পার্সেল স্ক্যানার)	নিউ তিনসুকিয়া রেলওয়ে স্টেশনের পার্সেল কার্যালয়ে পার্সেল স্ক্যানার মেশিনের স্থাপন এবং পরিচালন
এএ/৪	এমএসএস-টিএসকে-ডিবিআরজি-পিএস-১৪-২৫-১ (এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-পার্সেল স্ক্যানার)	ডিব্রুগড় রেলওয়ে স্টেশনের পার্সেল কার্যালয়ে পার্সেল স্ক্যানার মেশিনের স্থাপন এবং পরিচালন

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৯-১২-২০২৫ তারিখে ১১.০০ ঘন্টায় এবং **বন্ধ হবেঃ** ১২.০০ ঘন্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারেন।

টোকাঃ বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল বাণিজ্য প্রবন্ধক (আইসি), তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৯৩০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৯৯৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৩৫০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৭৫৫৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৭৫৬৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সারাদিন আনন্দে কাটবে। নতুন কোনও আসবাবপত্র উপহার পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সম্ভাবনা। বৃষ : আত্মীয়ের পরামর্শে কোনও আর্থিক সংস্থায় টাকা রেখে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। সংসারে সামান্য কারণে অশান্তি। মিথুন : স্ত্রীর ভাগ্যে প্রচুর সম্পত্তির মালিকানা পেতে পারেন। শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিকিৎসার জন্য ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। কর্কট : অসাধু ব্যক্তির পরিকল্পনায় পড়ে প্রচুর অর্থ নষ্ট হতে পারে। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা বাড়বে। পড়াশোনায় উন্নতি। সিংহ : নতুন বাড়ি নির্মাণে আর্থিক সংস্থা থেকে ঋণ মঞ্জুর হয়ে যাবে। হিংস্র পশু থেকে সাবধান। উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কাটবে। কন্যা : অপ্রত্যাশিত কোনও খবর পেয়ে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়বে। বকেয়া অর্থ ফেরত পেয়ে স্বস্তি। তুলা : সামান্য কারণে কোনও আত্মীয়ের কাছে হেনস্তা হতে হবে। বিজ্ঞানচর্চায় বিশেষ সাফল্য পাবেন। প্রেমে মান-অভিমান চলবে। বৃশ্চিক : প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য এবং চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। ধনু : বেহিসেবী খরচে রাশ টানতে না পারলে আর্থিক সমস্যায় পড়তে পারেন। বৈদ্যুতিন সামগ্রীর ব্যবসায়ীদের লাভের পরিমাণ বাড়বে। মকর : অতিরিক্ত ভোগবিলাসের কারণে খরচের বহর বাড়বে। রাস্তাঘাটে তর্কবিতর্ক থেকে নিজেকে দূরে রাখুন। আর্থিক শুভ। কুম্ভ : প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে পরিবারে অশান্তি বাড়তে পারে। জমি বা ফ্ল্যাট কেনার আগে কাগজপত্র ভালো করে যাচাই করে নিন। মীন : পরিবারে সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে শান্তিপূর্ণ আলোচনায় সমস্যার সমাধান হবে। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৫ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২, ভাঃ ১১ অগ্রহায়ণ, ২ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৫ অঘোন, সংবৎ ১২ মার্গশীর্ষ সুদি, ১০ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।৬, অঃ ৪।৪৮। মঙ্গলবার, দ্বাদশী দিবা ১২।১২। অশ্বিনীনক্ষত্র রাত্রি ৬।২৫। বরীয়ানযোগ রাত্রি ৭।৩৩। বালবকরণ দিবা ১২।১২ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ১১।৫ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, রাত্রি ৬।২৫ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ১২।১২ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- নৈর্ঋতে, দিবা ১২।১২ গতে দক্ষিণে। বারবেলাদি ৭।২৬ গতে ৮।৪৬ মধ্যে ও ১২।৪৭ গতে ২।৭ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৩০ গতে ৮।৭ মধ্যে। যাত্রা- শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৮।৪৬ গতে নৈর্ঋতে অগ্নিকোণেও নিষেধ, দিবা ১২।১২ গতে মাত্র উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ৬।২৫ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- সীমন্তোন্নয়ন, দিবা ১২।১২ মধ্যে পুংসবন, রাত্রি ৬।২৫ গতে গর্ভাধান। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও এবং ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট সপিণ্ডন। পূর্বাহ্ণ ৯।৪০ মধ্যে একাদশীর পারণ। গোস্বামীমতে অখণ্ডদান দ্বাদশীব্রত। মৎস্যদ্বাদশী। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ৭।৪৫ গতে ১১।৬ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩৫ গতে ৮।২৯ মধ্যে ও ৯।২৩ গতে ১২।৪ মধ্যে ও ১।৫২ গতে ৩।৩৯ মধ্যে ও ৫।২৭ গতে ৭।৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৭।৩৫ মধ্যে।

আজ টিভিতে

দুর্গা কি সত্যিই লোভী? না আছে অন্য পরিকল্পনা?
জগদ্ধাত্রী সন্ধে ৭.০০ জি বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ শুধু একবার বলো, দুপুর ১.৪৫ অরুন্ধতী, বিকেল ৪.৪৫ আলো, সন্ধে ৭.৪৫ জানেমন, রাত ১০.৩০ পারব না আমি ছাড়তে তোকে

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ নীল আকাশের চাঁদনি, দুপুর ১.০০ জীবন নিয়ে খেলা, বিকেল ৩.৩০ মহাগুরু, সন্ধে ৭.০০ বন্ধু, রাত ১০.৩০ চ্যালেঞ্জ-টু

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ আমার প্রেম, দুপুর ১২.০০ বাবা কেন চাকার, ২.৩০ এক চিলতে সিঁদুর, বিকেল ৫.০০ শত্রু মিত্র, রাত ১০.৩০ স্বার্থপর

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ আঁধার পেরিয়ে

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ রাখে হরি মারে কে

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ভালোবাসায় ছোঁয়া

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.২০ সিংহম রিটার্নস, সন্ধে ৬.৫০ খুদা গওয়াহ, রাত ১০.০০ খুল্লম খুল্লা পেয়ার করে

জি সিনেমা : সকাল ১০.২৭ কার্তিকেয়-টু, দুপুর ১.১৩ বেবি জন, বিকেল ৪.১৯ কৃশ, সন্ধে ৭.৫৫ রেইড-টু, রাত ১০.৪৪ হিরোপন্তি-টু

জি বলিউড : বেলা ১১.৩৯ ম্যায় অওর মেরা হাতি, দুপুর ২.৩২ আ আব লওট চলেঁ, সন্ধে ৬.০৭ কোয়লা, রাত ৯.০০ ঘায়ল, ১২.০০ ধর্ম কর্ম

কোয়লা সন্ধে ৬.০৭ জি বলিউড

গুরজিৎ সিং-এর গান শুনুন **গুড মর্নিং আকাশ** অনুষ্ঠানে সকাল ৭.০০ আকাশ আট

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.১৪ রাউডি নাম্বার ওয়ান, দুপুর ১.৫২ খিলাড়ি ৪২০, বিকেল ৪.২৩ দবং

এমএনএক্স : দুপুর ২.১০ দ্য হাঙ্গার গেমস : ক্যাচিং ফায়ার, বিকেল ৪.২০ নাউ ইউ সি মি, রাত ৯.০০ রেসিডেন্ট ইভিল, রেজারেকশনস

বন্ধু সন্ধে ৭.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

প্রাথমিকে একইদিনে মূল্যায়ন গোটা জেলায়

নাগরাকাটা, ১ ডিসেম্বর : এবছর জলপাইগুড়ি জেলার সমস্ত প্রাথমিক স্কুলে একই তারিখ থেকে তৃতীয় পর্বের মূল্যায়ন শুরু হবে। শেষও হবে একইদিনে। সোমবার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ থেকে পরীক্ষার সূচি তৈরি করে তা স্কুলগুলিতে পাঠিয়েও দেওয়া হয়েছে। সংসদের রুটিন অনুযায়ী মূল্যায়ন পরীক্ষা শুরু হবে ৮ ডিসেম্বর। শেষ হবে ১৩ ডিসেম্বর। পরীক্ষার ফলাফল জানিয়ে দেওয়ার জন্য ১৮ ডিসেম্বর সমস্ত স্কুলকে অভিভাবকদের নিয়ে সভা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান লক্ষ্মোহন রায় বলেন, 'রুটিন তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। সব স্কুল যাতে নির্ঘণ্ট মেনে পরীক্ষা নেয়, সে কথাও জানানো হয়েছে।' জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) শ্যামলচন্দ্র রায় বলেন, 'পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পর ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।'

নাগরাকাটার গ্রাস মোড় টিজি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের তরফে যে রুটিন তৈরি করে দেওয়া হয়েছে তাতে ৮ ডিসেম্বর প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের প্রথম ভাষা, ৯ ডিসেম্বর ইংরেজি, ১০ ডিসেম্বর গণিত, ১১ ডিসেম্বর তৃতীয় থেকে পঞ্চমের আমাদের পরিবেশ, ১২ ডিসেম্বর প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির কর্মশিক্ষা ও ১৩ ডিসেম্বর স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষার পরীক্ষা হবে। প্রতিদিন পরীক্ষা শুরু হবে দুপুর ১২টা থেকে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কীভাবে করতে হবে সেই গাইডলাইনও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ থেকে তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষার সময় প্রাক প্রাথমিক শ্রেণির পঠনপাঠন চালু থাকবে বলে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, ওই শ্রেণির জন্য পরীক্ষা হয় না। স্কুলগুলি যাতে ৭ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রশ্নপত্র তৈরি করে ফেলে- এমন নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষা শুরুর আগে প্রধান শিক্ষক বা টিআইসিদের ৪ ডিসেম্বরের মধ্যে অভিভাবক সভা ডাকতে বলা হয়েছে। অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকদের বলা হয়েছে তাঁরা যেন সংশ্লিষ্ট শিক্ষা সার্কেলের স্কুলগুলির প্রধানদের নিয়ে ৩ ডিসেম্বরের আগে একটি বৈঠক ডাকেন।

পরীক্ষা পর্ব

- ৮-১৩ ডিসেম্বরের মধ্যে জেলার সব স্কুলে প্রাথমিকের পরীক্ষা
- সব স্কুলে একইদিনে পরীক্ষা শুরু ও শেষ হবে
- ৭ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রশ্নপত্র তৈরি করতে হবে
- ৪ ডিসেম্বরের মধ্যে অভিভাবক সভা ডাকতে নির্দেশ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বা টিআইসিদের
- ১৮ ডিসেম্বর ফল প্রকাশের বৈঠক

জেলা শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা যাচ্ছে, এবছর প্রাথমিকের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ১৫ ডিসেম্বরের পর শুরু হতে পারে। চলতি মাসের মধ্যেই পঞ্চায়েত, সার্কেল ও জেলা স্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শেষ করে ফেলার কথা রয়েছে। তবে এ ব্যাপারে এখনও কোনও সরকারি নির্দেশিকা আসেনি। এর আগে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ১৬ নভেম্বর থেকে ৬ ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। যদিও এসআইআর-এর কারণে বহু শিক্ষক বিএলও'র কাজে ব্যস্ত থাকায় পরে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ওই সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করে। জেলা শিক্ষা দপ্তরের এক কর্তা জানিয়েছেন, ১৫ ডিসেম্বরের আগেই পরীক্ষা পর্ব শেষ করার কথা মাথায় রেখেই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এতে পড়ুয়াদেরও সুবিধা হবে।

পড়াশোনার সঙ্গে যোগাসন।। *আলিপুরদুয়ারে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী*

পৃথক পথ দুর্ঘটনায় মৃত এক, জখম ৩

সুভাষচন্দ্র বসু ও রামপ্রসাদ মোদক

বেলাকোবা ও রাজগঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : গাড়ির ধাক্কায় সাইকেল থেকে ছিটকে নয়ানজুলিতে পড়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। গুরুতর জখম আরও এক। সোমবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ বেলাকোবার ২৭ডি জাতীয় সড়কের শিরীষতলায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। মৃতের নাম সফিজুল ইসলাম (৫৫)। ঘটনায় সফিজুল মহম্মদ নামের আরেক ব্যক্তি জখম হয়েছেন। দুজনই বেলাকোবার ঘোষপাড়া এলাকার বাসিন্দা। অন্যদিকে, এদিন সকালে দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে রাজগঞ্জে আরও দুই তরুণ আহত হয়েছেন। রাজগঞ্জ থানার অন্তর্গত সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের গাডরা-জটিয়াকালী রাস্তায় ওই দুর্ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে ফুলবাড়ির একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যান।

বেলাকোবায় নিজেদের আলুর খেতের কাজ সেরে সাইকেলে বাড়ি ফিরছিলেন দুই ব্যক্তি। দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী দেবাশী বিশ্বাস বলেন, সাইকেল নিয়ে জাতীয় সড়কে উঠে রাস্তা পার হওয়ার জন্য তাঁরা অপেক্ষা করছিলেন। সেই সময় বেপরোয়াভাবে শিলিগুড়িগামী ছোট গাড়ি দ্রুতগতিতে এসে তাঁদের ধাক্কা মারে। ফলে দুজনই নয়ানজুলিতে ছিটকে পড়েন। এলাকাবাসী দুজনকে উদ্ধার করেন। গুরুতর জখম সফিজুল মহম্মদকে দ্রুত জলপাইগুড়ি এক নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে শিলিগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়। কিন্তু পরিবার তাঁকে শিলিগুড়ির এক নার্সিংহোমে ভর্তি করেছেন। অন্যদিকে, সফিজুল ইসলামকে জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ঘটনায় শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়ক দীর্ঘ সময় যানজটের সৃষ্টি হয়েছিল। চালক গাড়ি ফেলে রেখে ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেন। কোতোয়ালি থানার পুলিশ ও জাতীয় সড়কের ট্রাফিক ওসি এলাকাটি যানজটমুক্ত করেন। ট্রাফিক ওসি জয় সরকার জানান, দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি সহ দুটি সাইকেল কোতোয়ালি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

এদিকে, দ্বিতীয় ঘটনায় গাডরা থেকে পাগলারহাটের দিকে যাওয়া একটি বাইকের সঙ্গে উলটোদিক থেকে আসা আরেকটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। কুতাবগছ গ্রামের কালীভাসা মোড়ে ঘটনাটি ঘটতেই দুটি বাইকের তিনজন আরোহী রাস্তার ধারে ছিটকে পড়েন। দুজনের আঘাত গুরুতর। একজন চেকরবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা শমিত সরকার। অপর বাইক আরোহী অমিত রায়ের বাড়ি দলিলজোত গ্রামে। স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে ফুলবাড়ির একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যান। তৃতীয় বাইক আরোহীর আঘাত সামান্য। চেকরমারি গ্রামের বাসিন্দা প্রত্যক্ষদর্শী অলোক প্রধান বলেন, 'রাস্তার দু'পাশে বড় বড় আগাছা, ওই জায়গাটিতে একটা বড় বাঁক তৈরি হয়েছে। যার ফলেই দুর্ঘটনা ঘটেছে।'

রাজগঞ্জের দুর্ঘটনায় দুমড়ে যাওয়া একটি বাইক।

প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিকে শিক্ষায় অন্ধকার

ভাঙা বেঞ্চেই ক্লাস করে পড়ুয়ারা

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ১ ডিসেম্বর : মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকে ভালো ফল করেছে ক্রান্তির দুই স্কুল। অথচ এমন স্কুলেই কি না পড়ুয়াদের বসার জন্য পর্যাপ্ত এবং ভালো মানের বেঞ্চ নেই? অগত্যা, এক বেঞ্চে ঠাসাঠাসি করে ৬ জন পড়ুয়াকে বসতে হচ্ছে। ফলে বেঞ্চের অভাবে সমস্যায় মাল মহকুমার ক্রান্তি ব্লকের উচ্চমাধ্যমিক স্কুলগুলি। এর মধ্যে ক্রান্তি দেবীঝোরা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং রাজাডাঙ্গা পেন্দা মহম্মদ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এই সমস্যা সবচেয়ে বেশি। অভিযোগ, শিক্ষা দপ্তর ও প্রশাসনের উচ্চ মহলে আবেদন করেও দাবি পূরণ হয়নি। স্কুলের পরিকাঠামোগত এই সমস্যায় ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দা ও অভিভাবকরা।

দেবীঝোরা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এই মুহূর্তে পড়ুয়ার সংখ্যা প্রায় ২৪০০। ১৯৫৮ সালে স্কুলটির প্রতিষ্ঠা হয়। মাত্র ২৬ জন শিক্ষক দিয়ে স্কুলটি চলছে। পড়ুয়া বেশি হওয়ায় কয়েকটি শ্রেণিকক্ষেরও প্রয়োজন। এতসব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও গত কয়েকবছরে বিদ্যালয়টির পঠনপাঠন এলাকার সুনামের জায়গা তৈরি করেছে।

অভিভাবক কিশোর বিশ্বাসের বক্তব্য, 'বিদ্যালয়গুলোর পরিকাঠামো উন্নয়নে সরকার থেকে একেবারে নজর দেওয়া হয় না। গ্রামের এই স্কুলগুলো উৎসশ্রীর 'কল্যাণে' শিক্ষক সমস্যায় ভুগছে। ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয়টিতে বেঞ্চের অভাব যথেষ্ট হতাশাজনক।' স্কুল সূত্রে খবর, নতুন পুরোনো মিলিয়ে এই মুহূর্তে মাত্র ২৫০টি বেঞ্চ রয়েছে। পড়ুয়াদের বসার জন্য যে বেঞ্চগুলো রয়েছে সেগুলো বহু পুরোনো। অধিকাংশ বেহাল। বিদ্যালয়ের তহবিল থেকে কয়েকবার সেগুলো মেরামত করা হয়েছে। কিন্তু তাতেও সমস্যা মিটছে না। এদিকে পড়ুয়ার সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেদিন অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী স্কুলে আসে, সেদিন তাদের বসার জায়গাই দেওয়া যায় না।

ক্রান্তি দেবীঝোরা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভাঙা বেঞ্চ

দুর্ভোগ

- পড়ুয়া অনুপাতে বেঞ্চের সংখ্যা কম
- ক্রান্তির দেবীঝোরা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ও রাজাডাঙ্গা পেন্দা মহম্মদ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এই সমস্যা সবচেয়ে বেশি
- স্কুলে বেশিরভাগ পড়ুয়া উপস্থিত হলে বসার জায়গা দেওয়া যায় না
- স্কুলগুলিতে আরও ২০০ বেঞ্চ প্রয়োজন

দেবীঝোরা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মকসুদ আলমের বক্তব্য, 'স্কুলের বিভিন্ন সমস্যার কথা প্রশাসনিক মহলে জানানো হয়েছে। এই মুহূর্তে প্রায় ২০০ বেঞ্চ প্রয়োজন।'

এদিকে, রাজাডাঙ্গা পেন্দা মহম্মদ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রায় সাড়ে ৩ হাজার পড়ুয়া রয়েছে। এই মুহূর্তে সেই স্কুলেও ২০০ বেঞ্চের প্রয়োজন। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সফিউল হক বলেন, 'সমস্যার কথা প্রশাসনিক মহলে জানিয়েছি।' অভিভাবক বিজয় ওরাওঁ বলেন, 'শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়নে প্রশাসন নজর দেয় না। গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরকেন্দ্রিক স্কুলে পড়ুয়ারা বাড়তি সুবিধা পেয়ে থাকে।'

ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায়ের কথায়, 'স্কুলের পক্ষ থেকে আমাদের কাছে আবেদন করা হলে সমাধানের ব্যাপারে আমরাও পদক্ষেপ করব।' ক্রান্তির বিডিও রিমিল সোরেন স্কুলগুলোতে বেঞ্চের সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন।

উত্তর মাধবডাঙ্গা বিশ্বেশ্বর রায় বিএফপি স্কুলে পড়ুয়াদের নিয়ে ক্লাস চলছে।

শহর লাগোয়া স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা তলানিতে

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : প্রান্তিক এলাকা নয়, শহর লাগোয়া এলাকায় অবস্থিত ময়নাগুড়ি উত্তর মাধবডাঙ্গা বিশ্বেশ্বর রায় বিএফপি স্কুল। প্রতিদিন নিয়ম করে আসেন দুজন শিক্ষক-শিক্ষিকা। কিন্তু পড়ুয়া কোথায়? ক্লাসে বসে মাত্র দুই-তিনজন। কারণ, গোটা স্কুলেই পড়ুয়ার সংখ্যা মাত্র ৭। বিভিন্ন জায়গায় যখন শিক্ষকের অভাব, পড়ুয়াদের বসতে দেওয়ার মতো জায়গার অভাব, সেখানে উত্তর মাধবডাঙ্গা বিশ্বেশ্বর রায় বিএফপি স্কুলের এমন দশা দেখে হতবাক শিক্ষা মহল।

এলাকাবাসীর দাবি মেনে ১৯৫২ সালে স্কুলটি স্থাপিত হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের কথায়, একসময় সকাল থেকে পড়ুয়াদের ভিড়ে সরগরম থাকত এই স্কুল। এখন খাঁখাঁ করে। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা সুব্রতা চক্রবর্তীর কথায়, 'বেশ কয়েকবছর ধরে এই স্কুলে পড়ুয়া কমে গিয়েছে। গ্রামের বাসিন্দাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করে তাঁদের সন্তানদের এই স্কুলে পাঠানোর অনুরোধ করেছি। আশা করি, আগামী শিক্ষাবর্ষে পড়ুয়া সংখ্যা কিছুটা হলেও বাড়বে।'

স্কুলের অপর শিক্ষক অমিতকুমার রায় বলেন, 'আমরাও চাই ছাত্রছাত্রীর কোলাহলে ফের মুখরিত হয়ে উঠুক এই স্কুল। আমরা নিজেদের মতো করে স্কুলের পড়ুয়া বাড়ানোর চেষ্টাও করছি।'

পড়ুয়া কমার কারণ সম্পর্কে খোঁজ নিতে গিয়ে জানা গেল, এলাকার বেশিরভাগ ছেলেমেয়ে বেসরকারি স্কুলে পড়াশোনা করে। বাকি যারা সরকারি বিদ্যালয়ে পড়ে তাদের অনেকেই শহরের সুভাষনগর জুনিয়ার বেসিক স্কুলে গিয়ে ভর্তি হয়। ফলে শহর লাগোয়া এই স্কুলে পড়ুয়ার ভাটা। পড়ুয়া কম হলেও তাদের জন্য নিয়মিত মিড-ডে মিল রান্না হয়। স্কুলে ৩টি পাকা ক্লাসরুম রয়েছে। বেঞ্চ, চেয়ার-টেবিল রয়েছে। যেসব পড়ুয়া স্কুলে আসে, তাদের দুজন শিক্ষক আলাদাভাবে ক্লাস নেন। সেখানে শ্রেণিভেদ থাকে না।

তবে পড়ুয়া কমের পাশাপাশি পরিকাঠামোগত সমস্যাও রয়েছে। স্কুলে সীমানা প্রাচীর নেই। তাই সন্ধ্যা হলে স্কুল চত্বরে আসামাজিক কার্যকলাপ চলে। বসে মদের আসর। তাই সকাল হলে প্রায় প্রতিদিনই স্কুল চত্বরে পড়ে থাকতে দেখা যায় মদের বোতল, গ্লাস।

> কয়েকবছর ধরে এই স্কুলে পড়ুয়া কমে গিয়েছে। গ্রামের বাসিন্দাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করে তাঁদের সন্তানদের এই স্কুলে পাঠানোর অনুরোধ করেছি। আশা করি, আগামী শিক্ষাবর্ষে পড়ুয়া সংখ্যা কিছুটা হলেও বাড়বে।
>
> **সুব্রতা চক্রবর্তী** *ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা*

এব্যাপারে ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুমুদরঞ্জন রায় বলেন, 'করোনাপর্বের পর অনেক স্কুলে ছাত্র সংখ্যা কমেছিল। এই বিদ্যালয়ে কেন পড়ুয়া কমছে, কোথায় গলদ রয়েছে, সেটা খুঁজে বের করতে হবে। প্রয়োজনে আমরা ওই এলাকার জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনা করব।' শিক্ষক ও প্রশাসনের মিলিত চেষ্টায় কি ফের পড়ুয়াদের কোলাহল শোনা যাবে এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে? আশায় বুক বাঁধছেন শিক্ষকরা।

আঁধার পাঠশালা

ম্যানেজারকে ঘিরে বিক্ষোভ

বানারহাট, ১ ডিসেম্বর : শ্রমিক বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠল বানারহাট ব্লকের আমবাড়ি চা বাগান। সোমবার বিকেল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত চা বাগানের ম্যানেজারকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান শ্রমিক ও কর্মীরা।

আমবাড়ি চা বাগানের সাব-স্টাফ তথা শ্রমিক নেতা রাজু বিশ্বকর্মা বলেন, 'বাগান কর্তৃপক্ষ ত্রিপাক্ষিক চুক্তি মেনে কাজ না করায় ও শ্রমিকদের ওপর জোরজুলুম শুরু করায় শ্রমিকরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন।' ৬৯ দিন বন্ধ থাকার পর ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে বাগানে কাজ শুরু হয়। শ্রমিকদের অভিযোগ, বাগান কর্তৃপক্ষ ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে হওয়া চুক্তি মেনে কাজ করছে না। প্রচুর শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে আসে চামুর্চি ফাঁড়ির পুলিশ।

বাগানের শ্রমিক রাধা গোয়ালা বলেন, 'বাগান খোলার পর কোনও সুযোগসুবিধা পাচ্ছেন না শ্রমিকরা। চিকিৎসা, স্কুলবাস পরিষেবা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছি আমরা।' তবে চা বাগান মালিকপক্ষের সংগঠন ডিবিআইটিএ-র সেক্রেটারি শুভাশিস মুখোপাধ্যায় বলেন, 'ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে চুক্তি অনুযায়ী কাজ হচ্ছে। যদি বাগানে কাজের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করা হয়, তাহলে ফের চা বাগান বন্ধ করা ছাড়া বিকল্প রাস্তা থাকবে না।'

শ্বশুরের নালিশ

জলপাইগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : পুত্রবধূর বিরুদ্ধে মানসিক ও শারীরিক অত্যাচারের অভিযোগ তুলে সোমবার কোতোয়ালি থানার দ্বারস্থ হলেন হরিজন বস্তি এলাকার ৮২ বছর বয়সি এক বৃদ্ধ। চন্দন রাউত নামে ওই বৃদ্ধের দাবি, বাড়ি দখলের উদ্দেশ্যে ছোট ছেলের স্ত্রী তাঁকে নির্যাতন করছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

চন্দন বলেন, 'আমাকে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছে। আমি ২ কাঠা জমি ওদের কিনে দিয়েছিলাম। তা-ও বিক্রি করে দিয়েছে। আমার শ্বাসকষ্ট ও পায়ের সমস্যা রয়েছে। বড় ছেলে ও নাতি আমাকে দেখাশোনা করে। তাই ওদের বাড়ি লিখে দেব বলেছি।'

রাস্তার কাজ শুরু

ওদলাবাড়ি, ১ ডিসেম্বর : রাস্তা নিয়ে দীর্ঘদিনের দাবি অবশেষে পূরণ হতে চলায় খুশি এলেনবাড়ি চা বাগান ও সংলগ্ন প্রত্যন্ত এলাকার কয়েক হাজার বাসিন্দা। সোমবার বাগানের হাসপাতালের সামনে ধুরা লাইনে ফিতে কেটে দুটো নতুন রাস্তা তৈরির কাজের সূচনা করেন অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক। ধুরা লাইন হয়ে ২ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি রাস্তা ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের সংযোগকারী রাস্তায় পৌঁছাবে। আরেকটি ৫ কিমি দীর্ঘ রাস্তা প্রত্যন্ত সুন্দরী বস্তি থেকে জাতীয় সড়কে গিয়ে মিশবে। খরচ হবে দুই কোটি তেত্রিশ লক্ষ টাকা।

দুঃস্থ পরিবারকে সাহায্য তৃণমূলের

নাগরাকাটা, ১ ডিসেম্বর : এলাকার দুঃস্থদের পাশে দাঁড়ানোর কথা বলেছিল তৃণমূল কংগ্রেসের চম্পাগুড়ি অঞ্চল কমিটি। তহবিল গঠন করে দান করার কথা ঘোষণা হয় গত ২৯ নভেম্বর। এবার সেই সেবা প্রকল্পে এক দুঃস্থ পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করা হল। সোমবার ভগতপুর চা বাগানের ডাক লাইনের শ্রমিক পরিবারের এক সদস্য হঠাৎ মারা যান। তারপরই পরিবারের তরফে দলের হেল্পলাইন মারফত সহযোগিতার আর্জি জানানো হয়। খবর পেয়ে এদিনই অঞ্চল কমিটির সদ্য নিযুক্ত সভাপতি অশোক বিশ্বকর্মা সহ ঘাসফুল শিবিরের অন্য নেতারা ওই বাড়িটিতে গিয়ে তিন হাজার টাকা এবং একটি ত্রিপল দিয়ে আসেন। পেশায় শিক্ষক অশোক বিশ্বকর্মা প্রতি মাসে নিজের বেতনের অর্ধেক টাকা তহবিলে দিয়ে দুঃস্থদের সাহায্য করার কথা জানিয়েছিলেন।

তিনি বলেন, 'চম্পাগুড়ি একটি চা বাগান এলাকা। বেশিরভাগ মানুষই দুঃস্থ। প্রতি বাগানে আমাদের হেল্পলাইন নম্বর দেওয়া হয়েছে। এজন্য চারজনের একটি দল কাজ করছে।' এদিন ভগতপুরের শ্রমিক পরিবারকে সাহায্য প্রদানের সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য গণেশ ওরাওঁ, শ্রমিক নেতা বৈজুনাথ নায়েক, আজাদ আনসারি প্রমুখ।

সাদা হাঁসের মেলা।। *নদীর পাড়ে 'বার হেডেড গিজ'। সোমবার গজলডোবায়। ছবি : মাস্তু রায় দেব*

সীমান্তের গেট বন্ধ, বিপাকে কৃষকরা

মানিকগঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : রাতের অন্ধকারে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের বেড়া কাটে চোরাকারবারিরা। তার প্রভাব এসে পড়ে গ্রামবাসীদের ওপর। সীমান্তের সুরক্ষা নিয়ে কড়াকড়িতে কৃষকদের বেড়ার ওই প্রান্তে থাকা জমিতে যেতে বাধা দিচ্ছে বিএসএফ। এদিকে, এখন জমিতে রবিশস্যের চাষ করার সময়। সেইসঙ্গে পাকা ধান ঘরে তোলার সময়ও বটে। সেসব করতে না পেরে সমস্যায় পড়েছেন সীমান্ত এলাকার বহু কৃষক। তাই জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের দক্ষিণ বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত খয়েরবাড়ি গ্রামের কৃষকদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়েছে। সোমবার বিএসএফের ক্যাম্পের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। পরে সমস্যা সমাধানে খয়েরবাড়ি বিওপি সংলগ্ন এলাকায় বিএসএফের সঙ্গে বৈঠকে বসেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, জনপ্রতিনিধি সহ গ্রামবাসীরা। যদিও এবিষয়ে বিএসএফের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, গত শনিবার রাতের অন্ধকারে সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া কেটেছিল চোরাকারবারিরা। এরপরেই ৯৩ নম্বর ব্যাটালিয়নের তরফে রবিবার সকাল থেকে খয়েরবাড়ি গ্রাম সংলগ্ন সীমান্ত গেটটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। কৃষকদের অভিযোগ, তাঁদের কাঁটাতারের বেড়ার ওই প্রান্তে থাকা ভারতীয় জমিতে যেতে বাধা দেওয়া হচ্ছিল। এছাড়াও বাংলাদেশের গোরু, ছাগল এসে ভারতীয় জমির ফসল নষ্ট করছে। অনেক ক্ষেত্রে জমির কাটা ধানও চুরি হয়ে যাচ্ছে।

বিএসএফের সিদ্ধান্তে ক্ষোভ

খয়েরবাড়ি গ্রামে বিএসএফ, জনপ্রতিনিধি ও গ্রামবাসীদের বৈঠক।

> বর্তমানে জমিতে ধান কেটে রাখা হয়েছে। সীমান্তের গেট বন্ধ থাকায় সেই ধান বাড়িতে আনা যাচ্ছে না। এদিকে, বাংলাদেশিরা সেই সুযোগে জমি থেকে ধান নিয়ে যাচ্ছেন।
>
> **শিবু রায়** *স্থানীয় কৃষক*

তাই তাঁরা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন।

সোমবার এলাকার ওই গ্রাম সংলগ্ন সীমান্তের অন্য গেটগুলিও বন্ধ করে দেওয়া হয়। এতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন কৃষক সহ গ্রামবাসীরা। স্থানীয় কৃষক শিবু রায় বললেন, 'বর্তমানে জমিতে ধান কেটে রাখা হয়েছে। সীমান্তের গেট বন্ধ থাকায় সেই ধান বাড়িতে আনা যাচ্ছে না। এদিকে, বাংলাদেশিরা সেই সুযোগে জমি থেকে ধান নিয়ে যাচ্ছেন।'

আর কৃষক সুব্রত রায়, বিমল রায়, বিজয় রায়দের অভিযোগ, বর্তমানে আলু, টমেটো সহ লংকা লাগানোর জন্য জমি তৈরি করা হচ্ছে। বিএসএফের বাধায় সেই কাজ ব্যাহত হচ্ছে। এদিকে সবজির চারা নষ্ট হচ্ছে।

খবর পেয়ে সোমবার বিওপিতে যান দক্ষিণ বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুমিত্রা দেব অধিকারী সহ স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য ও জনপ্রতিনিধিরা। দীর্ঘক্ষণ তাঁরা বিএসএফ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন। আলোচনার পর অবশেষে বিএসএফের তরফে মঙ্গলবার থেকে গেট খুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। এতেই সমস্যার সমাধান হয়। স্বস্তি পান ক্ষুব্ধ কৃষকরা।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়ী হলেন মালদা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, মালদা - এর একজন বাসিন্দা হাকিম-কে 31.08.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 89G 35361 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "বেশ কিছুদিন ধরে আমি আমার এলাকায় ডিয়ার লটারি থেকে অনেক মানুষকে কোটিপতি হতে দেখেছি। আমার সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও আমি অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিলাম এবং একটি টিকিট কিনেছিলাম। আমার অবাক করার বিষয় হল আমি এক কোটি টাকা জিতেছি। আমার পরিবারের জন্য এমন একটি সুন্দর সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি আন্তরিকভাবে ডিয়ার লটারিকে ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

চাচার বিলে মাপজোখ

গয়েরকাটা, ১ ডিসেম্বর : সোমবার বানারহাট ব্লকে সাঁকোয়াঝোরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাংকুবাজার সংলগ্ন চাচার বিলের দখল হয়ে যাওয়া জমি সরেজমিনে পরিদর্শনে গিয়েছে প্রশাসন। ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের একটি প্রতিনিধিদল ম্যাপ ধরে জমির পরিমাণ মিলিয়ে একটি রিপোর্ট তৈরি করছে। বানারহাট পঞ্চায়েত সমিতির প্রাণীসম্পদ ও মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ জাফর আলি জানিয়েছেন, ব্লক প্রশাসন বিলটির বর্তমান অবস্থার রিপোর্ট তৈরি করছে। পরে পঞ্চায়েত সমিতির তরফে বিলটি সংস্কারের পাশাপাশি সৌন্দর্যায়নের প্রস্তাব দেওয়া হবে। রবিবার উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাতায় 'চাচার বিলের জমি দখল' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশের পরেই নড়েচড়ে বসল প্রশাসন। অভিযোগ উঠেছিল, বিলের জমির একাংশ দখল হয়ে গিয়েছে। আলু চাষের মরশুমের আগে জলসেচ নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিলেন চাষিরা।

ধূপগুড়িতে ট্রেনের ধাক্কায় হাতির মৃত্যুর পর ব্যস্ত জাতীয় সড়ক এবার বন দপ্তরের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গোঁসাইহাট জঙ্গল থেকে নিয়মিত হাতির হানায় বিপাকে বনকর্মীরা। খরিয়ার বন্দর জঙ্গলের টিয়াবন সংলগ্ন এলাকায় বিভিন্ন রিসর্ট থেকে প্লাস্টিক সংগ্রহে বেরিয়ে হাতির মুখোমুখি ই-রিকশাচালক।

জাতীয় সড়ক যেন হাতির ডেথ জোন

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১ ডিসেম্বর : ধূপগুড়িতে ট্রেনের ধাক্কায় হাতির মৃত্যুর পর রেল ও বন দপ্তরের ঘুম কার্যত উড়ে গিয়েছে। ব্যস্ত জাতীয় সড়ক এবার বন দপ্তরের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। লুকসান লাগোয়া ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক পেরিয়ে মাঝেমধ্যেই পাশের জঙ্গল থেকে লোকালয়ে হাতির পাল যাচ্ছে। আবার সকালে একই পথে ফিরে আসছে।

সোমবার ডায়না সড়কসেতুর সামনে ১৮টি হাতির একটি দল জাতীয় সড়ক পেরোয়। এর জেরে সাময়িক যান চলাচল বন্ধ হয়। বনকর্মীরা পাহারা দিয়ে নির্বিঘ্নে রাস্তা পেরোনোর সেফ প্যাসেজ করে দেন।

ডায়না রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার অশেষ পাল বলেন, 'শীতের সময় হাতির পাল জাতীয় সড়ক পারাপার শুরু করে। সে কারণে আমরা ২৪ ঘণ্টা সতর্ক থাকছি। বিশেষ টিম সবসময় নজর রাখছে।'

বন দপ্তর সূত্রে খবর, গত অক্টোবর মাস থেকে হাতির পালের রাস্তা পারাপারের ঘটনা শুরু হয়েছে। ডায়না সড়ক সেতুর সামনের জায়গা তো রয়েছেই। আরও একটি প্রথাগত রুট গ্রাসমোড় চা বাগানের চার নম্বর গেটের সামনে দিয়ে। ডায়নার জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ওই গেট পার হলেই ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক।

পরিবেশপ্রেমী সংগঠনগুলি জানাচ্ছে, জাতীয় সড়ক সম্প্রসারিত হওয়ার পর বুনোদের কাছে ওই রাস্তা যেন মৃত্যু উপত্যকায় পরিণত হয়েছে। এর আগে দ্রুতগামী গাড়ির ধাক্কায় বেশ কয়েকটি বুনো ডুয়ার্সের লাইফলাইন হিসেবে পরিচিত এই জাতীয় সড়কে বেঘোরে প্রাণ হারায়।

১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক পার হচ্ছে হাতির পাল। সোমবার।

উদ্বেগ

- লুকসান লাগোয়া ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক পেরিয়ে মাঝেমধ্যেই পাশের জঙ্গল থেকে লোকালয়ে হাতির পাল যাচ্ছে
- সকালে একই পথে ফিরে আসছে
- সোমবার ডায়না সড়কসেতুর সামনে ১৮টি হাতির একটি দল জাতীয় সড়ক পেরোয়
- সাময়িক যান চলাচল বন্ধ হয়
- বনকর্মীরা পাহারা দিয়ে নির্বিঘ্নে রাস্তা পেরোনোর সেফ প্যাসেজ করে দেন

বেপরোয়া গাড়ি এসে হাতিকে ধাক্কা মেরেছে এমন নজিরও মিলেছে।

এদিন যে ১৮টি হাতির দল জাতীয় সড়ক পার করে সেগুলি আমবাড়ি চা বাগানের একটি ঝোপে কয়েকদিন ধরে আশ্রয় নিয়েছিল। রবিবার রাতে ডায়না নদী পেরিয়ে সেগুলি চ্যাংমারি চা বাগানের দিকে যায়। এদিন সকালে জঙ্গলে ফেরে। গত বুধবার ধরণীপুর চা বাগান লাগোয়া চ্যাংমারি চা বাগানে একটি হাতি শাবক প্রসব করে।

এদিন যে দলটি জাতীয় সড়ক টপকায় তাতে অবশ্য শাবকটি ছিল না। বন দপ্তরের অনুমান, মা সহ শাবকটি আরেকটি দলের সঙ্গে আছে।

এদিকে ডায়না রেঞ্জের জঙ্গলে এখন বেশ কয়েকটি দলছুট হাতি রয়েছে। সেগুলি সুযোগ পেলে খেরকাটা, আপার কলাবাড়ি, লুকসানের মতো এলাকায় হানা দিচ্ছে।

পরিবেশপ্রেমী সংগঠন ন্যাফের মুখপাত্র অনিমেষ বসুর কথায়, 'জাতীয় সড়কের পাশেই একাধিক জঙ্গল। সেজন্য যানবাহন চালকদের উচিত বন দপ্তর নির্ধারিত নির্দিষ্ট গতিবেগে গাড়ি চালানো। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কড়া নজরদারির প্রয়োজন রয়েছে।'

আহত ই-রিকশাচালক সামিউল ইসলাম। -সংবাদচিত্র

সাতসকালে বুনোর সামনে পড়ে জখম ই-রিকশাচালক

রহিদুল ইসলাম

চালসা, ১ ডিসেম্বর : ই-রিকশাচালক সামিউল ইসলাম খরিয়ার বন্দর জঙ্গলের টিয়াবন সংলগ্ন এলাকায় বিভিন্ন রিসর্ট থেকে প্লাস্টিক সংগ্রহ করেন। সোমবার সকালেও সেই কাজ করতে বেরিয়েছিলেন তিনি। চালসা-বাতাবাড়িমুখী জাতীয় সড়কে এদিন সকালে কার্যত মৃত্যুর মুখোমুখি হন তিনি। জাতীয় সড়কের পাশের ঝোপে ওঁত পেতে থাকা এক বুনো হাতি আচমকা তাঁর পথ আটকায়।

হঠাৎ সামনে বিশালাকৃতির হাতিটি দেখে কিছু বোঝার আগেই প্রবল ধাক্কায় সামিউলকে ছিটকে ফেলে দেয় সেই বুনো। প্রচণ্ড যন্ত্রণা নিয়ে কোনওমতে উঠে ই-রিকশার পিছনে লুকিয়ে পড়েন তিনি। কয়েক মুহূর্ত তাণ্ডব চালানোর পর হাতিটি আবার জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। তখন পথচলতি মানুষজন দৌড়ে এসে আহত সামিউলকে উদ্ধার করে চালসার মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়।

সামিউল বলছিলেন, 'ই-রিকশা নিয়ে জাতীয় সড়ক দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ করে ঝোপ থেকে বেরিয়ে সামনে চলে আসে হাতিটা। পালিয়ে কোনওক্রমে প্রাণে বাঁচি।'

ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছে যান খুনিয়া স্কোয়াডের বনকর্মীরা। রেঞ্জ অফিসার সজলকুমার দে জানান, খরিয়ার বন্দর জঙ্গলে আশ্রয় নেওয়া ওই বুনো হাতিটির উপর নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। ওর গতিবিধি মনিটরিং করা হচ্ছে। ওই এলাকায় জাতীয় সড়কে সাবধানে চলার পরামর্শ দিয়েছেন সাধারণ মানুষকে। সোমবার সকালবেলার এই রোমহর্ষক ঘটনায় এলাকায় ছড়িয়েছে আতঙ্ক।

অন্যদিকে, রবিবার শেষরাতে সংলগ্ন গরুমারা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে উত্তর ধূপঝোরায় শতাধিক সুপারি গাছ নষ্ট করেছে একটি হাতি। সুপারি বাগান তছনছ করার পর হাতিটি মূর্তি নদী পেরিয়ে গরুমারা জঙ্গলে চলে যায়। লাগাতার লোকালয়ে বুনো হাতির হানায় রীতিমতো আতঙ্কিত এলাকার বাসিন্দারা।

ধানের লোভে বুনোর হানা

ধূপগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : ধানের লোভে বেশ কিছুদিন ধরে লোকালয় এবং খেতে হানা দিচ্ছে হাতির দল। মূলত খুট্টিমারি, সোনাখালি ও গোঁসাইহাট জঙ্গল থেকে নিয়মিত হাতি লোকালয়ে হানা দিচ্ছে। লোকালয়ে হাতির হানায় বিপাকে পড়েছেন বনকর্মীরা। হাতির হানা রুখতে বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ড লাইফ স্কোয়াড, মোরাঘাট রেঞ্জ ও নাথুয়া রেঞ্জের বনকর্মীরা জঙ্গলের বিভিন্ন দিকে পাহারা দিচ্ছেন। এই প্রসঙ্গে মোরাঘাট রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার চন্দন ভট্টাচার্য বলেন, 'হাতির হানা রুখতে

> হাতির হানা রুখতে বনকর্মীরা রাত জেগে নিয়মিত পাহারা দিচ্ছেন। হাতির পাল লোকালয়ে এলেই বাসিন্দাদের বন দপ্তরকে খবর দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
>
> **চন্দন ভট্টাচার্য**
> *রেঞ্জ অফিসার, মোরাঘাট*

বনকর্মীরা রাত জেগে নিয়মিত পাহারা দিচ্ছেন। হাতির পাল লোকালয়ে এলেই বাসিন্দাদের বন দপ্তরকে খবর দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।' ধূপগুড়ি ব্লকের সোনাখালি জঙ্গল লাগোয়া কালাখাম্বা, মল্লিকশোভা এলাকায় হাতির পাল নিয়মিত হানা দিচ্ছে। হাতির হানা থেকে ফসল বাঁচাতে কৃষকরা অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ করে দ্রুতগতিতে ধান কেটে সেই ধান ঘরে তুলছেন। কৃষক মিন্টু রায় বলেন, 'টং ঘরে পাহারা দেওয়া হচ্ছে। হাতি বের হলে শব্দবাজিও ফাটানো হচ্ছে। কিন্তু ধানের লোভে হাতির পাল ক্রমাগত লোকালয়ে হানা দিচ্ছে। তাই বাড়তি শ্রমিক এবং মজুরি দিয়ে ধান কাটা শুরু হয়েছে।'

একই সুরে অপর কৃষক পঙ্কজ মণ্ডল বলেন, 'হাতির হানায় ধানের ক্ষতি হলে সেভাবে ক্ষতিপূরণও পাওয়া যায় না। তাই আমরা তাড়াতাড়ি ধান কেটে ঘরে তোলার কাজ শুরু করেছি।'

এই উড়ানে স্বপ্ন দেখে কোচবিহার।

ফেব্রুয়ারিতেই থমকে যাবে পরিষেবা

বন্ধ হচ্ছে উড়ান

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১ ডিসেম্বর : মাত্র একটা বিমান সংস্থাই কোচবিহারে বিমান চালাত। নির্বাচনের মুখে সেই পরিষেবাও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সোমবার সংশ্লিষ্ট সংস্থার তরফে এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার কোচবিহার বিমানবন্দরের আধিকারিককে চিঠি দিয়ে এই কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা জানিয়েছে, ফেব্রুয়ারি মাস থেকে আর কোচবিহার বিমানবন্দর থেকে তাদের বিমান চলবে না। তবে কী কারণে তারা কোচবিহার বিমানবন্দর থেকে বিমান পরিষেবা বন্ধ করে দিচ্ছে, সে বিষয়ে অবশ্য স্পষ্টভাবে কিছু জানানো হয়নি। বন্ধের কারণ প্রসঙ্গে তারা শুধু 'অপারেশনাল মোড'-এর কথা উল্লেখ করেছে। চিঠি পাওয়ার পর কোচবিহার বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকেও বিষয়টি জানিয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে কি কোচবিহার বিমানবন্দরে আবার অন্ধকার নেমে আসবে?

বিমানবন্দর সূত্রেই খবর, এখনও পর্যন্ত কোচবিহার বিমানবন্দর থেকে বিমান পরিষেবা চালু করার ব্যাপারে বিকল্প কোনও বিমান সংস্থার নাম উঠে আসেনি। একটা সংস্থা আগ্রহ প্রকাশ করলেও সেটা মৌখিক স্তরেই রয়েছে। অফিশিয়াল কিছু হয়নি।

বিষয়টি নিয়ে কোচবিহার বিমানবন্দরের এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার আধিকারিক শুভাশিস পাল বলেন, 'ইন্ডিয়া এয়ার ওয়ান নামে বিমান কোম্পানি গত প্রায় তিন বছর ধরে কোচবিহার বিমানবন্দর থেকে তাদের বিমান চালাত। সংশ্লিষ্ট কোম্পানিটি আজকে আমাদের চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত তারা এখান থেকে তাদের বিমান চালাবে। তারপর আর চালাবে না। বিষয়টি আমরা আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।'

রাজার শহর কোচবিহারে বিমান পরিষেবা রাজ আমল থেকেই চালু ছিল। রাজ্যে বাম আমলে বিভিন্ন সমস্যার কারণে এই পরিষেবা ক্রমশ অনিয়মিত হয়ে পড়ে। শেষপর্যন্ত ১৯৯৫ সালে কোচবিহার বিমানবন্দর থেকে বিমান পরিষেবা পাকাপাকিভাবে বন্ধ হয়ে যায়। বাম সরকার এরপর একাধিকবার চেষ্টা করেও কোচবিহার বিমানবন্দর থেকে বিমান পরিষেবা আর চালু করতে পারেনি। ২০১১ সালে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে কোচবিহার বিমানবন্দর থেকে পুনরায় বিমান পরিষেবা চালু হয়। কিন্তু চালু হওয়ার পাঁচ-ছয়দিনের মধ্যেই সেই পরিষেবা অনিয়মিত হয়ে পড়ে। শেষপর্যন্ত তা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ২০১২ সালে একবার কোচবিহার বিমানবন্দর থেকে হেলিকপ্টার মহড়া শুরু হয়।

> সংশ্লিষ্ট কোম্পানিটি আজকে আমাদের চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত তারা এখান থেকে তাদের বিমান চালাবে। তারপর আর চালাবে না। বিষয়টি আমরা আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।
>
> **শুভাশিস পাল**
> *আধিকারিক, এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া*

শেষপর্যন্ত অবশ্য সেই পরিষেবা চালু হয়নি।

২০১৩ সালেও বিমান মহড়া হয়। ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর কোচবিহার বিমানবন্দর থেকে বিমান পরিষেবা ফের চালু হয়। মাসখানেকের মধ্যে ছয়-সাতদিন অনিয়মিত চলার পর ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ফের তা বন্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হওয়ার পর নিশীথ প্রামাণিকের উদ্যোগে ২০২৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে ৯ আসনের বিমান পরিষেবা এখানে শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের উড়ান প্রকল্পে তা এখনও চলছে। যদিও আগামী ১ ফেব্রুয়ারি থেকে তা আর চলবে না।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

মিলেমিশে।। দক্ষিণ দিনাজপুরের বুনিয়াদপুরে ছবিটি তুলেছেন মণিরুল ইসলাম রাজি।

পড়ুয়াদের সাহায্য

নাগরাকাটা, ১ ডিসেম্বর : প্লাবনে বিধ্বস্ত নাগরাকাটার চারটি এলাকার ৬০০ ছাত্রছাত্রীর হাতে শিক্ষা উপকরণ তুলে দিল পরিবেশপ্রেমী সংগঠন হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন (ন্যাফ) ও চিকিৎসকদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিশিয়ানস অফ ইন্ডিয়ার (এপিআই) শিলিগুড়ি শাখা। সোমবার ওই দুটি সংস্থার যৌথ উদ্যোগে বামনডাঙ্গা চা বাগানের টন্ডু জুনিয়ার হাইস্কুল, গ্রাসমোড় টিজি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঘাসমারি স্টেট প্ল্যান প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ছাড়টন্ডু অ্যাডিশনাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের হাতে খাতা, কলম, পেন্সিল, রাবার সহ কিছু খাবার তুলে দেওয়া হয়।

মর্টার শেল নিষ্ক্রিয়

জলপাইগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : তিস্তার চর থেকে মর্টার শেল উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল রবিবার। সোমবার জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাহাড়পুর ছোট চৌধুরীপাড়ায় তিস্তার চরে সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতে সেই মর্টার শেল নিষ্ক্রিয় করা হয়। শব্দে রীতিমতো কেঁপে ওঠে চারদিক। এদিন এই দৃশ্য দেখতে অনেকে ভিড় করেন।

টুকরো খবর

অনেকেই মোবাইল ফোনে বন্দি করেন সেই দৃশ্য।

কাজের সূচনা

চালসা, ১ ডিসেম্বর : সোমবার মাটিয়ালি বাতাবাড়ি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাতাবাড়ি চকচকিপাড়ায় কংক্রিটের রাস্তা ও দক্ষিণ ধূপঝোরা শালডাঙ্গা এলাকায় নিকাশিনালার কাজের সূচনা হয়। এদিন পৃথকভাবে ওই দুটি কাজের সূচনা করা হয়। দুটি কাজই পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের আর্থিক তহবিল থেকে করা হবে। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সদস্য রেজাউল বাকি দুটি কাজের সূচনা করেন।

বিক্ষোভ

মালবাজার, ১ ডিসেম্বর : সোমবার বাগ্রাকোট চা বাগানের অচলাবস্থা কাটানোর দাবিতে বিক্ষোভ দেখাল বিজেপির শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। এদিন তারা মাল বাসস্ট্যান্ড থেকে বিক্ষোভ মিছিল করার পর মালের সহকারী শ্রম কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে জমায়েত করে। সেখানে আধ ঘণ্টা বিক্ষোভ কর্মসূচি চলে। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, বেশ কিছুদিন ধরে বাগ্রাকোটে অনশন চলছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত রাজ্যের কোনও মন্ত্রী তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে আসেননি। এদিন শ্রম কমিশনারের কাছে একটি স্মারকলিপিও জমা দেওয়া হয়।

শিবির

ওদলাবাড়ি, ১ ডিসেম্বর : প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ শিবির নিয়ে ওদলাবাড়িতে তোড়জোড় শুরু হয়েছে। পরিবেশপ্রেমী সংগঠন হিমালয়ান ইকোলজিক্যাল কনজারভেশন ফাউন্ডেশনের (এইচইসিএফ) নবম বার্ষিক প্রকৃতি পাঠ শিবির এবার কালিম্পং জেলার চুনাভাটিতে বসতে চলেছে। সোমবার এক সাংবাদিক বৈঠকে এইচইসিএফ-এর সভাপতি প্রদীপ বর্ধন বলেন, 'আগামী ২৬ ডিসেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চুনাভাটিতে নবম বার্ষিক প্রকৃতি পাঠ শিবির হবে। উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ মিলিয়ে প্রায় ১৭০ জন স্কুল, কলেজের ছাত্রছাত্রী প্রশিক্ষিত গাইডদের তত্ত্বাবধানে প্রকৃতিকে ভালোভাবে জানার চেষ্টা করবে।'

অস্বাভাবিক মৃত্যু

জলপাইগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : এক নাবালকের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে শোকের ছায়া নেমে এল জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাঙ্গাপাড়া এলাকায়। সোমবার ঝুলন্ত অবস্থায় ওই নাবালককে দেখতে পান তার বাবা। খবর দেওয়া হয় কোতোয়ালি থানার পুলিশকে। পুলিশ এসে তাকে উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন।

সাফাই অভিযানে মদের বোতল

চালসা, ১ ডিসেম্বর : মাটিয়ালি ব্লকের পর্যটনকেন্দ্র মূর্তিতে সাফাই অভিযান করতে গিয়ে চক্ষু চড়কগাছ পরিবেশপ্রেমীদের। মিলল একের পর এক মদের বোতল। স্থানীয়রা বলছেন, গরুমারা জঙ্গল সংলগ্ন মূর্তি পর্যটনকেন্দ্রে যে মদের আসর বসে, এটাই তার প্রমাণ। দিনেরবেলায় অবশ্য কিছু বোঝার উপায় নেই। তবে রাত বাড়লেই সেই আসরের রমরমা শুরু হয় বলে অভিযোগ। এমন মদের আসর বন্ধে পুলিশি টহলদারির দাবি জানিয়েছেন পরিবেশপ্রেমীরা। সোমবার স্থানীয় পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের তরফে পর্যটনকেন্দ্র মূর্তিতে সাফাই অভিযান করা হয়। পরিবেশপ্রেমীরা নিজ হাতে মূর্তি এলাকায় পড়ে থাকা প্লাস্টিক সহ আবর্জনা পরিষ্কার করে আগুন ধরিয়ে দেন।

রোজ মূর্তি পর্যটনকেন্দ্রে দূরদুরান্ত থেকে বহু মানুষ ঘুরতে আসেন। ডাস্টবিন থাকলেও অনেকেই যত্রতত্র প্লাস্টিক সহ আবর্জনা ফেলে চলে যান। এদিকে, মূর্তিতে গরুমারার জঙ্গল থেকে মাঝেমধ্যেই হাতি সহ অন্যান্য বন্যপ্রাণী চলে আসে। মূর্তি এলাকায় পড়ে থাকা ওই মদের বোতল থেকে তাদের ক্ষতি হতে পারে বলে আশঙ্কা পরিবেশপ্রেমীদের। সেইসঙ্গে পর্যটকদের কাছে দূষণ নিয়ে সচেতন হওয়ার আবেদনও জানান তাঁরা।

মাটিয়ালি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হোসেন হাবিবুল হাসান বলেন, 'পরিবেশপ্রেমীদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। মূর্তি এলাকায় যাতে নিয়মিত পুলিশি টহলদারি থাকে সেই বিষয়ে পুলিশকে জানানো হবে।'

বিত্তিবাড়িতে দগদগে ক্ষত

হাল ফেরেনি কৃষিজমির

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

কুমারগ্রাম, ১ ডিসেম্বর : জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটা ব্লকের বামনডাঙ্গা চা বাগান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে প্রশাসনের কর্তাদের নজরে থাকলেও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরেও কৃষিজমির হাল ফেরেনি আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রাম ব্লকের বিত্তিবাড়িতে। বন্যা পরিস্থিতির পর মাস দুয়েক কেটে গিয়েছে। এখনও বিপর্যয়ের ক্ষতচিহ্ন রয়ে গিয়েছে কুমারগ্রামের বিত্তিবাড়িতে। স্থানীয় বাসিন্দারা, বিশেষ করে কৃষক পরিবারগুলো নিজেদের উদ্যোগে পলি-বালি এবং প্লাবনে ভেসে আসা গাছের গুঁড়ি ও ডালপালা সরিয়ে বিঘার পর বিঘা জমিকে চাষযোগ্য করে তোলার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ পলি-বালির পুরু আস্তরণ সরিয়ে চাষের কাজ শুরু করছেন। আবার অনেকের পক্ষে গাঁটের কড়ি খরচ করে কৃষিজমিকে চাষের উপযোগী করে তোলা সম্ভব হয়নি।

সোমবার বিত্তিবাড়ি গিয়ে কৃষকদের এমনই দুর্দশার ছবি ধরা পড়ল। প্রবীণ কৃষক নৃপেন সরকার দুজন দিনমজুরকে সঙ্গে নিয়ে সদ্য পরিষ্কার করা জমিতে গোবর সার দিচ্ছিলেন। কেমন আছেন, প্রশ্ন করতেই বলেন, 'ভালো নেই। যতটা পুরু হয়ে বালি এবং গাছের ডালপালা ফসলের খেতে জমেছিল সেসব সরাতে শেষপর্যন্ত আর্থমুভার ভাড়া করতে হয়েছে। এক বিঘা জমি পরিষ্কার করাতে ১০ হাজার টাকা খরচ হচ্ছে। ২৫ হাজারে আড়াই বিঘা জমি সাফসুতরো করিয়ে গোবর সার দিচ্ছি। এতেই পুঁজি শেষ। এখন ধারদেনা করে মটরশুঁটি এবং আলু চাষ করতে হবে। দু'বিঘা জমিতে এখনও পলি-বালির মোটা আস্তরণ পড়ে আছে। টাকার অভাবে পরিষ্কার করাতে পারিনি।' এমন দুর্দশার কথা শোনা গিয়েছে উজ্জ্বল সরকার, গোলাপি সরকার, মিলন সরকারদের মতো বহু কৃষক পরিবারের লোকজনের মুখে।

আলিপুরদুয়ার

কুমারগ্রামের বিডিও সন্দীপ ধাড়া বলেন, 'জমির পাট্টার বিষয়টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর দেখে। আবেদনের পরও ঠিক কী কারণে বিত্তিবাড়ির বাসিন্দারা জমির পাট্টা পাচ্ছেন না সেটা খোঁজ নিয়ে দেখব। পাশাপাশি পাট্টা প্রদানের প্রক্রিয়া যাতে দ্রুত করা যায় সেব্যাপারেও কথা বলব।' আলিপুরদুয়ার জেলা উপ কৃষি অধিকর্তা (ডিডিএ) ফজলুল হক বলছেন, 'বন্যা পরিস্থিতির পর আমরা বিত্তিবাড়িতে গিয়ে কৃষকদের নানারকম শস্য ও শাকসবজির বীজ দিয়েছি। সার ও কীটনাশক বিতরণ করেছি।'

এইডস নিয়ে সচেতনতা

জলপাইগুড়ি ও ধূপগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর এবং জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের যৌথ উদ্যোগে সোমবার বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে পালিত হল বিশ্ব এইডস দিবস। এদিন সকালে মানুষকে সচেতন করতে মেডিকেল কলেজ চত্বর থেকে একটি পদযাত্রা বের হয়। এই পদযাত্রায় নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের ছাত্রী, মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক, জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা অংশ নেন। পদযাত্রা শেষে এদিন জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের ডিআরএস হলঘরে এইডস রোগ নিয়ে সচেতনতার ওপর একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, এই মুহূর্তে জেলায় মোট ৫০ জন এইডস আক্রান্ত রোগী রয়েছেন। যাঁদের মধ্যে ৪২ জন জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং ৮ জন মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল থেকে নিয়মিত চিকিৎসা পরিষেবা পাচ্ছেন।

ধূপগুড়ি শহরের পুর বাস টার্মিনাস চত্বরে দিনভর সচেতনতা এবং এইডস পরীক্ষা শিবির আয়োজন করা হয়। কেন্দ্রীয় সংস্থা ন্যাকো ও রাজ্য এইডস প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ সংস্থার যৌথ উদ্যোগে দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির পরিচালনায় এদিন এই শিবির আয়োজিত হয়। এইডস নিয়ে সচেতন করা, তা প্রতিরোধ করা নিয়ে দিনভর শিবির চলে। সেইসঙ্গে নিরোধ বিলি করা হয়।

রেলের জমিতে স্পোর্টস কমপ্লেক্স

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ১ ডিসেম্বর : প্যারেড গ্রাউন্ড নিয়ে ইতিমধ্যে শহর আলিপুরদুয়ার সরগরম। সেখানে খেলার মাঠ তৈরির জন্য গর্ত খোঁড়ার কাজ শুরু হলেও নানা বিতর্কের জেরে দু'সপ্তাহের বেশি সময় ধরে কাজ বন্ধ রয়েছে। এই বিতর্কের মধ্যেই এনএফ রেলের স্পোর্টস ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে মাল্টিফেসিলিটি স্পোর্টস কমপ্লেক্স গড়ে উঠতে চলছে আলিপুরদুয়ার জংশনের তালতলা কলোনি এবং কাঞ্চনভিউ কলোনি এলাকায়। ইতিমধ্যে এই নিয়ে কাজ কিছুটা এগিয়েছে। তার পাশাপাশি শুরু হয়েছে শাসক-বিরোধীদের রাজনৈতিক চাপানউতোর।

রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, এই বছরের জুলাই মাস নাগাদ মাল্টিফেসিলিটি স্পোর্টস কমপ্লেক্সের জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল রেলমন্ত্রকে। নভেম্বর মাসে তার অনুমোদনও এসেছে। এবার ডিপিআর এবং টেন্ডার করার পর কাজ শুরু হবে। সম্ভবত আগামী বছরে ওই কাজ শুরু হতে চলেছে। জংশনের তালতলা কলোনি ও কাঞ্চনভিউ কলোনি এলাকায় এই স্পোর্টস কমপ্লেক্স হবে। সেখানে ইন্ডোর ও আউটডোর স্টেডিয়াম থাকবে। ইন্ডোর স্টেডিয়ামে থাকবে বাস্কেটবল কোর্ট, ভলিবল কোর্ট, ব্যাডমিন্টন কোর্ট, টেবিল টেনিস খেলার জায়গা। আউটডোর স্টেডিয়ামে ক্রিকেট, ফুটবল এবং অ্যাথলেটিক্সের ব্যবস্থা থাকবে। এই কাজের আনুমানিক খরচ ৮ কোটি টাকা।

রেল সূত্রে খবর, প্রথম দিকে কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের এই স্টেডিয়ামে খেলাধুলো ও অনুশীলনের সুযোগের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া হবে। পরবর্তীতে জেলার প্রতিশ্রুতিবান খেলোয়াড়দেরও সুযোগ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া, জংশনে ডিআরএম মাঠে গত সপ্তাহেই উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন চারটি ফ্লাডলাইট লাগিয়েছে রেল। এজন্য খরচ পড়েছে এক কোটি টাকা। এর ফলে রাতে সেখানে অনুশীলন বা খেলার জন্য আর কোনও সমস্যা থাকবে না।

জংশনে এই এলাকায় স্পোর্টস কমপ্লেক্স গড়ে উঠবে।

অ্যাথলেটিক প্রশিক্ষক পরাগ ভৌমিক, ব্যাডমিন্টন প্রশিক্ষক অম্লান সরকার মনে করছেন, স্পোর্টস কমপ্লেক্স হলে তা খুবই ভালো খবর। কিন্তু সেটা একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে না রেখে সর্বস্তরের খেলোয়াড়দের জন্য খোলা রাখলে ভালো হবে।

মাল্টিফেসিলিটি স্পোর্টস কমপ্লেক্স নিয়ে আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গা বলেন, 'এক বছর আগে রেলকে স্পোর্টস কমপ্লেক্স করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলাম। ডুয়ার্সের তরুণ-তরুণীরা খেলার ক্ষেত্রে যাতে এগিয়ে যেতে পারে তার জন্য রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণোকে চিঠি দিয়েছিলাম। এটা বাস্তবায়িত হলে ডুয়ার্সের ছেলেমেয়েরা উপকৃত হবে। আমাদের এখানে প্রচুর প্রতিভা রয়েছে। আগামীদিনে এখান থেকেই রাজ্য ও জাতীয় ক্ষেত্রে উজ্জ্বল ফল করবে তারা।'

ইডি'র তল্লাশি

বালি পাচার মামলায় কলকাতা, ঝাড়গ্রাম সহ রাজ্যের ৮ জায়গায় তল্লাশি চালাল ইডি। ভুয়ো চালান তৈরি করে বালি পাচার করা হত বলে অভিযোগ। এর আগেও ওই জায়গাগুলিতে তল্লাশি হয়েছিল।

পিঙ্ক বুথ

ইএম বাইপাস কাণ্ডের পর কলকাতায় চালু হতে চলেছে ২০টি 'পিঙ্ক বুথ'। কর্মরত থাকবেন মহিলা পুলিশকর্মীরা। বিপদে পড়লে মহিলারা তৎক্ষণাৎ যোগাযোগ করতে পারবেন।

বিতর্কে ব্রাত্য

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার নিয়োগ স্থগিত। তৃণমূলপন্থী অধ্যাপককে এই পদে বসানোর জন্য শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু সুপারিশ করেছেন বলে অভিযোগ। প্রকাশ্যে এসেছে ইমেল ও হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা।

জয়ী বিজেপি

কলকাতা হাইকোর্ট ক্লাবের নির্বাচনে গেরুয়া শিবিরের জয়জয়কার। ১০টি আসনের মধ্যে ৭টি আসনেই জয়ী হয়েছে বিজেপি। তৃণমূলের এই পরাজয়ে উচ্ছ্বাস বিজেপিপন্থী আইনজীবীদের।

অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করুন

গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি মামলায় এসএসসিকে নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

রিমি শীল

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : এসএসসির গ্রুপ সি ও ডি'র 'অযোগ্য'দের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিস্তারিত বিবরণ সহ ৭২৯৩ জন শিক্ষাকর্মীর তালিকা ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে কমিশনকে। ইতিমধ্যেই এসএসসি গ্রুপ সি ও ডি'র শিক্ষাকর্মী ৩৫১২ জনের তালিকা প্রকাশ করেছে। অভিযোগ, সুপ্রিম কোর্টে কমিশনের পেশ করা তথ্য অনুযায়ী দাগির সংখ্যা ৭২৯৩ জন। অথচ সম্পূর্ণ তালিকা তারা প্রকাশ করেনি। তাই সোমবার বিচারপতি অমৃতা সিনহা নির্দেশ দিয়েছেন, র‍্যাংক জাম্প, ওএমআর গরমিল (মিসম্যাচ), প্যানেল বহির্ভূত নিয়োগ হওয়া এই তিন অভিযোগে ৭২৯৩ জনের সম্পূর্ণ তালিকা জনসমক্ষে এনে প্রকাশ করতে হবে কমিশনকে। সেখানে প্রার্থীর নাম, রোল নম্বর, বাবার নাম, নিয়োগের সম্পূর্ণ তথ্য থাকতে হবে। বিচারপতি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ রাখার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তা নিশ্চিত করবে কমিশন। এসএসসি সংক্রান্ত একগুচ্ছ মামলার শুনানিতে এদিন ফের কমিশনের নতুন বিধি আদালতে প্রশ্নের মুখে পড়েছে।

আইনজীবী ফিরদৌস শামিমের অভিযোগ, গ্রুপ সি ও ডি'তে র‍্যাংক জাম্প প্রার্থীর সংখ্যা ১৩২ ও ২৩৭ জন, প্যানেল বহির্ভূত নিয়োগের সংখ্যা ২৪৯ ও ৩৭১ জন, ওএমআর গরমিলে ৩৪৮১ ও ২৮২৩ জন। সব মিলিয়ে ৭২৯৩ জন হয়। কিন্তু কমিশন সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করেনি। বাকিরা নিয়োগ প্রক্রিয়াকে কলুষিত করতে অংশ নিয়েছে। কোন ক্যাটাগরিতে এঁরা অযোগ্য সেই তালিকা প্রকাশ করা হয়নি। আদালতের নির্দেশ মেনে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ওএমআর শিটও প্রকাশ করা হয়নি। বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'কেন আপনারা পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করেননি?' তারপরই তিনি জানিয়ে দেন, বুধবার গ্রুপ সি ও ডি'র নিয়োগ প্রক্রিয়ার আবেদন জমা দেওয়ার শেষ দিন। তাই হস্তক্ষেপ করছে না আদালত। কিন্তু ৭২৯৩ জনের তালিকা অবিলম্বে প্রকাশ করতে হবে। প্যানেলের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর যাঁদের নিয়োগ হয়েছে তাঁদের তালিকা এজলাসে পেশ করতে হবে।

এদিকে গ্রুপ সি ও ডি'র নিয়োগ প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আদালতে একাংশের অভিযোগ, তাঁদের নাম 'যোগ্য' তালিকা থেকে বাদ দিয়ে 'অযোগ্য'দের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আদালত নির্ধারিত ক্যাটাগরাইজেশন অনুযায়ী তাঁরা দাগি প্রার্থী নন। তাই জরুরি ভিত্তিতে তাঁদের আবেদন শোনা হোক। অন্যদিকে আবেদনকারীদের আরেকাংশের অভিযোগ, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, যোগ্য প্রার্থীদের বয়সের ছাড়ের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা সেই সুযোগ পাননি। দুটি মামলা দায়ের করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্নে কমিশন

- র‍্যাংক জাম্প, ওএমআর গরমিল, প্যানেল বহির্ভূত নিয়োগ হওয়া অভিযোগে ৭২৯৩ জনের সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করতে হবে
- প্রার্থীর নাম, রোল নম্বর, বাবার নাম, নিয়োগের সম্পূর্ণ তথ্য থাকতে হবে
- নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এই নির্দেশ
- নতুন বিধি নিয়ে প্রশ্নের মুখে কমিশন
- নবম-দশমের শিক্ষকতার ভিত্তিতে একাদশ-দ্বাদশে কীভাবে নম্বর দেওয়া যায়? প্রশ্ন আদালতের

এদিকে ২০২৫ সালের নতুন বিধি ও শিক্ষকতার পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বরাদ্দ ১০ নম্বর সংক্রান্ত মামলায় বিচারপতি প্রশ্ন তোলেন, 'নবম-দশমের শিক্ষকতার ভিত্তিতে একাদশ-দ্বাদশে কীভাবে নম্বর দেওয়া যায়? প্রাথমিক, উচ্চপ্রাথমিক শিক্ষকদের কীভাবে নবম-দশমের নম্বর দেওয়া যায়?' আবেদনকারীদের একাংশের আইনজীবী শামিম আহমেদের অভিযোগ, পূর্বের বিধিতে নতুন নিয়ম নেই। অথচ ২০২৫ সালের নতুন বিধি কেন সংশোধিত করে আনতে হল তার ব্যাখা চাওয়া হোক।

ইন্টারভিউর তালিকার সময় অ্যাকাডেমিক স্কোর যুক্ত করা হলে দুবার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নম্বর দেওয়া হবে। যোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের একাংশের আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী ১০ নম্বরের পক্ষে জোর সওয়াল করেন। তাঁর দাবি, ৭ বছর ধরে কর্মরতদের ১৪ কোটি ঘণ্টা ধরে কাজ করানো হয়েছে। তাহলে এই নম্বরের ক্ষেত্রে বাধা কোথায়? ২০২৫ সালে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া বিরল ঘটনা। কারণ, পুরোনোদের সঙ্গে নতুনদেরও অংশ নিতে দেওয়া হয়েছে। বুধবার মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে।

এইডস মুক্ত বিশ্ব গড়ুন... *সচেতনতামূলক বার্তা। কলকাতায়। -দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়*

নন্দীগ্রামে লড়ার হুঁশিয়ারি অভিষেকের

কমিশনের বিরুদ্ধে কোর্টে যাওয়ার হুঁশিয়ারি

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : দল চাইলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রাম আসন থেকে লড়াই করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে হারানোর চ্যালেঞ্জ জানালেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দু-দিন আগেই কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার দাবি করেছিলেন, 'নন্দীগ্রাম থেকে প্রার্থী হয়ে উপমুখ্যমন্ত্রী হওয়ার খুব শখ হয়েছে অভিষেকের।'

সোমবার ডায়মন্ড হারবার লোকসভার মহেশতলায় সেবাশ্রয়-২ শিবিরের উদ্বোধনে গিয়ে সুকান্তর বক্তব্য প্রসঙ্গে অভিষেক বলেন, 'উনি অনেক কিছুই ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন। তবে এটুকু বলতে পারি, দল আমাকে নন্দীগ্রাম বা দার্জিলিং যেখানে দাঁড়াতে বলবে, সেখানেই দাঁড়াব। তবে সুকান্তবাবুকে বলব, তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাবেন না।'

এদিন নির্বাচন কমিশনকেও হুঁশিয়ারি দিতে ছাড়েননি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। তিনি বলেন, 'আমার কাছে অনেক তথ্য আছে। আমি হাওয়ায় কথা বলি না। প্রয়োজনে আদালতে সব প্রমাণ করে দেব।'

এসআইআর আতঙ্কে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন বিএলও সহ সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ। গত শুক্রবার তৃণমূলের ১০ সদস্যের প্রতিনিধি দল দিল্লিতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে দেখাও করে। সেদিনের আলোচনার বিষয়বস্তু প্রকাশ্যে আনার জন্য প্রথম দিন থেকেই দাবি করেছিলেন অভিষেক। তাঁর দাবি, 'কমিশনকে পাঁচটি প্রশ্ন করা হয়েছিল। তার সবগুলি ছেড়ে দিন, একটি প্রশ্নেরও সদুত্তর দিতে পেরেছে বলে জানাতে পারে, তাহলে টানতে টানতে কোর্টে নিয়ে যাব। আমাদের হাতে ডিজিটাল তথ্যপ্রমাণ রয়েছে।' তবে কি সেই ডিজিটাল এভিডেন্স, তা অবশ্য এদিন তিনি খোলসা করেননি। বরং বলেন, 'বিএলওদের ১২ হাজার টাকা করে রাজ্য সরকার দিচ্ছে না বলে নির্বাচন কমিশন যে অভিযোগ তুলেছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আমি কমিশনকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি, বাংলার যে ২ লক্ষ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার আটকে রেখেছে, তা ছেড়ে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে কমিশন চিঠি লিখুক। আমি কথা দিচ্ছি, বকেয়া অর্থের ৫০ শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকার দিলে বিএলওদের ১২ হাজার কেন, ৬০ হাজার টাকা করে রাজ্য সরকার দেবে। যেদিন কেন্দ্রীয় সরকার টাকা ছাড়বে, পরের দিন প্রত্যেক বিএলও-র অ্যাকাউন্টে ওই টাকা পৌঁছে যাবে।'

সোমবার থেকেই শুরু হয়েছে লোকসভার শীতকালীন অধিবেশন। এসআইআর ইস্যুতে বিরোধীদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, 'সংসদ নাটক করার জায়গা নয়।' সোমবার মহেশতলা থেকেই সেই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করে অভিষেক বলেন, 'বিএলওরা মারা যাচ্ছেন, সাধারণ মানুষ আত্মঘাতী হচ্ছেন, এত মানুষের মৃত্যুকে প্রধানমন্ত্রী নাটক বলছেন? কে নাটক করছে, গোটা দেশ দেখছে।'

যা যা বললেন

- দল চাইলে নন্দীগ্রাম থেকে প্রার্থী হয়ে শুভেন্দু অধিকারীকে হারাব
- আমাদের পাঁচ প্রশ্নের জবাব নির্বাচন কমিশন প্রকাশ্যে আনুক
- রাজ্যের বকেয়া ছাড়ার জন্য কেন্দ্রকে চিঠি দিক কমিশন
- এত মানুষের মৃত্যুকে প্রধানমন্ত্রী নাটক বলছেন?

আইপ্যাক ও বিএলও অধিকার মঞ্চের বিরুদ্ধে সরব বিরোধী দলনেতা

অস্বাভাবিক তথ্যের অভিযোগ ২২০৮ বুথে

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : রাজ্যের ২ হাজার ২০৮টি বুথে একজনও মৃত, স্থানান্তরিত বা ডুপ্লিকেট ভোটারের খোঁজ মেলেনি। এসআইআরে উঠে আসা এই তথ্যকে অস্বাভাবিক বলেই মনে করছে কমিশন। শুধু তাই নয়, আরও ৫ থেকে ৬ হাজার বুথে কোথাও একটি, দুটি বা সর্বাধিক ১০ জন ভোটারের ক্ষেত্রে এমন ঘটনা ঘটেছে। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে এই ৭-৮ হাজার বুথের তথ্য ফের যাচাই করে সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকদের আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলেছেন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল।

এদিন পর্যন্ত ৭ কোটি ৩৮ লক্ষ ৫৭ হাজারের কিছু বেশি ফর্ম ডিজিটাইজড হয়েছে। এই হিসাব ম্যাপিং হওয়া ফর্মের প্রায় ৯৬ শতাংশ। অর্থাৎ ২০০২-এর সঙ্গে ২০২৫-এর ভোটার তালিকায় মিল খুঁজে পাওয়া গিয়েছে প্রায় ৯৬ শতাংশ। রবিবার পর্যন্ত ম্যাপিংয়ের ভিত্তিতে প্রায় ৩৫ লক্ষ নাম বাদ যেতে পারে বলে জানিয়েছিল কমিশন। গত ২৪ ঘণ্টায় সেটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৩ লক্ষ ৬৪ হাজার। যার মধ্যে ভোটারের সংখ্যা ২১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৮১৮। কমিশনের এক আধিকারিকের মতে, এনুমারেশন ফর্মে ভোটারদের যে লিঙ্কেজ দেখানো হচ্ছে তা সঠিক ধরে নিলে মেরেকেটে ৪০ লক্ষের কাছাকাছি নাম শুনানিতে আসতে পারে। এসআইআর শুরুর আগে বিজেপি দাবি করেছিল, শুধু মৃত, ডুপ্লিকেট ও অনুপ্রবেশকারীদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিলেই অন্তত ১ কোটির বেশি নাম বাদ পড়বে তালিকা থেকে। কমিশনের আধিকারিকদের মতে, ফি-বছর যে ভোটার তালিকার সংশোধন হয় সেখানেই ৩০ লক্ষের বেশি ভোটারকে শুনানিতে ডাকতে হয়। এবার এসআইআর-এর ফল তাই তাঁদেরও আশ্চর্য করছে। এই অস্বাভাবিক বুথের সংখ্যা সবথেকে বেশি দক্ষিণ ২৪ পরগনায় (৭৬০টি)। পুরুলিয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদায় সংখ্যাটা ২০০-র বেশি। নদিয়া, বাঁকুড়ায় এরকম বুথ রয়েছে শতাধিক। ৯০টি বুথের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে পূর্ব মেদিনীপুরে। বাদ নেই বীরভূম, উত্তর ২৪ পরগনা, জলপাইগুড়ি, হুগলি, দক্ষিণ দিনাজপুরের মতো জেলাগুলিও।

রাজ্যের এই 'অস্বাভাবিক বুথ'গুলির ব্যাপারে যেদিন সতর্ক করেছে কমিশন সেইদিনই সিইও দপ্তরে গিয়ে এসআইআর তথ্য নিয়ে তৃণমূল, আইপ্যাক এবং প্রশাসনের একংশের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুর দাবি, ভোটার তালিকায় বাংলাদেশি মুসলিমদের নাম রেখে দিতে রাতারাতি ১ কোটি ২৫ লক্ষ ফর্ম পূরণ করা হয়েছে। এটা বিরাট দুর্নীতি। এর সঙ্গে ইআরও, এইআরও ও আইপ্যাক জড়িত। সিইওর কাছে এই অভিযোগ জানিয়ে নির্দিষ্টভাবে ২৬ থেকে ২৮ নভেম্বরের মধ্যে যেসব নাম নথিভুক্ত হয়েছে তার তদন্ত দাবি করেছে বিজেপি। ডেটা এন্ট্রি অপারেটরদের ওপর প্রভাব খাটিয়ে আইপ্যাক ভোটার তথ্যে এই গরমিল করেছে বলে দাবি করেন তিনি। দুর্নীতির তদন্তে প্রয়োজনে সিবিআইকে যুক্ত করার দাবিও জানান শুভেন্দু। যদিও ডেটা এন্ট্রি অপারেটর ও আইপ্যাকের মধ্যে যোগসাজশের অভিযোগ নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি সিইও মনোজ আগরওয়াল।

সোমবার বিজেপি বিধায়কদের সঙ্গে নিয়ে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করেন শুভেন্দু।

সমানে সমানে... *বিএলও অধিকার মঞ্চের বিক্ষোভকারীদের আটকাচ্ছে পুলিশ। -রাজীব মণ্ডল*

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : সিইও দপ্তরে অভিযোগ জানাতে গিয়ে বিক্ষোভকারী বিএলও ও পুলিশের বাধার মুখে পড়লেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তার জেরে রীতিমতো ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয় সিইও দপ্তরের বাইরে। শুভেন্দুর উদ্দেশে 'গো ব্যাক' স্লোগান দেন বিক্ষোভকারীরা। সিইও দপ্তর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশে 'চোর, চোর, তৃণমূল চোর' স্লোগান দেন শুভেন্দু নিজেও। শুভেন্দুকে কালো পতাকা দেখান বিক্ষোভকারীরা। সিইও দপ্তরে ঢুকতে গেলে বাধা দেওয়া হয় সাংবাদিকদের। তাঁদের সঙ্গে বচসায় জড়ান পুলিশকর্মীরা। হস্তক্ষেপ করতে হয় সিইওকে। পুলিশের অতিসক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনিও। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা কাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়েন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল।

সোমবার বিজেপি বিধায়কদের নিয়ে শুভেন্দু অধিকারী কলকাতায় সিইও'র সঙ্গে দেখা করার জন্য সাড়ে ১২টা নাগাদ দপ্তরের সামনে পৌঁছোন। এদিকে শুভেন্দুর কনভয় সেখানে পৌঁছোনোর আগেই বিএলও অধিকার রক্ষা মঞ্চ থেকে দল বেঁধে বিক্ষোভকারীরা সেখানে হাজির হন। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের দূরে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। তা সত্ত্বেও ভিড় ঠেলে কমিশনের দপ্তরে ঢুকতে গেলে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে বিজেপি বিধায়ক ও পুলিশের ধস্তাধস্তি হয়। এরই মধ্যে শুভেন্দু ও প্রতিনিধি দলের সঙ্গে উপস্থিত সাংবাদিকরাও দপ্তরে ঢুকতে গেলে পুলিশের সঙ্গে তাঁদের বচসা বাধে। খবর পেয়ে নিজের দপ্তর থেকে চলে আসেন সিইও। উপস্থিত ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়ের উদ্দেশে বলেন, 'আপনারা নিরাপত্তার বিষয়টি অবশ্য দেখবেন। কিন্তু সাংবাদিকদের ভিতরে ঢুকতে আটকাচ্ছেন কেন? এটা সিইও'র দপ্তর। কমিশনের নির্দেশ মেনেই চলুন।' জবাবে সিইও-র উদ্দেশে ইন্দিরা বলেন, 'সাংবাদিকরা কোথায় যাবে তা নির্দিষ্ট করে আমাদের জানাতে হবে। কমিশনের নিরাপত্তা দেখা আমাদের কাজ।' এদিন মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে সিইও দপ্তরে আসেন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী। সম্প্রতি বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটির টানা দু'দিন ধর্নার জেরে সিইও দপ্তর ও তাঁর আধিকারিকদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। তারপরই দিল্লি থেকে জাতীয় নির্বাচন কমিশন সিইও দপ্তরের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে চিঠি দেন। তারপরই সেখানে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়।

কমিশনের দপ্তরে ধুন্ধুমার

সবে মহানগরের জনজীবন শুরু। হাওড়া ব্রিজে সোমবার ভোরে। -পিটিআই

ভয় পাবেন না, ডিএম'দের মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : এসআইআরের জন্য জেলাশাসক সহ প্রশাসনের কর্তাদের চাপ থাকলেও উন্নয়নের কাজে কোনও ঘাটতি রাখা যাবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে কমিশনের হুঁশিয়ারিতে ভয় না পাওয়ার ব্যাপারে তিনি আশ্বস্ত করেছেন। সোমবার জেলাশাসক, মহকুমাশাসক ও বিডিওদের নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠক করছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। ওই বৈঠকের মাঝে হঠাৎই যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী। জেলাশাসক সহ প্রশাসনের কর্তাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'এসআইআরের

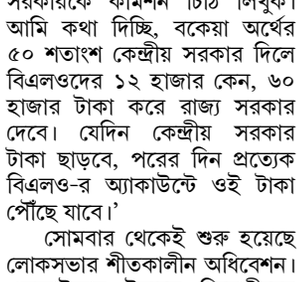

কাজের জন্য আপনাদের ওপর যে চাপ যাচ্ছে বুঝতে পারছি। কিন্তু তার জন্য উন্নয়ন যেন উপেক্ষিত না হয়, সেদিকে নজর রাখতে হবে।' নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, তখনই মুখ্যমন্ত্রী মন্তব্য করেন, 'একজন প্রাক্তন অফিসারকে ওরা পাঠিয়েছে। ভয় দেখাচ্ছেন, বিরক্ত করছেন। বলছেন, দিল্লি পাঠিয়ে দেব, বদলি করে দেব। ভয় পাবেন না। আমি আছি। আপনারা আপনাদের কাজ করে যান।' দুদিন আগেই স্পেশাল রোল অবজারভার হিসেবে প্রাক্তন আমলা সুব্রত গুপ্তকে নিয়োগ করেছে নির্বাচন কমিশন। রবিবার তিনি ফলতায় ভোটার তালিকার সংশোধনের কাজ খতিয়ে দেখতে গিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর উদ্দেশেই এসব বলেছেন বলে অনেকেই মনে করছেন।

নতুন লোকায়ুক্ত নিয়োগ

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : রাজ্যের নতুন লোকায়ুক্ত নিযুক্ত হলেন কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রবীন্দ্রনাথ সামন্ত। সোমবার নবান্নে লোকায়ুক্ত চেয়ারম্যান নিয়োগ নিয়ে বৈঠক ছিল। সেখানেই রবীন্দ্রনাথবাবুকে এই পদে নিযুক্ত করা হয়।

রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান হিসাবে আবারও নিযুক্ত হয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। এই বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য পদাধিকার বলে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু তিনি উপস্থিত থাকবেন না বলে আগেই স্বরাষ্ট্রসচিবকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছিলেন।

বিডিওর বিরুদ্ধে নথির ফরেন্সিক পরীক্ষা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : সল্টলেকের দত্তাবাদে স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের ঘটনায় তদন্ত অত্যন্ত ধীরগতিতে চালাচ্ছে পুলিশ। এখনও পর্যন্ত অভিযুক্ত বিডিওকে গ্রেপ্তারের কোনও পরিকল্পনা পুলিশের নেই। বিধাননগর গোয়েন্দা বিভাগ সূত্রে খবর, সল্টলেক ও নিউটাউনের ১৪ জায়গা থেকে উদ্ধার হওয়া সিসিটিভি ফুটেজ, ধৃত রাজু ঢালির মোবাইল ফোন থেকে উদ্ধার হওয়া ভিডিও এবং অন্যান্য নথি ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। চলতি সপ্তাহেই সেই রিপোর্ট চলে আসার কথা। পুলিশের বক্তব্য, সমস্ত নথির ফরেন্সিক রিপোর্ট না এলে তা আদালতে 'প্রামাণ্য' বলে গ্রহণযোগ্য হবে না। আর সেই কারণেই ওই রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে। রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর বারাসত জেলা ও দায়রা আদালতে অভিযুক্ত প্রশান্ত বর্মনের আগাম জামিন খারিজের আবেদন জানানোর পরিকল্পনা রয়েছে। কিন্তু অভিযুক্ত যেহেতু একজন পদস্থ সরকারি কর্তা, তাই তাঁর বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া কিছু করা সম্ভব নয়।

যদিও রাজনৈতিক সদিচ্ছা না থাকার জন্যই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ হচ্ছে না বলে মনে করছেন প্রশাসনের একাংশ। তাঁরা বলেছেন, 'অভিযুক্ত একজন রাজবংশী সম্প্রদায়ের ব্যক্তি। তাই বিধানসভা ভোটের আগে বিষয়টি ঘাঁটাতে চাইছে না রাজ্যের শাসকদল। একই কারণে বঙ্গ বিজেপির নেতারা বিভিন্ন ইস্যুতে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরব হলেও এক্ষেত্রে মুখে কুলুপ এঁটে রয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে যথেষ্ট পরিমাণে প্রামাণ্য নথি হাতে আসার পরেই এই নিয়ে পুলিশ পদক্ষেপ করবে।' বারাসত আদালতের সরকারি আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আইন আইনের পথে চলবে। বিচারাধীন বিষয় নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দেব না। প্রয়োজনমতো সঠিক পদক্ষেপ করা হবে।' অভিযুক্তর আইনজীবী অমিত চক্রবর্তী বলেন, 'বিচারক সবদিক খতিয়ে দেখেই অভিযুক্তের আগাম জামিন মঞ্জুর করেছেন। পুলিশের হাতে কোনও প্রামাণ্য নথি থাকলে তা তারা আগেই আদালতে জমা দিত। কিন্তু তা দেয়নি।'

স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুন

স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের ঘটনায় গত বুধবারই বারাসত জেলা ও দায়রা আদালত থেকে আগাম জামিন পেয়েছেন অভিযুক্ত বিডিও প্রশান্ত বর্মন। আদালতের শর্ত অনুযায়ী গত শনিবার তিনি বিধাননগর আদালতে সশরীরে হাজিরা দিয়ে আত্মসমর্পণ করে জামিন নিশ্চিত করেছেন। কিন্তু অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করছে না বলে বারবার অভিযোগ উঠেছে। বিধাননগর দক্ষিণ থানার হাত থেকে তদন্তভার হাতে নিয়েছে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগ। কিন্তু তাতেও তদন্তে অগ্রগতি হয়নি। তবে প্রামাণ্য নথির অপেক্ষায় বসে থাকা অজুহাত বলে মনে করছে প্রশাসনের একাংশ। কারণ, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রামাণ্য নথির প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এক্ষেত্রে তাও করা হয়নি।

বাংলাদেশ আদালতে সোনালির জামিন

আশিস মণ্ডল

রামপুরহাট, ১ ডিসেম্বর : বাংলাদেশি সন্দেহে 'পুশব্যাক' করার ছয় মাস পর শর্তসাপেক্ষে জামিন পেলেন দুই পরিবারের ছয় সদস্য। তাঁদের মধ্যে ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবিও। সোমবার বাংলাদেশের আদালত শর্তসাপেক্ষে মুক্তি দেওয়ায় তাঁদের বাড়ির ফেরার অপেক্ষায় দিন গুনছে বীরভূমের পাইকর গ্রাম।

চলতি বছরের ২৬ জুন বাংলাদেশি সন্দেহে অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি সহ মোট ছয় জনকে অসম সীমান্ত হয়ে বাংলাদেশে পাঠায় দিল্লি পুলিশ। ছয়জনের মধ্যে অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি ছাড়াও ছিলেন তাঁর স্বামী দানেশ শেখ, নাবালক ছেলে সাবির শেখ। তাঁদের ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী 'অবৈধ বাংলাদেশি' সন্দেহে বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় ঠেলে দেয়। ২০ অগাস্ট বাংলাদেশ পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। এই নিয়ে কলকাতা হাইকোর্ট মামলা দায়ের করা হয়। সেপ্টেম্বরে সেই মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট এই পুশব্যাককে বেআইনি ঘোষণা করে। বিচারপতিরা এই পরিবারের সব সদস্যকে ভারতে ফেরত আনার জন্য এক মাসের সময়সীমা নির্ধারণ করেন। রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম বলেন, 'তাঁদের বাংলাদেশে পাঠানো ভুল ছিল। আমরা তাঁদের জন্য লড়াই চালিয়ে গিয়েছি।

সোমবার বাংলাদেশের আদালত এই ছয়জনের জামিন মঞ্জুর করেছে। ৩ ডিসেম্বর তাঁদের ফের হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের আদালতও নির্ধারণ করেছে যে তাঁরা বাংলাদেশি নন এবং ভারতকে ফেরত নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

সম্পাদকীয়

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৯৩ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

‘লিংক লাইফ’

সত্য কোথায়? সত্যের অন্বেষণ কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে। জীবনের প্রকৃত বাস্তবতা প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড়িয়ে। নির্দিষ্ট মানুষটি কে? কী তাঁর পরিচয়? মুখে বললে লাভ নেই। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ কীভাবে তাঁকে চেনে, সেটাও গৌণ। সত্য শুধু কার্ড, নথিতে উল্লিখিত তথ্য। বাস্তবের সঙ্গে সেই তথ্যের মিল থাক না থাক, সেটাই বড় সত্য। সেই সত্য যাচাই করবে কে? কোনও মানুষ বা প্রশাসন বা অন্য কোনও কর্তৃপক্ষ নয়।

সত্য যাচাই হবে মানুষ নিজেকে ‘লিংক’-এ বেঁধে ফেলতে পারলে। আধার কার্ডের সঙ্গে মোবাইল নম্বরের লিংক। ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে আধার কার্ডের লিংক। আধার লিংক না থাকলে র‍্যাশন কার্ডের জোগান মিলবে না। রান্নার গ্যাসের কার্ড অচল হয়ে যাবে আধার লিংক না থাকলে। লিংক, লিংক আর লিংক...। সর্বশেষ ২০০২-এর লিংক না থাকলে ভারতে কারও নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠে যাওয়ার সম্ভাবনার শঙ্কা।

২০০২ ও ২০২৫ সালের ভোটার তালিকায় নাম থাকলেই একমাত্র বিশেষ নিবিড় সংশোধনীতে (এসআইআর) ভারতের নাগরিকের ম্যাপিং নিশ্চিত। ২৩ বছরের ব্যবধানে ওই দুই ভোটার তালিকার কোনও একটিতে নাম না থাকা মানে জীবন জেরবার। নথি চাই, নথি। কার্ড চাই, কার্ড। যা দিয়ে প্রমাণ করতে হবে, ওই দুই সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে কোনও না কোনওভাবে সংযোগ আছে।

২০০২-এ যদি জন্ম না হয়ে থাকে? কিংবা ২০০২-এ যদি ভোটার তালিকায় নাম তোলার মতো বয়স না হয়ে থাকে? তবু চলবে। নির্দিষ্ট সেই মানুষটির মা বা বাবা- দুজনের কারও সঙ্গে ২০০২-এর লিংক চাই। এমনকি ঠাকুরদা-ঠাকুমা কিংবা দাদু বা দিদার লিংক থাকলেও চলবে। সেই সুযোগে ভুয়ো পিতৃ বা মাতৃ পরিচয় ঢুকে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে বটে। তাতে কুছ পরোয়া নেই। অ্যাপের সেই ম্যাপিংয়ে সেই অসত্য ঢাকা পড়ে যেতে পারে।

লিংকের দৌলতে প্রকৃত বাস্তবতা হারিয়ে যেতে পারে। নানাবিধ লিংকের জগৎ এখন ভারতবর্ষে ভোটাধিকার থেকে নাগরিকত্ব ইত্যাদি অনেককিছুর নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠছে। সেই জগতের গোলকধাঁধায় কেউ ছিটকে পড়তে পারেন দেশের বৃত্ত থেকে। কাউকে বা সাদরে গ্রহণ করা যেতে পারে। সেই গোলকধাঁধা এখন কিছু মানুষের আতঙ্ক, অনিশ্চয়তার কারণ হয়ে উঠেছে। এদেশে বসবাসকারী হলেও লিংকের চক্করে কেউ নিজেকে যুক্ত না করে থাকলে শিয়রে হাজার সমস্যা যে।

লিংকের এই আবর্তের বাইরে রয়েছেন অনেকেই। বিশেষ অভিবাসী, উদ্বাস্তু জন। যাঁদের অনেকেই ২০০২-এর পর এদেশে ঠাঁই নিয়েছেন। কিংবা আগে এসে থাকলেও লিংকের বৃত্তে নিজেকে যুক্ত করেননি বা করতে পারেননি। সেক্ষেত্রে শুধু তাঁরা নন, তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মও ঘোর অনিশ্চয়তায়। দেশের নির্বাচন কমিশন এই সমস্যার প্রতিকারে ১১টি নথির দাওয়াই বাতলে দিয়েছে বটে। কিন্তু সকলের কাছে সেই ১১ নথির একটিও সহজলভ্য নয়- এমন বাস্তবতা বিরল নয়।

কাগজ দেখাও আর লিংক করো’র যুগে এরকম মানুষ স্বাভাবিকভাবে অনিশ্চয়তায় ভুগছেন। বাংলায় সমস্যাটি যে আছে, তা মতুয়া ও নমশূদ্র জনগোষ্ঠীর বিক্ষোভ, আন্দোলন, অসন্তোষ দেখে টের পাওয়া যাচ্ছে। লিংকের বৃত্তে ঠাঁই নিতে না পেরে তাদের এখন প্রাণান্তকর অবস্থা। ইসলামধর্মী ছাড়া অন্য কোনও ধর্মাবলম্বীরা অন্য দেশ থেকে ভারতে এসে থাকলে কোনও নথি ছাড়াই নাগরিকত্ব পেয়ে যাবেন বলে কেন্দ্রের ঘোষণা আছে।

তাতে কিন্তু ভোটার তালিকায় নাম তোলার সংস্থান মিলছে না। বরং নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য যে আবেদন করতে হচ্ছে, তাতে নিজেকে ভিনদেশি বলে পরিচয় লিপিবদ্ধ করতে হচ্ছে। সেই তথ্য শেষপর্যন্ত ভোটাধিকার নিশ্চিত করবে কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশা থেকে যাচ্ছে। সত্য যাই হোক, জীবন যদি লিংকবিহীন হয়, তাহলে তা দুর্বিষহ এখন।

অমৃতধারা

উপর উপর দেখেই কিছু ছেড়ো না বা কোনও মত প্রকাশ ক’রো না। কোনও কিছুর শেষ না দেখলে তার সম্বন্ধে জ্ঞানই হয় না। সত্য দেখা মানেই তাকে আগাগোড়া জানা, আর, তাই জ্ঞান। যা তুমি জান না, এমন বিষয়ে লোককে উপদেশ দিতে যেও না। নিজের দোষ জেনেও যদি তুমি তা ত্যাগ করতে না পার, তবে কোনও মতেই তার সমর্থন করে অন্যের সর্বনাশ করো না। তুমি যদি সৎ হও, তোমার দেখাদেখি হাজার হাজার লোক সৎ হয়ে পড়বে। আর যদি অসৎ হও, তোমার দুর্দশার জন্য সমবেদনা প্রকাশের কেউই থাকবে না, কারণ তুমি অসৎ হয়ে তোমার চারিদিকই অসৎ করে ফেলেছ।

-শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি

জোহরান মামদানিকে নিয়ে আমরা উচ্ছ্বসিত। অথচ বিদেশের মাটিতে কত মানুষের সংগ্রাম আমাদের অজানাই।

অনমিত্র বিশ্বাস

-এআই

‘দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি-,’ এমনটাই বলে কবি সত্যেন দত্ত ছন্দঝংকারে কীর্তিত করেছিলেন কোন প্রাগিতিহাসের যুগে রামের প্রপিতামহের সঙ্গে যুদ্ধ থেকে হালে মহাপ্রভু বা বীর সন্ন্যাসী বিবেকের আবিশ্ব খ্যাতি। যে বাঙালি দিগ্বিজয়ী ‘সিংহল’ নামে স্ব-কীর্তির সাক্ষর রেখেছিলেন, যে বাঙালি দীপঙ্কর সুদূর তিব্বতে জ্বেলেছিলেন জ্ঞান ও সদ্ধর্মের দীপ, শ্যাম কাম্বোজে ওঙ্কার-ধামের ভাস্কর্য-নির্মাণ করেছিলেন সেই স্থপতি রূপদক্ষরা- কবি তাঁদের ঐতিহ্য নিয়ে গর্বিত বোধ করেছেন। সফল স্বদেশবাসীর জন্য গর্ব বোধ করা-ই স্বাভাবিক, সহজ।

কুয়ালা লামপুরের সেন্ট্রাল মার্কেটের কাছে একটা ছোট নাসি কন্দর বা ভাতের হোটেলে কাজ করত আজিজ। দেড় দশক আগে। আমরা যে এক মাস ছিলাম, প্রায় রোজই সেখানে খেতে যেতাম। আজিজ আমাদের টেবিলে এসে তার ফাঁকা সময়টুকু কথা বলে যেত। আমাদের কোনও সমস্যা হচ্ছে কি না বিদেশে, কলকাতার কোথায় আমরা থাকি, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি আমাদের বাড়ি থেকে কতদূরে ইত্যাদি জানতে চাইত। ও ছিল বাংলাদেশের কোনও এক জেলার প্রত্যন্ত গ্রামের ছেলে। সে তার বাড়ির কথা বলত, তার ছোট বোনের গল্প করত- প্রবাসে যার কথা তার বারবার মনে পড়ত। উপার্জনের প্রলোভনে সে কোনও এজেন্টের সঙ্গে বিদেশে পাড়ি দিয়েছিল সমস্ত সঞ্চয়টুকু খুইয়ে, সেই স্বপ্ন তার ভেঙে গেছে। তবু এখানকার রিঙ্গিতের প্রাইস ইন্ডেক্স বাংলাদেশের টাকার চেয়ে অনেক বেশি। তবুও স্বপ্ন দেখত, সে যতটা সম্ভব টাকা জমাবে, তারপরে দেশে ফিরে যাবে কোনওদিন। বোনের ধুমধাম করে বিয়ে দেবে ভালো ঘরে, বাবা-মায়ের জন্য সচ্ছলতা ও সেবাযত্নের ব্যবস্থা করবে সে। সঙ্গীহীন নির্বাসনে আজিজের ঘোলাটে চোখে যে স্বপ্নগুলো ছিল, তার সবটা আমরা ঠিকঠাক ধরতে পারিনি।

নাসি কন্দরের পিছনে একটা ঘুপচি ঘরে- তেতলা খাটের বাংকে শুত রাতে কয়েক ঘণ্টা। বাকি সময়টায় তার কাজের থেকে ফুরসত কোথায়? আজিজ ই-মেল পাঠাতে জানত না। আন্তর্জাতিক দূরভাষের খরচ তার জন্য দুঃসাধ্য। বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ ছ’মাসে-ন’মাসে। অথচ সে নিজেকে ক্ষয় করে চলেছিল সামান্য এক চিলতে স্বপ্ন নিয়ে। তার ইমিগ্রেশন সম্পূর্ণ আইনত হয়নি, আর তা নিয়ে তার খুবই দুশ্চিন্তা ছিল।

পিনাঙে এক উত্তর ভারতীয় রেস্তোরাঁয় দেখা হয়েছিল দিল্লির দীনেশের সঙ্গে। ভাঙা হিন্দি সম্বল করে আমরা তার সঙ্গে কথা বলতুম, সে আমাকে আর আমার বোনকে নানারকম হাতসাফাইয়ের খেলা দেখাত। সে-ও আজিজের মতোই নিঃসঙ্গ, প্রবাসী। তবু পিনাঙের ওদিকটায় বেশ কিছু ভারতীয় আছেন। তাঁরা বহু প্রজন্ম ধরে মালয়বাসী তামিল হিন্দু। কৃষ্ণ-মন্দিরে সে প্রায়ই সন্ধ্যা আরতির সময়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে যেত। কিন্তু বাড়ির কথা তার মনে পড়ত সব সময়। সে এই নির্বাসন শেষে বাড়ি ফেরার পরে দিল্লিতে তার বাড়িতে আমাদের নেমন্তন্ন করে রেখেছিল।

শরদিন্দু বলেছিলেন, ‘মাতৃভূমি বলিয়া কোনো বিশেষ ভূখণ্ড নাই। মানুষের সহজাত সংস্কৃতির কেন্দ্র যেখানে, মাতৃভূমিও সেইখানে।’ নিশ্চয়ই সেই সংস্কৃতি ধর্ম-সর্বস্ব নয়। ফিরে আসবার আগের দিন আমাদের খাওয়াদাওয়া হয়ে গেছিল, আমরা কেবল এয়ারপোর্টে যাবার পথে আজিজের সঙ্গে দেখা করতেই সেন্ট্রাল মার্কেটে নেমেছিলাম মেট্রো থেকে। আজিজ অবাক হয়ে বলেছিল, ‘তোমরা শুধু আমার সঙ্গে দেখা করতে এতদূর এসেছ?’ সে জোর করে আমাদের হাতে কয়েকটা গার্লিক নান ধরিয়ে দেয় পথে খেতে খেতে যাবার জন্য, তার নিজের খরচে। আজিজের কাছে ওই-ক’টা টাকারও কত গুরুত্ব তা আমরা জানতাম।

অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নোবেল পুরস্কার নিয়ে কলকাতার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মাতামাতি করেছে, যেন কৃতিত্ব তাদেরই। টালিগঞ্জের কনিষ্ঠতম টেকনিসিয়ান যখন সাবলীল কণ্ঠে সত্যজিৎ রায়কে ‘মানিকদা’ বলে উল্লেখ করে, তখন সেটা হাস্যকর লাগলেও বুঝি যে গর্ব করবার মতো এই এক-দুজন মানুষকে যতটা সম্ভব আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায় গরিব দেশের বাকিরা। আজ জোহরান মামদানি নিউ ইয়র্কের মেয়র নির্বাচিত হবার পর ভারতবর্ষের নাগরিকদের একাংশ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, বিশেষত যাদের সঙ্গে মামদানির রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি মেলে। কেউ কেউ আবার সেই আত্মীয়তার জেরে মামদানিকে ‘গুজরাটি’ বলে উল্লেখ করছেন। মামদানি নিজে আমি যতদূর শুনেছি ভারতীয় বলে আত্মপরিচয় দেন না। তাঁর মা ভারতীয় হলেও বাবা গুজরাটের খোজা মুসলিম বংশোদ্ভূত উগান্ডান। মামদানি উগান্ডা ও আমেরিকার দ্বৈত নাগরিক, এমনকি তাঁর নামের মুসলিম অংশটুকু বাদে একটা উগান্ডান মিডল নেমও আছে।

জনসাধারণের আবেগ এই চুলচেরা বিচারের ধার ধারে না। যুক্তরাজ্যে ঋষি সুনক নির্বাচিত হবার পরে বহু ভারতীয় উল্লসিত হয়েছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বেশ প্রত্যুত্তর হয়েছে বলে ধরে নিয়েছিলেন। যে বিষয়ে আমি গবেষণা করি, তাতে বহু ভারতীয় নাম দেখি বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে। অন্যদিকে, গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে পরিচয়হীন এমন কত ভারতীয় শ্রমিক- যারা কোনওদিন অস্কার পাবে না, অ্যাবেল প্রাইজ পাবে না। তারা ডোনাল্ড ট্রাম্পের মুখে ছাই দিয়ে প্রথম বিশ্বের রাজনৈতিক কুর্সিতে বসবে না। সুকান্তর ‘রানার’-এর মতো তারা স্বীকৃতিহীন, জীবনের বহু বছরকে পিছু ফেলে ঘাম-রক্ত ঝরিয়ে স্বপ্ন দেখছে মিলনান্তিক ভবিষ্যতের- যে ভবিষ্যৎটা ইতিহাস বা অর্থনীতির দিক থেকে অকিঞ্চিৎকর হলেও তার জন্য মরণপণ সাধনা।

নিউ ইয়র্কের মেয়র হবার উচ্চাভিলাষের জন্য যে অধিগম্যতার ডাইভিং বোর্ড থেকে ঝাঁপ দিতে হয়, তা এই অধিকাংশ ভারত-উদ্ভূত ছেলেমেয়ের পক্ষে কল্পনার অতীত। জীবনযুদ্ধের প্রতিপক্ষ হয়ে যে অদৃশ্য ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছেন তিনি তাদের প্রত্যেকটা উপার্জনের মূল্য বুঝে নেন জীবনীশক্তির সঙ্গে দাঁড়িপাল্লায় বসিয়ে। ‘মামদানি বিরল সৌভাগ্যবানও বটে। তাঁর বাবা অধ্যাপক ও রাজনীতি-বিশেষজ্ঞ, মা চিত্র পরিচালিকা। মোটের ওপর, তৃতীয় বিশ্বের ঐতিহ্যের ময়ূরপুচ্ছটি মামদানি পেয়েছেন, তাঁর রিক্তহস্ত সংঘর্ষের উত্তরাধিকার নয়। মামদানি নিজগুণে অর্জন করেছেন যে সাফল্য, তাকে এতটুকু অস্বীকার না করেই বলছি, মার্কিন মুল্লুকের মাপদণ্ডেও সচ্ছলতম পারিবারিক পরিকাঠামো তিনি পেয়েছিলেন।

ভারতবর্ষের প্রবাসী যেসব ছেলেমেয়ে সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মায়নি, উন্নাসিক অভিভাবকের সাহচর্যে বড় হয়নি, তাদের পক্ষে এই ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর স্বপ্ন দুঃসাধ্য। কিন্তু যে নিঃসম্বল ছেলেটা যথেষ্ট টাকা জমিয়ে দেশে ফিরে পরিবারের হাল ধরার মতো অগৌরবের ‘নন-ইন্টেলেকচুয়াল’ উদ্দেশ্যে বিদেশের মাটিতে সূর্যোদয় থেকে মাঝরাত পর্যন্ত পরিশ্রম করে, সাধ্যের মাত্রার কানায় কানায়- তাকেও আমি শ্রদ্ধা করি। ভারতীয় হিসাবে, জোহরান মামদানির চেয়ে দিল্লির সেই দীনেশ- আর তৃতীয় বিশ্বের নাগরিক হিসাবে বাংলাদেশের আজিজ নামক ছেলেটার জন্য আমি অনেক বেশি গর্ব অনুভব করি।

(লেখক আইআইটি ভিলাইতে অঙ্কের গবেষক)

আজ

১৯২৫

অভিনেতা সন্তোষ দত্ত জন্মগ্রহণ করেন আজকের দিনে।

১৯৫৯

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা বোমান ইরানি।

আলোচিত

মতুয়াদের সমস্যা মেটাতে পারেন ডিএম, এসপি-রাই। কিন্তু ভোটের কথা মাথায় রেখে মোদি, দিদি এসআইআর জুজুকে সামনে রেখে ভয়, অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি করে নির্বাচনি রুটি সেঁকছেন। ভোট মিটে গেলে দেখবেন মোদি, দিদি- কেউ আর এসআইআর-এর কথা বলছেন না।

-অধীর চৌধুরী

ভাইরাল/১

মুখে আস্ত না পুরলে ফুচকা খাওয়াই বৃথা। সেই তৃপ্তি পেতে গিয়ে বিপত্তি ঘটল উত্তরপ্রদেশের এক মহিলার। বড় সাইজের ফুচকা মুখে ঢোকাতে গিয়ে চোয়াল সরে যাওয়ায় মুখ আর বন্ধই হচ্ছিল না। হতভম্ব নেটদুনিয়া।

ভাইরাল/২

তামিলনাড়ুর এক বাসিন্দা মালয়েশিয়ায় গিয়েছিলেন কাজে। মাইনে না পাওয়ায় কাজ ছেড়ে দেন। কিন্তু মালিক পাসপোর্ট নিয়ে নেওয়ায় ফিরতে পারেননি। এক ব্যাংকের সামনে শুয়ে ছিলেন। ব্যাংককর্মীরা তাঁকে গালিগালাজ করে, লাথি মেরে তুলে দেন।

জনমন জনমত

অব্যাহত জল-যন্ত্রণা

মানবজীবন নদীর স্রোতের মতো বয়ে চলে। কিন্তু এ বয়ে যাওয়া জীবনে আমাদের প্রাণশক্তি জল। বর্তমান প্রাকৃতিক প্রেক্ষাপটে আমরা সবাই জানি যে, ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাণ কমে আসছে। এমতাবস্থায় রাস্তার ধার বা পাড়ার কলগুলোর মুখ যদি খোলা থাকে বা পাইপ ফুটো থাকে তাহলে তো কথাই নেই। কিন্তু এই দৃশ্য অনবরত চলেই যাচ্ছে। যত্রতত্র রাস্তার কলগুলো মুখ খোলা অবস্থায় থাকছে। যখনই জল পড়ছে ভেসে যাচ্ছে আশপাশ। কোনওসময় সহৃদয় ব্যক্তি লাগিয়ে দিলেও আবার তা ভেঙে যাচ্ছে বা কেউ ভেঙে দিচ্ছে। এভাবে যদি জল নামক জীবন অনবরত বয়ে যায় তাহলে অদূরভবিষ্যতে আমাদের উত্তরসূরিরা জল-যন্ত্রণায় অতিকষ্টে দিনযাপন করতে বাধ্য হবে।

এই সমস্যা কোনও এক জায়গার নয়, প্রতিটা শহর-গ্রাম-নগরের রোজকার দৃশ্য। তাই শুধু গয়েরকাটাবাসী হিসেবে নয়, একজন নাগরিক হিসেবে এই জলযন্ত্রণার স্থায়ী সমাধান চাইছি। এ ব্যাপারে পিএইচই, পঞ্চায়েত দপ্তর এবং শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে পুরসভাকে হস্তক্ষেপ করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

সর্বোপরি এ বিষয়ে জনসাধারণকেও বিশেষ নজরদারি বহাল রাখার আবেদন জানাচ্ছি। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য যদি এই পৃথিবীকে বাসযোগ্য করতে চাই তাহলে জল-যন্ত্রণার অবসান করতেই হবে। এ বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করার অঙ্গীকার আমাদের সবার।

সুনীতা দত্ত
গয়েরকাটা, জলপাইগুড়ি।

অসতর্কতার বলি

ধূপগুড়িতে ভোরবেলায় ট্রেনের ধাক্কায় একটি হাতির মৃত্যু এবং আরেকটি হাতির গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনায় শুধু দুঃখ প্রকাশ করাই কি যথেষ্ট? এটা একটা রোগে পরিণত হয়েছে। কুয়াশাহীন ফাঁকা জায়গা যেখানে দূর থেকে পরিষ্কার দেখা যায় সেখানে কীভাবে এইরকম ঘটনা ঘটতে পারে? রেলচালক কি ঘুমে ঢুলছিলেন? সংরক্ষিত হাতির হ্রাসের অন্যতম প্রধান কারণ ট্রেনে কাটা পড়া। জানি না রেল দপ্তর কতটা দায়িত্বশীল। তবে চালকদেরও সচেতনতা বাড়ানো প্রয়োজন।

মনোজকুমার রায়, ডাউকিমারি, ধূপগুড়ি।

শালীনতার বেড়াজাল ভেঙে চলছে ‘সৃজন’

গঠনমূলক রিলস, ভিডিওতে সেভাবে লাইক পড়ে না অথচ অশালীনতায় ভরা কনটেন্ট ভিউ টানে।

ভূপেশ রায়

-এআই

ঘটনা ১ : এক ভদ্রমহিলা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। হঠাৎ দেখি অদ্ভুত অশ্লীল সাজের একটি ছেলে মেয়ের সাজে ভদ্রমহিলার সামনে কিম্ভুত আচরণ করতে শুরু করল। আর তার পিছনে একজন ক্যামেরা নিয়ে ওই ঘটনার ভিডিও করে চলল। ভদ্রমহিলা বিরক্ত হয়ে রেগে গেলে অদ্ভুত সাজের সেই ছেলেটি বলল, ‘প্র্যাংক কাকিমা প্র্যাংক, ক্যামেরা চলছে ক্যামেরা!’

ঘটনা ২ : ব্যস্ত বাজারের ভরা রাস্তায় হঠাৎ দুই মহিলা কোমর দুলিয়ে নাচতে শুরু করলেন। আশপাশের সবাই হতবাক। যাঁরা নাচছিলেন, তাঁদের কিন্তু কোনও প্রতিক্রিয়া নেই।

এটাই যেন হালের ট্রেন্ড। ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউবে এসবই পোস্ট করে আজকাল সবাই নিজেকে কনটেন্ট ক্রিয়েটর হিসেবে দাবি করে। এই ঘটনা দুটো সাধারণ নমুনামাত্র। কনটেন্ট ক্রিয়েশনের নামে এখন এসবই চলছে। কিছুদিন আগে দেখলাম এরকম একজন তথাকথিত কনটেন্ট ক্রিয়েটর বিমানের মধ্যে ভিডিও করতে করতে সাজগোজ করছেন, বিমানের মেঝেতে বসে পান্তা ভাত খাচ্ছেন! সহযাত্রীদের সমস্যা হলেও সেই বিষয়টিকে তাঁদের থোড়াই কেয়ার! সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার নেশায় নিজেকে বিমানের মেঝেতে বসে পান্তা ভাত খাওয়া পৃথিবীর প্রথম মহিলা বলে দাবি জানাতে ওই কনটেন্ট ক্রিয়েটর তখন প্রচণ্ড ব্যস্ত। আজকাল এই ধরনের পোস্টেই হাজার হাজার মানুষের লাইক-কমেন্টের ছড়াছড়ি! অথচ যাঁরা নাচ-গান, ছবি আঁকা বা ভালো মানের ইতিবাচক কনটেন্ট তৈরির মাধ্যমে সমাজ-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্যকে তুলে ধরার চেষ্টা করেন তাঁদের পোস্টে সাধারণ মানুষের কোনও আগ্রহ নেই!! এ যেন এক আজব দুনিয়া।

গ্লোবাল ডিজিটাল রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৫-এর শুরুতে ভারতের মোট ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৫৫.৩ শতাংশ। এর একটি বড় অংশই সোশ্যাল মিডিয়ায় অভ্যস্ত। ২০২৪ সালের শুরু থেকে ২০২৫ সালের শুরুর মধ্যে সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারীর সংখ্যা ২৯ মিলিয়ন বেড়েছে। ভারতীয়রা প্রতিদিন গড়ে প্রায় আড়াই ঘণ্টা সময় সামাজিক মাধ্যমে ব্যয় করেন। তাই সামগ্রিকভাবে দেখলে সামাজিক মাধ্যমের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া আজ ভীষণই দৃঢ়। আট থেকে আশি সকল বয়সের মানুষ এই সামাজিক মাধ্যমের প্ল্যাটফর্মগুলিতে আজ সময় কাটান, তাঁদের মতামত, কার্যকলাপ তুলে ধরেন। সাম্প্রতিক কনটেন্ট তৈরির প্রবণতায় ছোট ভিডিও, রিলস ও লাইভ স্ট্রিমিং সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। মানুষ এখন দ্রুত, সহজে গ্রহণযোগ্য তথ্য ও বিনোদন চায়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক (এআই) টুল ব্যবহারে নির্মাতারা আরও সৃজনশীল কনটেন্ট তৈরি করছেন। ব্যক্তিগত ব্র্যান্ডিং ও ট্রেন্ড-ভিত্তিক চ্যালেঞ্জও ব্যাপকভাবে বেড়েছে। কিন্তু বর্তমানে যেভাবে কনটেন্ট ক্রিয়েটরের নাম করে অশ্লীলতা ও দৃশ্য দূষণের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে অনেকেই ভীষণ উদ্বিগ্ন। তাই এক্ষেত্রে সরকারিভাবে লাগাম অবশ্যই প্রয়োজন। আমাদের চারপাশের সুস্থ সামাজিক পরিবেশ রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্বেরই মধ্যে পড়ে। কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের আরও বেশি সচেতন থাকা উচিত। নইলে আমরা এমনই এক দুনিয়ায় পৌঁছে যাব যেখান থেকে বর্তমান পৃথিবীতে ফেরা আমাদের পক্ষে কোনওদিনই সম্ভব হবে না।

(লেখক ছাত্র। ময়নাগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩০৭

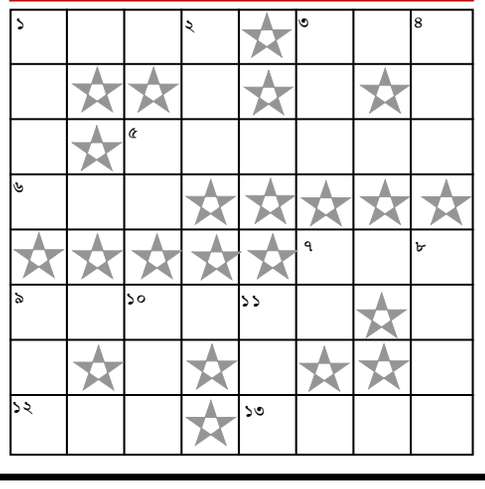

পাশাপাশি : ১। কোমল ও মসৃণ ৩। কিছু দেওয়ার জন্য বারবার অনুরোধ ৫। যেখানে আশার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না ৬। যে জুলুম বা অন্যায় আচরণ করে ৭। হিংস্র বণ্যপ্রাণী ৯। বাধা-বিপত্তি বা আঘাত এবং প্রত্যাঘাত ১২। সেনাবাহিনীর জন্য খাদ্য সম্ভার ১৩। যে কল টিপলে জল পড়ে।

উপর-নীচ : ১। বিশেষভাবে বিচার বা পরীক্ষা করে দেখা ২। যারা মিষ্টির কারবার করে ৩। যে সব বর্ণ তালুকে ছুঁয়ে উচ্চারিত হয় ৪। পুত্র সন্তান বা বালক ৫। এই ফল খেতে খুব তেতো ৭। যেখানে কড়া পরলেই গ্রেপ্তার ৮। নাকানি চোবানি অবস্থা ৯। ঘুঙুর বা নূপুর ১০। কোনও বিষয়ে অনিচ্ছাকৃত ভুল ১১। সুযোগের অপেক্ষায় ওঁত পেতে থাকা।

সমাধান ■ ৪৩০৬

পাশাপাশি : ১। অচেনা ৪। ইমাম ৫। মিগ ৭। হালুয়া ৮। মাস্টারদা ৯। সরঞ্জাম ১১। পালুই ১৩। কদু ১৪। নহর ১৫। দশন।

উপর-নীচ : ১। অনীহা ২। নাইয়া ৩। দমদমা ৬। গলদা ৯। সস্ত্রীক ১০। মসনদ ১১। পারদ ১২। ইন্ধন।

বিন্দুবিসর্গ

জগদীপ ধনকরের সংবর্ধনার কী হল

খাড়গের প্রশ্নে অস্বস্তি

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর : শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনেই রাজ্যসভা-কক্ষে নতুন চেয়ারম্যান উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণনকে স্বাগত জানাতে গিয়ে প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকরের আকস্মিক ইস্তফা প্রসঙ্গ টেনে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি করলেন কংগ্রেস সভাপতি ও রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে। খাড়গের মন্তব্যের পরেই পালটা আক্রমণে সরব হলেন শাসকদলের সাংসদরা।

নয়া চেয়ারম্যানকে স্বাগত জানানোর সময় বিরোধী দলনেতা খাড়গে বলেন, 'আপনার পূর্বসূরির অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক প্রস্থান সংসদীয় ইতিহাসে নজিরবিহীন।' তিনি আরও বলেন, 'আমি ব্যথিত যে, কক্ষ তাঁকে বিদায় জানানোর সুযোগ পেল না।' খাড়গের এই মন্তব্যের পরই তীব্র প্রতিবাদ শুরু হয় বিজেপি শিবির থেকে।

কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু খাড়গের মন্তব্যের সমালোচনা করে বলেন, এটি একটি 'খুবই পবিত্র অনুষ্ঠান', এই মুহূর্তে অপ্রয়োজনীয় বিষয় উত্থাপন করার কোনও প্রয়োজন ছিল না। তিনি বলেন, প্রাক্তন চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে বিরোধীরা দু'বার অনাস্থা এনে তাঁকে অপমান করেছিলেন।

অন্যদিকে, রাজ্যসভার দলনেতা জেপি নাড্ডা পরিস্থিতি সামাল দিতে হস্তক্ষেপ করেন এবং খাড়গেকে কটাক্ষ করে বলেন, 'বিহার নির্বাচনে হারের যন্ত্রণা তিনি যেন 'ডাক্তারকে' জানান। নাড্ডা বলেন, 'এই অনুষ্ঠানটি পবিত্র... বিরোধী দলনেতা যে বিষয়টি উত্থাপন করেছেন, তা এখানে আলোচনার জন্য অপ্রাসঙ্গিক।'

"আপনার পূর্বসূরির অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক প্রস্থান সংসদীয় ইতিহাসে নজিরবিহীন। আমি ব্যথিত যে, কক্ষ তাঁকে বিদায় জানানোর সুযোগ পেল না।
মল্লিকার্জুন খাড়গে

"এই অনুষ্ঠানটি পবিত্র... বিরোধী দলনেতা যে বিষয়টি উত্থাপন করেছেন, তা এখানে আলোচনার জন্য অপ্রাসঙ্গিক।
জেপি নাড্ডা

রাজ্যসভার চেয়ারম্যান হিসাবে 'নিরপেক্ষভাবে দায়িত্বপালনের বার্তা' দিয়ে খাড়গে রাধাকৃষ্ণানের উদ্দেশ আরও বলেন, 'আপনার কংগ্রেস পরিবার ও সাংবিধানিক ঐতিহ্যের পটভূমি ভোলা উচিত নয়।' এর জবাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মন্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে নাড্ডা বলেন, নির্বাচনে হারের হতাশা প্রকাশ করার জায়গা সংসদ নয়। প্রধানমন্ত্রী অধিবেশনের আগে বলেছিলেন, নির্বাচনে হারের হতাশা যেন বিরোধীরা সংসদে না দেখান।

শুরু শীতকালীন অধিবেশন

বিরোধীদের কৌশল বদলের বার্তা মোদির

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর : সোমবার থেকে শুরু হয়েছে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। ১৯ দিনের অধিবেশনে মোট ১৫ দিনের কর্ম দিবস। অধিবেশনের আগে নিজস্ব শৈলীতে বিরোধীদের 'পরামর্শ' দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেন, 'সংসদে আলোচনার পরিবেশ বজায় রাখুন। নাটক করার জন্য প্রচুর জায়গা আছে। এখানে স্লোগান নয়, নীতির ওপর জোর দেওয়া উচিত।' বিহার বিধানসভা নির্বাচনে এনডিএ-র বিপুল জয়ের প্রসঙ্গ টেনে মোদি বলেন, 'কয়েকটি দল এখনও ভোটে হারের ধাক্কা সামলাতে পারেনি। তাদের পরাজয় সংসদে আলোচনার বিষয় হতে পারে না। ওদের এবার কৌশল বদল করা উচিত। আমি এ ব্যাপারে পরামর্শ দিতে রাজি আছি।' বিরোধীদের তরফে জবাব দিয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি। তিনি বলেন, 'দিল্লির বায়ুদূষণ, এসআইআর-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে সংসদে আলোচনা হওয়া উচিত। এগুলি নাটক নয়। জনপ্রতিনিধিদের জনস্বার্থে কথা বলতে না দেওয়াই আসলে নাটক।'

এদিন সকাল ১১টায় লোকসভার অধিবেশন শুরু হলে অভিনেতা ধর্মেন্দ্র, কর্নেল সোনারাম চৌধুরী, অধ্যাপক বিজয়কুমার মালহোত্রা এবং রবি নায়েকের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হলে এসআইআর সহ বিভিন্ন ইস্যুতে বিরোধী সদস্যরা স্লোগান দিতে শুরু করেন। লোকসভায় বিরোধীদের এককাট্টা দেখালেও অধিবেশন শুরুর আগে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গের ডাকা বৈঠকে অনুপস্থিত ছিলেন তৃণমূল এবং আপ সাংসদরা। বিরোধীদের বারবার হট্টগোলে

"সংসদে আলোচনার পরিবেশ বজায় রাখুন। নাটক করার জন্য প্রচুর জায়গা আছে।
নরেন্দ্র মোদি

.....

জনপ্রতিনিধিদের জনস্বার্থে কথা বলতে না দেওয়াই আসলে নাটক।
প্রিয়াংকা গান্ধি

লোকসভার কাজ প্রথমে বেলা ১২টা এবং পরে দুপুর ২টো পর্যন্ত মুলতুবি হয়ে যায়।

দ্বিতীয়বার মুলতুবির পর লোকসভার কার্যক্রম শুরু হলে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন মণিপুর পণ্য ও পরিষেবা কর (দ্বিতীয় সংশোধনী) বিল, ২০২৫ আলোচনা ও পাশের জন্য পেশ করেন। মণিপুর জিএসটি আইন, ২০১৭-কে সংশোধন করাই এই বিলের লক্ষ্য। বিরোধীদের হট্টগোলের মধ্যেই ভোটের মাধ্যমে বিলটি পাশ হয়।

অর্থমন্ত্রী সীতারামন তামাক ও তামাকজাত পণ্যে আবগারি শুল্ক আরোপের জন্য সেন্ট্রাল এক্সাইজ (সংশোধনী) বিল পেশ করেন। তিনি পানমশলার উৎপাদনে সেস আরোপের জন্যও একটি বিল উপস্থাপন করেন। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও' ব্রায়েন চেয়ারম্যানকে অনুরোধ করেন এসআইআর নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করতে। তিনি বলেন, 'চেয়ারম্যান 'কাউন্সিল অব স্টেটস'-এর অভিভাবক, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো রক্ষার দায়িত্ব তাঁর।'

ডেরেক এদিন উপরাষ্ট্রপতির অভিবাদন ভাষণে সংসদীয় গণতন্ত্রের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, 'প্রতি অধিবেশনের গড় বসার দিন কুড়ির নীচে নেমে এসেছে। এই অধিবেশনের দিন সংখ্যা মাত্র ১৫।' বিরোধীদের বারবার এসআইআর নিয়ে আলোচনার দাবির পর সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, 'আমরা বিষয়টা দেখছি।' জবাবে ডেরেক বলেন, 'আমরা তোমাকে বিশ্বাস করি না।'

এই সপ্তাহেই সংসদে 'বন্দে মাতরম' গানটির ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। বৃহস্পতিবার অথবা শুক্রবার যে কোনও একদিন এই আলোচনা হতে পারে। জাতীয় সংগীতের পাশাপাশি দেশের জাতীয় গান হিসেবে স্বীকৃত 'বন্দে মাতরম'-এর ওপর আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বক্তব্য রাখতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে।

অন্য মেজাজে ওঁরা... *সোমবার সংসদের প্রথম দিনে মহুয়া মৈত্র ও কঙ্গনা রানাওয়াত। নয়াদিল্লি।*

বিডিআর হত্যাকাণ্ডে হাসিনা-ভারতের 'চক্রান্ত'!

বাংলাদেশের তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে বিতর্ক

ঢাকা ও নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর : ষোলো বছর আগের পিলখানা বিদ্রোহ (যা বিডিআর বিদ্রোহ নামেও পরিচিত) নিয়ে চাঞ্চল্যকর দাবি করেছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের তৈরি করা তদন্ত কমিশন। কমিশনের প্রধান অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল এএলএম ফজলুর রহমান দাবি করেছেন, ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন তৎকালীন আওয়ামী লিগ সরকারই এই বিদ্রোহ এবং হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিল। এই কাজে নাকি হাসিনা সরকারকে মদত জুগিয়েছিল ভারত।

যদিও এহেন দাবির সপক্ষে কোনও প্রমাণ পেশ করতে পারেননি রহমান। গত বছর ৫ অগাস্টের পর থেকে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কে স্থায়ী ফাটল ধরানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের মৌলবাদী ও হাসিনা বিরোধী ছাত্র নেতাদের একাংশ। তাদের পুরোদস্তুর মদত দিচ্ছে ইউনূস সরকার। পিলখানা কাণ্ডে ভারতকে যুক্ত করা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ফাটলকে গভীর করার চেষ্টার অংশ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল। সাউথ ব্লক সূত্রে খবর, পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে কেন্দ্র। খুব দ্রুত এ ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে বিদেশমন্ত্রক।

কমিশনের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, শেখ হাসিনা এই হত্যাকাণ্ডের জন্য সবুজ সংকেত দিয়েছিলেন এবং আওয়ামী লিগের প্রাক্তন সাংসদ শেখ ফজলে নূর তাপস পিলখানা কাণ্ডে প্রধান সমন্বায়কের ভূমিকা পালন করেছিলেন। কমিশন জানিয়েছে, ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে দুর্বল করে হাসিনা সরকারের ক্ষমতাকে দীর্ঘমেয়াদি করা। ২০০৯ সালে বিডিআর-এর তৎকালীন মহাপরিচালক মেজর জেনারেল শাকিল আহমেদ ও ৫৬ জন সেনাকর্তা সহ মোট ৭৪ জন নিহত হন।

তদন্ত রিপোর্টে আরও অভিযোগ করা হয়েছে, একটি বিদেশি শক্তি এই ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিল। কমিশন প্রধান পরে এই বিদেশি শক্তিকে ভারত বলে চিহ্নিত করেন। তিনি অভিযোগ করেছেন, ভারত বিদ্রোহের পর বাংলাদেশে অস্থিরতা তৈরি এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে দুর্বল করার চেষ্টা করেছিল। এই অভিযোগের সপক্ষে ফজলুর রহমান ওই সময় (ফেব্রুয়ারি, ২০০৯) বাংলাদেশে ৯২১ জন ভারতীয় নাগরিকের প্রবেশের কথা উল্লেখ করেন, যাঁদের মধ্যে ৬৭ জনের অবস্থান আজও অজানা।

কমিশন প্রধানের কথায়, 'ওই ঘটনার সময় ৯২১ জন ভারতীয় বাংলাদেশে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ৬৭ জনের হিসাব নেই। তাঁরা কোন দিক দিয়ে এসেছিলেন, কোথা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছেন, কিছু জানা যাচ্ছে না। আমরা জানতে পেরেছি, বাংলাদেশকে অস্থির করতে চেয়েছিল ভারত। সেনাবাহিনী ও বিডিআর (বর্তমানে বিজিবি)-কে দুর্বল করতে চেয়েছিল।'

কমিশন তাদের প্রতিবেদন সরকারের কাছে জমা দিয়েছে। পিলখানা হত্যাকাণ্ডের সময় বাংলাদেশে ৬৭ জন ভারতীয়ের অবস্থান খতিয়ে দেখতে ইউনূস সরকারকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে রিপোর্টে। এ ব্যাপারে ঢাকা যাতে দিল্লির কাছে ব্যাখ্যা চায় সেই কথাও বলা হয়েছে কমিশনের তরফে। অবস্থান স্পষ্ট করেনি ঢাকা।

কমিশনের দাবি

- শেখ হাসিনার আওয়ামী লিগ সরকার পিলখানা হত্যাকাণ্ডে যুক্ত
- আওয়ামী লিগের প্রাক্তন সাংসদ তাপস ষড়যন্ত্রের সমন্বায়ক
- ফেব্রুয়ারি, ২০০৯-এ বাংলাদেশে ৯২১ জন ভারতীয় নাগরিকের প্রবেশ। যাঁদের মধ্যে ৬৭ জনের অবস্থান অজানা
- বাংলাদেশের সেনাবাহিনী ও বিডিআরকে দুর্বল করতে চেয়েছিল ভারত

'যারা কামড়ায়, তারা ভিতরেই'

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর : সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট পথ কুকুরদের নিয়ে কিছু নির্দেশিকা জারি করেছে। নির্দেশিকা জারির মূল উদ্দেশ্য মানুষকে যাতে কুকুরের কামড় খেতে না হয়। এই আবহে সোমবার শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনেই কুকুর নিয়ে সংসদে প্রবেশ করে বিতর্ক তৈরি করলেন কংগ্রেস সাংসদ রেণুকা চৌধুরী। তিনি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে হইচই পড়ে যায়। চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে সাংসদ ও নিরাপত্তাকর্মীদের মধ্যে। অনেকে

সংসদে কুকুর, বিতর্কে রেণুকা

উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। কুকুরটিকে নিয়ে মন্ত্রী, সাংসদ, নিরাপত্তাকর্মীদের উদ্বেগ দেখে রাজ্যসভা সাংসদ রেণুকা চৌধুরী বলেন, 'এ তো খুব ছোট, শান্ত প্রাণী। কাউকে কামড়াবে না। যারা কামড়ায় তারা সংসদের ভিতরেই আছে।'

সংসদে আসার পথে রেণুকা কুকুরছানাটিকে রাস্তা থেকে তুলেছিলেন। রেণুকা বলেছেন, 'রাস্তায় এমন জায়গায় কুকুরছানাটি ছিল যে, যে কোনও সময় গাড়িচাপা পড়ত। তাই সঙ্গে নিয়ে এসেছি। এখানে কুকুর নিয়ে আসায় কি কোনও বাধা আছে? কোনও প্রোটোকল আছে কি?' বিজেপি এই ঘটনার সমালোচনা করেছে।

খারিজ সুপ্রিম-রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি

এসএসসি প্যানেল বাতিল মামলা

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর : নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)-এর ২০১৬ সালের প্যানেল বাতিলের রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, আগের রায়ই বহাল থাকবে এবং নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আদালত কোনও হস্তক্ষেপ করবে না।

এর ফলে ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিলের রায় কার্যকর থাকবে। দুর্নীতির অভিযোগে সম্পূর্ণ প্যানেল 'টেন্টেড' বা 'দাগি' বলে চিহ্নিত করে সুপ্রিম কোর্ট আগেই জানিয়েছিল—পুনর্বহাল নয়, নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়াতেই সুযোগ পাওয়া যাবে। তবে যাঁরা সরাসরি দুর্নীতিতে যুক্ত বা 'দাগি', তাঁরা নতুন প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন না এবং তাঁদের বেতনও ফেরত দিতে হবে। বাকি প্রার্থীরা নতুন পরীক্ষা ও নথিপত্র যাচাইয়ের মাধ্যমে ফের সুযোগ পাবেন।

চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ অভিযোগ করেছিলেন, নতুন প্রক্রিয়ায় বহু যোগ্য প্রার্থী বঞ্চিত হয়েছেন এবং অনেকেই স্বচ্ছভাবে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ পাননি। তাঁরা পুনর্বিবেচনার আর্জি ও নতুন নিয়োগ স্থগিতের আবেদন জানান। কিন্তু আদালত আবেদন গ্রহণ করেনি। প্রধান বিচারপতির মন্তব্য—'গোটা প্রক্রিয়া বাতিল হলে ভালো পড়ুয়ারাও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। কিন্তু যাঁরা সত্যিই যোগ্য, তাঁরা আবার চাকরি পেয়ে যাবেন।'

এর আগে ২৬ নভেম্বর নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্ত মামলা কলকাতা হাইকোর্টে পাঠিয়ে দেয় সুপ্রিম কোর্ট এবং স্পষ্ট জানায়—একজন 'দাগি' প্রার্থীও চাকরি পেতে পারেন না। অভিযোগ ছিল, এসএসসি নতুন তালিকায় 'দাগি' প্রতিবন্ধী প্রার্থীদেরও সুযোগ দিয়েছে। হাইকোর্ট সেই সিদ্ধান্ত বাতিল করে। পরবর্তী পর্যায়ে সুপ্রিম কোর্টও একই মত জানায়।

সোমবারের রায়ে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, আপাতত আর কোনও নতুন আবেদন বিবেচনা করা হবে না। তবে হাইকোর্টের রায়ে আপত্তি থাকলে পুনরায় শীর্ষ আদালতে আবেদন করা যাবে।

আদালতের নির্দেশ

- আগের রায় বহাল থাকবে এবং নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আদালত কোনও হস্তক্ষেপ করবে না
- গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল হলে ভালো পড়ুয়ারাও ক্ষতিগ্রস্ত হন কিন্তু প্রকৃত যোগ্যরা ফের চাকরি পেয়ে যাবেন
- আপাতত আর কোনও নতুন আবেদন করা যাবে না। তবে হাইকোর্টের রায়ে আপত্তি থাকলে তখন ফের শীর্ষ আদালতে আবেদন করা যাবে

খালেদা সংকটেই

ঢাকা, ১ ডিসেম্বর : বিএনপি চেয়ারপার্সন তথা বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা বর্তমানে অত্যন্ত সংকটজনক। রবিবার রাতে অবস্থার মারাত্মক অবনতি হওয়ায় তাঁকে হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছে বলে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আহমদ আজম খান জানিয়েছেন। এদিন খালেদা জিয়ার চিকিৎসার সাহায্যে পাঁচ চিনা চিকিৎসকের বিশেষজ্ঞ টিম ঢাকায় এসে পৌঁছেছে।

এবার টিউলিপ

ঢাকা, ১ ডিসেম্বর : মানবতাবিরোধী অপরাধের পর এবার দুর্নীতি মামলাতেও দোষী সাব্যস্ত হলেন বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ঢাকার পূর্বাচলে ১০ কাঠা প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে হাসিনাকে ৫ বছর জেলের নির্দেশ দিয়েছে ঢাকার বিশেষ জজ আদালত। শুধু হাসিনা নন, এই মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন তাঁর বোন শেখ রেহানা, রেহানার মেয়ে টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিক সহ মোট ১৭ জন। শেখ রেহানার ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ব্রিটিশ সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী টিউলিপের দু-বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

মামলায় বাকি দোষী সাব্যস্তরা হলেন প্রাক্তন গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরিফ আহমেদ ও ১৪ জন আধিকারিক। পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে ১০ কাঠা করে ছয়টি প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তে নেমে হাসিনা, রেহানা, টিউলিপ সহ মুজিব পরিবারের বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিল বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন সংক্রান্ত তদন্তকারী সংস্থা দুদক।

আত্মঘাতী আরও এক বিএলও

লখনউ, ১ ডিসেম্বর : ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর)-এর কাজ শুরু হওয়ার পরই ঘুম উড়েছিল উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদের বুথ স্তরের আধিকারিক (বিএলও) সর্বেশ সিংয়ের। তিনি চোখের পাতা এক করতে পারেননি টানা ২০ দিন ধরে। বিপুল কাজের চাপ আর সহ্য করতে না পেরে শেষমেশ তিনি আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ।

আত্মহত্যার আগে এক ভিডিওতে কাঁদতে কাঁদতে নিজের অবস্থার কথা বলেছিলেন সর্বেশ।

মোরাদাবাদ

সোমবার সেই ভিডিওটি প্রকাশ্যে আসে। আত্মহত্যার ঠিক আগে ওই ভিডিওটি তিনি রেকর্ড করেছিলেন বলে অনুমান করা হচ্ছে।

স্থানীয় একটি প্রাথমিক স্কুলে সহকারী শিক্ষক হিসাবে কর্মরত ছিলেন সর্বেশ। গত ৭ অক্টোবর প্রথমবারের জন্য তাঁকে বিএলও-র দায়িত্ব দেওয়া হয়।

রবিবার সকালে বাড়ির স্টোররুমে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় তাঁর দেহ উদ্ধার করে পরিবার। স্ত্রী বাবলি দেবী পুলিশকে খবর দেন। ঘটনাস্থল থেকে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অধিকর্তার উদ্দেশে লেখা দু'পাতার সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়েছে। তাতে সর্বেশ জানিয়েছেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এসআইআর-এর লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে না পেরে তিনি প্রচণ্ড মানসিক চাপে ছিলেন। রাত জেগে কাজ করা সত্ত্বেও নানা কারণে কাজ এগোচ্ছিল না।

সর্বেশ সিং। আত্মঘাতী বিএলও।

আত্মহত্যার ঠিক আগে রেকর্ড হওয়া ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে সর্বেশ সিং কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেন, 'কাজ শেষ করতে পারিনি। মা, আমার মেয়েদের দেখো। আমাকে ক্ষমা করে দিও।' তিনি কারও বিরুদ্ধে দায় না চাপানোরও অনুরোধ জানান।

জেলা শাসক অনুজ কুমার সিং বলেন, 'প্রাথমিক তদন্তে আত্মহত্যা বলেই মনে হচ্ছে। সর্বেশ সিংয়ের কাজ অত্যন্ত ভালো ছিল। তদন্ত চলছে।' আত্মঘাতী বিএলও-র পরিবারকে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন জেলাশাসক।

এলন মাস্কের সন্তানের নাম 'শেখর'

টেক্সাস, ১ ডিসেম্বর : ভারতের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগের কথা কবুল করলেন টেসলা এবং স্পেসএক্স-এর কর্ণধার এলন মাস্ক। সম্প্রতি তিনি জানিয়েছেন, তাঁর সঙ্গী তথা নিউরালিঙ্ক-এর নিবাহী শিভন জিলিস ভারতীয় বংশোদ্ভূত। সেইসঙ্গে তিনি জানান, তাঁদের এক ছেলের মাঝের নামটি রাখা হয়েছে নোবেলজয়ী ভারতীয়-আমেরিকান জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানী সুব্রহ্মণ্যন চন্দ্রশেখরের সম্মানে।

জিরোধা-র সহ প্রতিষ্ঠাতা নিখিল কামাথের পডকাস্ট 'পিপল

বাই ডব্লিউটিএফ'-এ কথা বলার সময় মাস্ক এই তথ্যগুলো জানান। তাঁর কথায়, 'আমি নিশ্চিত নই আপনি জানেন কি না, কিন্তু আমার সঙ্গী শিভন অর্ধেক ভারতীয়। তাছাড়া আমার এক ছেলের মাঝের নাম 'শেখর' রাখা হয়েছে বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখরকে শ্রদ্ধা জানাতে।'

মাস্ক জানান, শিভনকে ছোটবেলায় দত্তক দেওয়া হয়েছিল। তিনি কানাডায় বড় হয়েছেন। তাঁর ভারতীয় যোগ মূলত পূর্বপুরুষের সূত্রে। তবে ঠিক পারিবারিক ইতিহাস সম্পর্কে তিনি বিশদে অবগত নন।

জোড়া ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে এশিয়াজুড়ে বিপর্যয়

কলম্বো ও নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর : হাজারের বেশি মৃত্যু। গৃহহীন লক্ষাধিক মানুষ। সেনিয়ার ও দিতওয়া, জোড়া ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে এশিয়া জুড়ে বিপর্যয়। বিরল ঘূর্ণিঝড় সেনিয়ার এবং দিতওয়ার মিলিত তাণ্ডবে শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড এবং ভারতের মতো দেশগুলিতে সহস্রাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং এই অঞ্চলে এক চরম মানবিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। নভেম্বরের শেষ দিকে আঘাত হানা এই দ্বৈত ঘূর্ণিঝড় ভারত মহাসাগরের আশপাশের দেশগুলির পরিকাঠামো ও জনজীবনে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত রেখে গিয়েছে।

প্রথমে ঘূর্ণিঝড় সেনিয়ারকে আবহাওয়াবিদরা তার উৎপত্তিস্থলের কারণে 'বিরলতম' বলে চিহ্নিত করেছেন। এটি ভারত মহাসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগরকে সংযোগকারী মালাক্কা প্রণালীর কাছে সৃষ্টি হয়েছিল, যেখানে নিরক্ষরেখার কাছাকাছি ঘূর্ণিঝড় তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় ঘূর্ণন শক্তি (কোরিওলিস প্রভাব) দুর্বল হয়। সাগরের অস্বাভাবিক উষ্ণ তাপমাত্রা সেনিয়ারের জন্ম দেয়। সেনিয়ারের আঘাতে থাইল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চলে ব্যাপক বন্যা দেখা

মৃত হাজারের বেশি

দিয়েছে। সেখানে অন্তত ১৭৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। প্রায় ২০ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। থাইল্যান্ড সরকার জানিয়েছে, এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ ৭৩৪ মিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছে। সেনিয়ারের তাণ্ডবে ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়ার বহু গ্রামও বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। দু-দেশের বাসিন্দারা এবারের বিপর্যয়কে তাঁদের দেখা 'সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা' বলে বর্ণনা করেছেন।

শ্রীলঙ্কায় বন্যাকবলিত এলাকা থেকে গ্রামবাসীকে উদ্ধার ভারতীয় সেনার।

সেনিয়ার দুর্বল হওয়ার পর বঙ্গোপসাগরে জন্ম নেয় শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় দিতওয়া, যা সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে শ্রীলঙ্কায়। ভূমিধস ও বন্যায় দ্বীপদেশে অন্তত ৩৭০ জন নিহত এবং ৪০০-র বেশি নিখোঁজ রয়েছেন। বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে যাওয়ায় এবং পানীয় জলের সংকট তৈরি হওয়ায় শ্রীলঙ্কায় জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। ১ লক্ষ ২২ হাজার মানুষ ত্রাণশিবিরগুলিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন।

যদিও ঘূর্ণিঝড় দিতওয়া সরাসরি ভারতে প্রবেশ করেনি, তবে এর প্রভাবে দেশের দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়টি শ্রীলঙ্কা থেকে বঙ্গোপসাগরের মধ্য দিয়ে উত্তর দিকে সরে যাওয়ার সময়, এর প্রভাবে ভারতের তামিলনাড়ু, পুদুচেরি এবং অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূল অঞ্চলে ভারী বৃষ্টি হয়। এই অতিবৃষ্টির ফলে তামিলনাড়ুর কাবেরী ব-দ্বীপ অঞ্চলে প্রায় ৯০ হাজার হেক্টর চাষের জমি জলের নীচে চলে গিয়েছে। দেওয়াল ধসে ও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ভারতে অন্তত তিনজনের মৃত্যু হয়েছে।

কেন তিনি অনুপস্থিত, বললেন হেমা

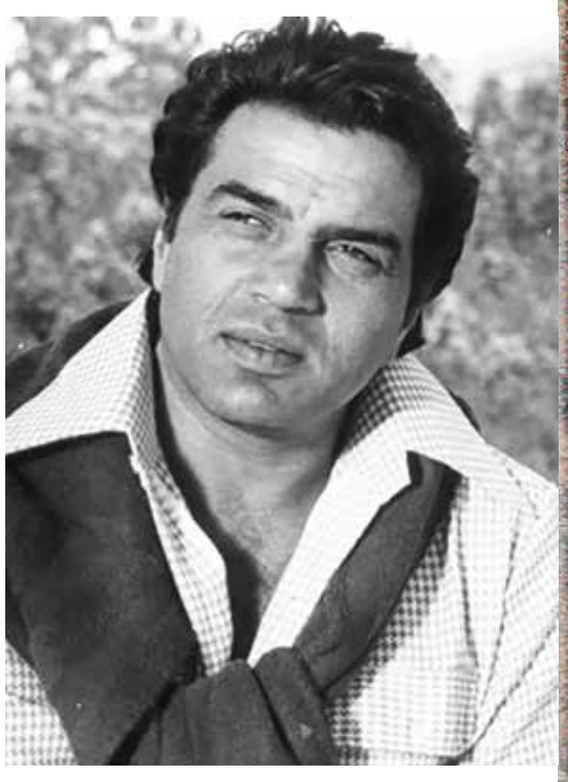

গত ২৪ নভেম্বর চলে গিয়েছেন কিংবদন্তী অভিনেতা ধর্মেন্দ্র। ধর্মেন্দ্রর অন্ত্যেষ্টিতে, দেওল পরিবারের আয়োজিত প্রার্থনা সভায় হেমা মালিনি অনুপস্থিত ছিলেন, মিডিয়া যারপরনাই ব্যস্ত ছিল এই নিয়ে জল ঘোলা করতে। তারই উত্তর দিয়েছেন তিনি অভিনেতার মৃত্যুর সাত দিন পর। চিত্র পরিচালক হামাদ আল রেয়ামি দেখা করেছিলেন অভিনেত্রীর সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে কথোপকথনেই উঠে এসেছে তাঁর এই বিশেষ দিনে অনুপস্থিত থাকার কারণ। হামাদকে হেমা বলেছেন, 'আমি পরিবারের ভিতরের অশান্তি এড়াতে চেয়েছিলাম।' তাঁর মনে হয়েছিল, তিনি ওখানে থাকলে বিতর্ক হতে পারে। হামাদকে হেমা বলেছেন, 'আমার খুব আক্ষেপ হয়, কেন আমি ওঁর সঙ্গে ওঁর ফার্মে শেষদিনে থাকতে পারলাম না, ওখানে ওঁর মৃত্যুর দু মাস আগেও ছিলাম। আমি যদি ওখানে ওঁকে শেষবার দেখতে পেতাম।' হামাদের কথায়, হেমার গলা কাঁপছিল, চোখে জল!

ধর্মেন্দ্রর কবিতা ও কবিতা প্রেম নিয়েও তিনি কথা বলেছেন। হেমা বলেছেন, 'উনি কবিতা লিখতেন, আমি বলতাম, কেন ছাপাচ্ছ না? উনি হেসে বলতেন, আগে একটা কবিতা শেষ করি। কিন্তু জীবন তাঁকে সেই সময় দিল না।'

কেন তাঁর অন্ত্যেষ্টি এত গোপনে শেষ হল? উত্তরে হেমা বলেছেন, 'ধরমজি আত্মমর্যাদাকে খুব গুরুত্ব দিতেন। সারা জীবন তিনি কখনও চাননি দুর্বল বা অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে কেউ দেখুক। কাছের আত্মীয়দের কাছ থেকেও তিনি তাঁর যন্ত্রণা লুকিয়েছেন। যখন এরকম কোনও মানুষের মৃত্যু হয়, তাঁর সিদ্ধান্তগুলো কিন্তু পরিবারে থেকেই যায়।' হামাদ বলছেন, 'শেষে হেমাজি চোখের জল মুছে বলেছেন, 'কিন্তু হামাদ, যা হয়েছে তা ঈশ্বরের দয়া। শেষে ওঁর অবস্থা খুবই যন্ত্রণাদায়ক ছিল, ওঁকে ওই অবস্থাতে তুমি দেখতে পারতে না। আমরাও দেখতে পারতাম কিনা, সন্দেহ।'

ধর্মেন্দ্র স্মরণে আবেগতাড়িত সলমন

বিগ বস ১৯-এর সঞ্চালনার সময়ে ধর্মেন্দ্রকে স্মরণ করে আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন সলমন খান। পারিবারিক কারণে এবং কাজের সূত্রে সলমনের সঙ্গে প্রয়াত অভিনেতার সম্পর্ক ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ। দুজন একসঙ্গে পেয়ার কিয়া তো ডরনা কেয়া ছবিটি করেছেন, সঙ্গে কাজল। তার ওপর একাধিকবার দুই স্টারের দেখা হয়েছে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ইভেন্টে। শুধু তাই নয়, ধর্মেন্দ্রকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, পর্দায় হি-ম্যান অর্থাৎ ধর্মেন্দ্র কে হতে পারে বলে তিনি মনে করেন? উত্তরে ধরম পাজি একবারও না ভেবে বলেছিলেন সলমন খান। শরীরচর্চা, বডি বিল্ডিং সবেতে তিনি সলমনের মধ্যে নিজেকে দেখেন। বোঝা যায়, সলমনের কতটা কাছের মানুষ ছিলেন তিনি। তাঁর প্রয়াণে সলমন আবেগতাড়িত হবেন, জানা কথা। বিগ বস-এর কাজে মন দিয়েও ধর্মেন্দ্রকে নিয়ে তিনি বলেন, 'চলতি সপ্তাহে ইন্ডাস্ট্রি খুব বড় ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছে। আমি যদি বিগ বস-এর সঞ্চলনা না করতাম, ভালো হত কিন্তু দিনের শেষে, জীবন তো এগোতেই থাকবে।' একই সঙ্গে সলমন জানিয়েছেন, ধর্মেন্দ্র তাঁর সহকর্মীদের যেমন কাছের মানুষ ছিলেন, তেমনই তাঁর পরের প্রজন্মের কছে ফাদার ফিগার ছিলেন। তাঁর চলে যাওয়া মানে একটা যুগের অবসান।

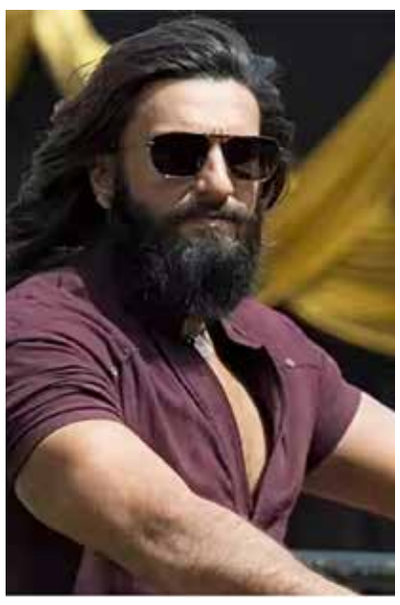

ধুরন্ধর নিয়ে দিল্লি কোর্টের নির্দশ

আন্ডারকভার মোহিত শর্মার জীবন নিয়েই তৈরি 'ধুরন্ধর'। এই অভিযোগে মোহিতের পরিবার দিল্লি হাইকোর্টে ছবিমুক্তি রদ করার আবেদন জানিয়েছে। মেজর মোহিত শর্মা ১ প্যারা (এসএফ) ২০০৯-এ নিহত হন এবং পরের বছর তাঁকে অশোক চক্র সম্মানে ভূষিত করা হয়। তার পরিবারের অভিযোগ, ছবির জন্য পরিবারের বা সেনাবাহিনীর কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি। তাঁদের সন্তানকে বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এর সঙ্গে তাঁরা রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার প্রশ্নও তুলেছেন এবং আর্টিকল ২১-এর অধীনে তাঁরা তাঁদের পরিবারের গোপনীয়তা নষ্ট হওয়ার কথাও বলেছেন।

উল্লেখ্য, ছবিটি এখনও সেন্সর সার্টিফিকেট পায়নি। মামলার শুনানিতে দিল্লি হাইকোর্ট ছবির মুক্তিতে কোনও স্থগিতাদেশ দেয়নি। আদালত সেন্সর বোর্ডকে বলেছে, মোহিতের পরিবার যেসব অভিযোগ এনেছে, তা খতিয়ে দেখে যেন মুক্তির ছাড়পত্র দেওয়া হয়। কিছুদিন আগে ছবির পরিচালক আদিত্য ধর জানিয়েছেন, এই ছবি মোহিতের বায়োপিক নয়। মোহিতের ভাই মধুর শর্মা বিদেশ থেকে জানিয়েছেন, 'যখন থেকে ছবির কথা প্রকাশিত হয়েছে, তখন থেকে মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম বলছে এ ছবি মোহিত শর্মার জীবন থেকে নেওয়া।

একনজরে সেরা

বোম্মানের দ্বিতীয়

২ ডিসেম্বর তাঁর ৬৬তম জন্মদিন। তার একদিন আগে জানিয়েছেন, তিনি তাঁর দু-নম্বর ছবি পরিচালনার জন্য তৈরি। তাঁর প্রথম ছবি 'দ্য মেহেতা বয়েজ' বাবা ও ছেলের জটিল সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। তাঁর আগামী ছবির বিষয় আলাদা। বোম্মান বলেছেন, তিনি অমিতাভ বচ্চনকে নিয়ে ছবি করতে চান।

তামান্না থাকবেন

ভি শান্তারামের বায়োপিকে তামান্না ভাটিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে থাকবেন। নামভূমিকায় সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী। সূত্রের খবর, তামান্না নিজে ভীষণ আগ্রহী এই চরিত্রে অভিনয়ের জন্য। তিনি ইতিমধ্যেই বিভিন্ন চরিত্রে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। তার মধ্যে রিয়েল লাইফ ক্যারেক্টারও আছে। তামান্নাকে ভি শান্তারামের এই বায়োপিকে সম্পূর্ণ নতুন চেহারায় দেখা যাবে।

ধুরন্ধরের টিকিট

ধুরন্ধর ছবির টিকিটের অগ্রিম বুকিং চলছে। মুম্বাইয়ের মাল্টিপ্লেক্সে টিকিট বিকোচ্ছে ২০০০ টাকায়। কলকতায় কিছু জায়গায় টিকিটের দাম ৫৭৫ টাকা। দিল্লিতে ১১ লক্ষ টিকিট বিক্রি হয়েছে, মুম্বাইয়ে সাড়ে চার লক্ষের মতো। এখনই ছবির ব্যবসা কোটি টাকার ওপর। শাহরুখ খানের পাঠান ও জওয়ান-এর সময়েও ১৭০০ থেকে ২১০০ হয়েছিল টিকিটের দাম।

চিরদিনই, নায়িকা বদল

নতুন নায়িকা শিরিন পাল হলেন চিরদিনই তুমি যে আমার-এর অপর্ণা। তাঁর ও আর্য মানে জিতু কমলকে নিয়ে মন্দিরে শুটিং হল। নায়িকা দিতিপ্রিয়ার সঙ্গে জিতুর মনোমালিন্য হওয়ায় তাঁর জায়গায় আসেন শিরিন। অনেকে তাঁকে ট্রোল করছেন। জিতু দর্শকদের বলেছেন, নীচে টেনে নামানোর চেষ্টায় ওর মন ভেঙে দেবেন না।

মৃণাল কার?

অভিনেত্রী মৃণাল ঠাকুর ক্রিকেটার শ্রেয়স আইয়ারের সঙ্গে প্রেম করছেন? জল্পনা তেমন। কিছুদিন আগে সন অফ সর্দার ২-এর সময় রটেছিল তিনি ধনুষের সঙ্গে ডেটিং করছেন। অবশেষে একটি ভিডিও শেয়ার করে গুঞ্জন প্রসঙ্গে লিখেছেন, ওরা বলে আমি হাসি। সম্পর্ক নিয়ে অবশ্য সরাসরি কোনও কথা তিনি বলেননি।

সামান্থা, রাজের লুকিয়ে বিয়ে

অত্যন্ত গোপনে বিয়ে করলেন সামান্থা রুথ প্রভু এবং পরিচালক রাজ নিদিমরু। 'সিটাডেল' ছবি তৈরির সময় থেকেই জল্পনা ছিল, দুজনে হয়তো প্রেম করছেন। কিন্তু কাকপক্ষীকে কিছু জানতে দেননি সামান্থা। কোথাও কোনও স্ট্যাটাস দেননি। সবটাই অত্যন্ত লুকিয়ে রেখেছিলেন। অনুষ্ঠানে একসঙ্গে যেতেন ঠিকই, তবে মিডিয়াকে কোনও খবর দেননি কখনও।

১ ডিসেম্বর একেবারে সাতসকালে যোগা সেন্টারের ভিতরে লিংভৈরবী মন্দিরে গাঁটছড়া বাঁধলেন তাঁরা। একজনও কেউ সেখানে উপস্থিত ছিলেন না, যিনি বাইরের। একেবারে ঘনিষ্ঠ মাত্র তিরিশজন অতিথির সামনে বিয়ে সারেন সামান্থা, রাজ।

উল্লেখ্য, রবিবার রাতে রাজের প্রাক্তন স্ত্রী শ্যামলী দে তাঁর সোশ্যাল মিডিয়াতে একটা লাইন লিখেছিলেন। 'ডেসপারেট পিপল ডু ডেসপারেট থিংস'। এটা অনশ্য একটা কোটেশন। কিন্তু এই লাইনটা দেখেই অনেকেরই ধারণা হয়েছিল, তবে কি সোমবারই সেই দিন? তারকা নাগা চৈতন্যের প্রাক্তন স্ত্রী অভিনেত্রী সামান্থা কি তাঁর পেশাদারি সম্পর্কটা এবার ব্যক্তিগত স্তরে বদলে দিতে চলেছেন?

রাজের পরিচালনায় সামান্থা একের পর এক সিরিজ আর ছবি করেছেন। সিটাডেল হানিবানি, ফ্যামিলি ম্যান ২, রক্ত ব্রহ্মাণ্ড, ব্লাডি কিংডম। কাজ নেহাত কম নয়। তবে কাজের বাইরে মন দেওয়া-নেওয়ার যে পালা চলেছে, তার কথা অবশ্য সোচ্চারে বলেননি কেউ। নেহাত শ্যামলী দে বিষয়টার আঁচ আগে দিয়েছিলেন বলে জল্পনাটা অন্তত আগেই করা গিয়েছিল।

ইমরানের সঙ্গিনী শাবানা

আওয়ারাপন ২ ছবির নায়ক ইমরান হাশমির সঙ্গে দেখা যাবে শাবানা আজমিকে। বিশেষ ফিল্মসের ব্যানারে নির্মীয়মাণ এই ছবিতে শাবানার চরিত্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রযোজক বিশেষ ভাট এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন গল্পের আবেগ এবং দ্বন্দ্বের মোড় ঘুরিয়ে দেবার জন্যই। এই সংস্থার সঙ্গে এবং ইমরান হাশমির সঙ্গেও তাঁর এটাই প্রথম কাজ। এমন তারকা সম্মিলন এই প্রথম দেখা যাবে হিন্দি ছবিতে, ফলে নাটক আর টেনশন সবই দর্শকদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকবে। এর সঙ্গে আছে শক্তিশালী অভিনয়, জটিল চরিত্র এবং চমকপ্রদ নাটক। শাবানা ছাড়া ছবিতে আছেন দিশা পাটানি। এও এক চমকপ্রদ কম্বিনেশন। গল্প বা ছবি নিয়ে কেউ কোনও কথা বলেননি। শুটিং হবে থাইল্যান্ডে। নির্মাতা শুটিং শেষ করতে চাইছেন আগামী বছরের জানুয়ারিতে। ৩ এপ্রিল মুক্তি পেতে পারে ছবি। আওয়ারাপন ছবির এই সিক্যুয়েলে শাবানার যোগদান চেনা থ্রিলারকে অচেনা করে দিতে পারে।

দিলজিত দোসাঞ্জকে দেখেছেন? না দেখেননি। বাজি ফেলে বলতে পারি, দেখেননি। কারণ এই যে রূপে সামনে আসছেন দিলজিত, সে রূপ কোথাওই কেউ দেখেননি, জানেন না। এয়ারফোর্সের পাইলট রূপে এই যে লুকে আসছেন দিলজিত, এ চেহারা দেখে যে কেউ চমকে উঠবেন। বর্ডার ২-র জন্যে এই লুকেই দেখা যাবে দিলজিত দোসাঞ্জকে। জানুয়ারি মাসের ২৩ তারিখে আসছে বর্ডার ২। সানি দেওল অভিনীত বর্ডার ছবির এই সিক্যুয়েলে সানি তো থাকছেনই। সঙ্গে থাকছেন বরুণ ধাওয়ান, দিলজিত দোসাঞ্জ আর অহন শেট্টি।

২৩-২৬ জানুয়ারির যে দেশভক্তি সপ্তাহ, সেই সপ্তাহেই এসে পড়ছে বর্ডার ২। এই ছবি ঘিরে অবশ্য ভক্তদের উন্মাদনাও তুঙ্গে।

ভি শান্তারামের লুকে অচেনা সিদ্ধান্ত

প্রবাদপ্রতিম চিত্র পরিচালক ভি শান্তারাম। তাঁর বায়োপিক 'ভি শান্তারাম, দ্য রেবেল অফ ইন্ডিয়ান সিনেমার ফার্স্ট লুক পোস্টার এল প্রকাশ্যে। পোস্টারে দৃশ্যমান শান্তারাম রূপী সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী। তরুণ শান্তারামের লুক হুবহু উঠে এসেছে সিদ্ধান্তের চেহারায়, সেভাবে কোনও পার্থক্যই দেখা যাচ্ছে না। শান্তারাম ভারতীয় সিনেমার কাঠামো এবং ভাষাই বদলে দিয়েছিলেন। সেই চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্তের কেরিয়ারের মাইলফলক। সিদ্ধান্ত বলেছেন, 'ভারতীয় সিনেমার বিপ্লবী বলা হয় ভি শান্তারামকে। তাঁর চরিত্রে অভিনয় শুধু সম্মানের নয়, বড় দায়িত্বেরও।' ছবিতে শান্তারামের জীবনের দীর্ঘ সফর, যার শুরু সেই নির্বাক যুগ থেকে, এরপর তাঁর গল্প বলার অসাধারণ এবং নতুন স্টাইল, সিনেমার রঙিন যুগে পা রাখা এবং নানা উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে সিনেমাকে আরও নিখুঁত করে তোলা--শান্তারামের সব পদক্ষেপই উঠে আসছে ছবিতে। ছবির পরিচালক অভিজিৎ শিরিষ দেশপাণ্ডে।

ছোট্ট তারা

ময়নাগুড়ি মর্নিংস্টার স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী দেবস্মি ইন্দ্র। ময়নাগুড়ি আঞ্চলিক বৃত্তি পরিচালন কমিটির সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আবৃত্তিতে সে দ্বিতীয় হয়েছে।

পাড়ায় পাড়ায়

ধূপগুড়ি

ছানার জলে মাটিতে বিষ মিশছে

ধূপগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা থেকে ছানার ফ্যাক্টরি শহরের বাইরে সরানো নিয়ে আলোচনা এক দশকের বেশি পুরোনো হলেও এনিয়ে পুরসভার কথায় ও কাজে কোনওদিনই মিল ছিল না। স্থানীয়দের অভিযোগ, আন্দোলন এমনকি পুরসভায় ছানা ফ্যাক্টরির মালিকদের নিয়ে

একাধিকবার আলোচনার পরেও কারখানা সরানোর কাজ করাতে পারেনি ধূপগুড়ি পুরসভা কর্তৃপক্ষ। ফলশ্রুতিতে আজও পুর এলাকার ১০ ও ১১ নম্বর ওয়ার্ডে বসতি এলাকায় দাপিয়ে চলছে বহু ছানা ফ্যাক্টরি। সেইসঙ্গে এই ফ্যাক্টরিগুলো থেকে দৈনিক ফেলা ছানার জলের দূষণে ওষ্ঠাগত বহু মানুষের জীবন। ছানার জলের দুর্গন্ধের থেকেও বেশি সমস্যা ডেকে আনছে মারাত্মক অ্যাসিডিক এই জল থেকে তৈরি হওয়া দূষণ। প্রতিনিয়ত মাটিতে এই অ্যাসিডিক জল মিশে যাওয়ায় কারখানার আশপাশের মাটি ভয়ানকভাবে নষ্ট হচ্ছে। শহরের বাসিন্দা প্রদীপ চক্রবর্তীর কথায়, 'আগামীতে এলাকার ভূগর্ভস্থ জলেও ছানার জলের কুপ্রভাব পড়তে শুরু করবে। আশপাশে গাছ জন্মানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। অসুস্থতা বাড়বে।'

তথ্য ও ছবি : সপ্তর্ষি সরকার

মন্দিরের সামনে আবর্জনা

মালবাজার, ১ ডিসেম্বর : মাল শহরের দুর্গা মন্দিরের সামনে রাতের অন্ধকারে নিয়মিতভাবে আবর্জনা ফেলছেন শহরেরই একদল অসচেতন নাগরিক। বাইরের শহর কিংবা জেলা থেকে মালবাজারে এলে অনেকে এই দুর্গা মন্দিরে আসেন। আবর্জনার স্তূপ দেখে শহরের বিষয়ে কী 'ইম্প্রেশন' হচ্ছে, সেটা ভাবছেন শহরবাসী।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুরসভার তরফে চলতি মাসের শুরুতে ফ্লেক্স টাঙিয়ে সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়। সেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল, ফের আবর্জনা ফেলতে ধরা পড়লে লক্ষাধিক টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হবে। অভিযোগ, তারপর পরিস্থিতির তেমন বিশেষ কোনও পরিবর্তন হয়নি। স্থানীয় দোকানদার সুমিত রায় বলেন, 'বারবার এলাকার পরিবেশ নোংরা করছেন কয়েকজন মানুষ। পুরসভার উচিত, কঠোর ব্যবস্থা নিয়ে জরিমানা করা।' মন্দির কমিটির প্রতিনিধি মৃন্ময় সাহা বিষয়টি নিয়ে ক্ষুব্ধ। তাঁর কথায়, 'শুধু মন্দিরের সামনেই নয়, সংলগ্ন এলাকাগুলোও নোংরা হয়ে রয়েছে। মন্দিরে আসা বহিরাগত ভক্তরা এসব দেখে শহরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। এটা খুবই লজ্জার।' পুরসভার স্যানিটারি ডিপার্টমেন্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত কাউন্সিলার সুরজিৎ দেবনাথ অবশ্য আশ্বাস দিয়েছেন।

ভয়াবহ আগুনে জ্বলছে গোডাউন। ধূপগুড়ি শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যপাড়ায়। সোমবার। ছবি : সপ্তর্ষি সরকার

আগুনে ছাই অবৈধ গোডাউন

ধূপগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : পুর আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আবাসিক বিল্ডিংয়ে বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড, গোডাউন চালানোর ভূরিভূরি অভিযোগ উঠলেও এনিয়ে হেলদোল ছিল না ধূপগুড়ি পুরসভার। সোমবার বিকেলে শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যপাড়া এলাকায় পলিথিন ব্যাগ ও ক্রেট বোঝাই এক গোডাউনে আগুন লেগে ভস্মীভূত হওয়ার পর নানা বেনিয়মের অভিযোগ উঠছে স্থানীয় মানুষের মুখেই। ঘটনার পর থেকে গোডাউন মালিক উত্তম ভৌমিক এবং কর্মচারীরা গা-ঢাকা দিয়েছেন।

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয়দের বক্তব্য, এদিন দুপুরে চারপাশে কংক্রিটের দেওয়াল এবং ওপরে টিনের ছাউনি দেওয়া বন্ধ গোডাউন থেকে কালো ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়। তারপর দাউদাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। স্থানীয়রা দমকল, থানার পাশাপাশি খবর দেন গোডাউন মালিককে। কিছুক্ষণের মধ্যে ধূপগুড়ি দমকলকেন্দ্রের তিনটি বড় ইঞ্জিন আগুন নেভানোর কাজে নামলেও আগুন নিয়ন্ত্রণ করতে প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লাগে। আগুন চারপাশে না ছড়ালেও ক্ষতিগ্রস্ত গোডাউন পুরোপুরি ভস্মীভূত হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা উৎপল সেনের কথায়, গোডাউনে পলিথিনের বস্তা, প্লাস্টিক ক্রেটের মতো সহজদাহ্য জিনিস ঠাসা ছিল। সেখানেই গোডাউনের কোনও কর্মী টোটো চার্জে বসিয়ে চলে গিয়েছিলেন। আমাদের ধারণা, টোটোর ব্যাটারি ফেটে বা চার্জে

> গোডাউনে প্রয়োজনীয় ফায়ার লাইসেন্স এবং ফায়ার প্রোটেকশন সিস্টেম ছিল কি না, আমরা সেটা খতিয়ে দেখছি। প্রাথমিকভাবে কাজ শুরু করলেও আশপাশে জলের উৎসের অভাবে এত বড় আগুন নেভাতে সমস্যা হয়েছে।
>
> **রিন্টুকুমার সরকার** ওসি

কোনও সমস্যা থেকেই এমন মারাত্মক ঘটনা ঘটেছে। চারদিকে বসতি রয়েছে। এমন এলাকায় গোডাউন গড়তে পুরসভা কেন অনুমতি দিল? জানা নেই।

স্থানীয়দের অভিযোগ, গোডাউনে মাঝেমধ্যেই প্রচুর ভর্তি ও খালি এলপিজি সিলিন্ডার রেখে ব্যবসা করে এক দালালচক্র। গত এক-দু'দিনে নতুন করে সিলিন্ডার আনা হয়নি বলে এদিন আর বিপদ বাড়েনি বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

এই ব্যাপারে ধূপগুড়ি দমকলকেন্দ্রের ওসি রিন্টুকুমার সরকার বলেন, গোডাউনে প্রয়োজনীয় ফায়ার লাইসেন্স এবং ফায়ার প্রোটেকশন সিস্টেম ছিল কি না, আমরা সেটা খতিয়ে দেখছি। প্রাথমিকভাবে কাজ শুরু করলেও আশপাশে জলের উৎসের অভাবে এত বড় আগুন নেভাতে সমস্যা হয়েছে।

পুরনির্মাণ আইন অমান্য করে সীমানা ঘেঁষে তোলা উঁচু প্রাচীর বরাবর ছাউনি গোডাউন নির্মাণ, আবাসিক এলাকায় বিপজ্জনক সহজদাহ্য বস্তু মজুত করা, বিদ্যুৎ এবং দমকল আইন ভাঙার মতো একাধিক গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পুরসভা, দমকল, বিদ্যুৎ, পুলিশ বিভাগ, অভিযুক্ত তথা পলাতক গোডাউন মালিকের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করবে কি না, তা নিয়ে সদুত্তর দিতে পারেননি কোনও আধিকারিকই।

এবিষয়ে ধূপগুড়ি পুর প্রশাসক তথা মহকুমা শাসক শ্রদ্ধা সুব্বা বলেন, আগুনে ছাই গোডাউন এবং আশপাশের মানুষের ক্ষয়ক্ষতি সহ উঠে আসা সমস্ত অভিযোগ এক জায়গায় করছি আমরা। তার ভিত্তিতেই সমস্ত বিভাগের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থার পথে হাঁটা হবে। আগামীদিনে এমন দুর্ঘটনা আটকানোই লক্ষ্য হবে।

নেতাজিমূর্তির সামনে সেলফি জোন

জলপাইগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : সেলফির ফ্রেমে যদি থাকেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, তাহলে কেমন হয়! এবার সেই ব্যবস্থাই হচ্ছে জলপাইগুড়িতে।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ও আজাদ হিন্দ বাহিনীকে সম্মান জানিয়ে 'সেলফি জোন' তৈরি করছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। শহরের পিডব্লিউডি মোড়ের কাছে নেতাজি সুভাষ ফাউন্ডেশনে এই সেলফি জোন তৈরি করা হবে।

নেতাজি সুভাষ ফাউন্ডেশনে আজাদ হিন্দ বাহিনীর ঐতিহাসিক বেদি রয়েছে। রয়েছে নেতাজির মূর্তিও। এই ফাউন্ডেশনের একটি ঘরে গরিব ছেলেমেয়েদের পড়ানো হয়। ফাউন্ডেশনের মুখপাত্র প্রাক্তন বিধায়ক গোবিন্দ রায় জানান, আই স্যালুট নেতাজি অ্যান্ড আজাদ হিন্দ সোলজার- লেখা সেলফি জোন তৈরি করা হচ্ছে। ফাউন্ডেশনের সংস্কার এবং মূর্তির পাদদেশ সংস্কার করা হবে। কাজ শেষ হলে ফাউন্ডেশন চত্বরে শহরবাসী ও বাইরে থেকে আসা মানুষরাও বেড়াতে আসবেন। সেলফিও তুলে যাবেন। ফাউন্ডেশনের মিউজিয়ামে নেতাজি বিষয়ক বইপত্র পড়ার সুযোগ পাবেন বলে গোবিন্দবাবু জানিয়েছেন।

এই ব্যাপারে জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, ছোটবেলা থেকে ফাউন্ডেশনে নেতাজিকে বছরের পর বছর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে দেখে আসছি। বেদি উঁচু করা হবে, যাতে রাস্তা থেকে সেটি সহজেই দেখা যায়। শহরের অন্যতম আকর্ষণের জায়গা হয়ে উঠবে নেতাজি সুভাষ ফাউন্ডেশন।

এদিন নেতাজি সুভাষ ফাউন্ডেশনে ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার স্বরূপ মণ্ডল, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন

নেতাজি সুভাষ ফাউন্ডেশনে সংস্কার ও মেরামতের কাজের সূচনা অনুষ্ঠান। জলপাইগুড়িতে সোমবার।

দপ্তরের প্রতিনিধি সহ বিশিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর এই সংস্কার ও মেরামতের জন্য ৮১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। এই কাজের সূচনা করেন জলপাইগুড়ির বিধায়ক ডাঃ প্রদীপকুমার বর্মা। বিধায়ক বলেন, শহরের অন্যতম আকর্ষণের জায়গা নেতাজি সুভাষ ফাউন্ডেশনের এই বেদি ও নেতাজিমূর্তি। ঐতিহাসিক এই স্থানকে মর্যাদা দিতে মুখ্যমন্ত্রী অর্থবরাদ্দ করেছেন সংস্কার ও মেরামতির জন্য।

রাতের জলপাইগুড়িতে নেশার আতঙ্ক

সাহিত্যচর্চা, শিল্পের শহরে ক্রমেই মাথাচাড়া দিচ্ছে মাদক সেবনের প্রবণতা। স্কুল-কলেজে থাকাকালীন জীবনের ভিত্তি গড়ার বয়সে তারা ঝুঁকে পড়ছে মাদকের নেশায়। শহরের বিভিন্ন এলাকা ক্রমেই হয়ে উঠছে মাদকের ডেরা। আর তা নিয়ে চিন্তিত শহরবাসী।

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : রাতের জলপাইগুড়ি শহরের অলিগলিতে বাড়ছে নেশার আড্ডা। বাদ যাচ্ছে না করলা এবং তিস্তার বাঁধ, স্পার। শহরতলিতেও অবস্থা একই। মদ, গাঁজা, চরস, ড্রাগস থেকে শুরু করে প্লাস্টিকে আঠা দিয়ে নেশা, তালিকায় রয়েছে আরও কত কী! যা নিয়ে উদ্বিগ্ন শহরবাসী।

জলপাইগুড়ি শহরের রাজবাড়ি, তিস্তার পাড়, করলার বাঁধ, রেলগুমটি সহ শহরের একাধিক জায়গায় এই আড্ডা জমে উঠছে। এমনকি শহরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা

সন্ধ্যার পর এই অ্যালি হয়ে উঠছে নেশার আঁতুর।

কদমতলাতেও চলছে বিভিন্ন ধরনের নেশা। কোথাও গাঁজা আবার কোথাও মদের আসর বসছে অবাধে। থাকছে চরস, ড্রাগস সহ একাধিক নেশার আসর। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় এরাই পথেঘাটে তরুণীদের নানাভাবে বিরক্ত করছে বলে অভিযোগ। এর জেরে শহরে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

সেনপাড়ার অণিমা রায়ের অভিজ্ঞতা, সন্ধ্যার পর সেনপাড়া সংলগ্ন বাঁধের পথে অন্ধকারকে কাজে লাগিয়ে এলাকা সমাজবিরোধীদের দখলে চলে যায়। মদ, গাঁজার আসর বসে। এই প্রবণতা বাড়ছে প্রতিদিন। জলপাইগুড়ি জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ধর্মচাঁদ বাড়ুই সম্প্রতি জানিয়েছিলেন, স্কুল বন্ধের পর ফাঁকা জায়গার খোঁজে সমাজবিরোধীরা স্কুলের ঘরের দরজা ভেঙে দিচ্ছে। চুরিও যাচ্ছে বহু জিনিস। পুলিশকে জানানো হয়েছে। পুলিশ অভিযান চালালেও এই নেশার আসরের জায়গা পরিবর্তন হলেও থামানো যাচ্ছে না কোনওভাবেই।

শহরে সন্ধ্যার পর কোথায় বসছে এই নেশার আসর? মূলত বেছে নেওয়া হচ্ছে ফাঁকা অন্ধকার জায়গা। যেখানে সাধারণ মানুষের যাতায়াত কম। এছাড়াও মাঠ, স্কুল এবং বন্ধ অফিসের পেছনের জায়গাও রয়েছে এই তালিকায়। পুলিশ যেখানে সহজে পৌঁছাতে না পারে, এমন জায়গাগুলোকে বেছে নিচ্ছে তারা। অনেকে অভিযোগ তুলেছেন, সন্ধ্যার পর কোরানিপাড়া, অ্যালি, জেওয়াইএমএ সংলগ্ন বাঁধ সহ বিভিন্ন এলাকা দিয়ে যাতায়াত করাই মুশকিল। শুধু এই জায়গা নয়, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বর, শ্মশানের ভেতর সহ ৭৩ মোড় এলাকাতেও রমরমিয়ে নেশার আসর জমে উঠতে দেখা যাচ্ছে। কেউ প্রতিবাদ করলে পালটা

প্রতিবাদ করলে হুমকি

শহরের স্পার, অ্যালি, কদমতলায় নেশার আসর বসছে

শহরতলি এলাকাতেও একই অবস্থা

সেখানে তরুণ-তরুণীদের ভিড় দেখা যাচ্ছে

আসর থেকে চিৎকার চ্যাঁচামেচি হচ্ছে

সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ করলে নেশাখোররা প্রভাবশালীদের নাম নিচ্ছে

পুলিশে জানিয়েও লাভ হচ্ছে না

হুঁশিয়ারি দেওয়ারও অভিযোগ উঠছে আড্ডায় মগ্ন নেশাখোর তরুণদের বিরুদ্ধে। শহরবাসীর অনেকেই পুলিশি নজরদারি আরও বাড়ানোর দাবি তুলেছেন। তা না হলে এই ধরনের আড্ডা আরও বাড়তে পারে বলে মনে করছেন তাঁরা। আবার এই নেশার আসক্তি অনেকটা মানসিক এবং শারীরিকভাবে ধ্বংস করছে এই তরুণসমাজকে, মন্তব্য মনোবিদদের। আশিস সরকারের মতো মনোবিদরা বলছেন, যারা নিয়মিত মদ, গাঁজা সেবনে আসক্ত হয়ে পড়ছে তাদের বিভিন্ন ধরনের মানসিক এবং শারীরিক সমস্যা হচ্ছে। দীর্ঘদিন নেশা করার ফলে মস্তিষ্কের কার্যকারিতা লোপ পাচ্ছে। কোনও সময় ডিপ্রেশন, অ্যাংজাইটি কিংবা উগ্রতার লক্ষণও বাড়ছে। ফলে নেশায় আসক্ত হয়ে তারা নানা অপরাধমূলক কাজ করছে, কিন্তু সেটা বুঝতেও পারছে না। আসক্তি থেকে মুক্তির জন্য এদের নিয়মিত কাউন্সেলিং প্রয়োজন।

সম্প্রতি নেশা বিশেষত ড্রাগসের নেশা নিয়ে পুর চেয়ারম্যান অভিযানেও নেমেছিলেন। কিন্তু তাতেও লাভ হচ্ছে না বলে জানাচ্ছেন বিভিন্ন এলাকার মানুষ। পানপাড়ার বাসিন্দা অঙ্কন দত্ত বলেন, অবৈধভাবে চলা আসরের প্রতিবাদ করতে গিয়ে হুঁশিয়ারির মুখোমুখি হয়েছি। বিষয়টি পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়েছি। কিন্তু আসর বন্ধ হয়নি। যারা আড্ডা দিচ্ছে, তারা পরিচয় দেওয়ার সময় এলাকার প্রভাবশালীদের নাম নিচ্ছে। এতে সাধারণ মানুষ আরও ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠছেন। একই দাবি করেছেন আসাম মোড়ের শান্তনু রায়ও। তাঁর কথায়, 'করলা নদী সংলগ্ন বাঁধ, স্পার চত্বরে প্রায়ই আড্ডা বসছে। সেখানে নানা ধরনের নেশার আসর জমে উঠছে। পুলিশের নজরদারি আরও বাড়ানো প্রয়োজন। শহরের এমন পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অনেকেই। জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপারের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তা সম্ভব হয়নি।

জেলা পুলিশ সূত্রে খবর, পুলিশি নজরদারি এবং অভিযান সবসময় চলছে। ইতিমধ্যে জেলাজুড়ে অভিযান চালিয়ে অবৈধ মদ, গাঁজা, পপি গাছ নষ্ট করা হয়েছে। অবৈধ কাজ

হেলিপ্যাডেও সন্ধ্যার পর নেশার আখড়া।

আটকাতে চলছে নাকা চেকিং। পুলিশ আরও জানিয়েছে, রাস্তার ধারে হোটেল, রেস্তোরাঁ, ধাবায় অতর্কিত অভিযান চালাচ্ছে জেলা পুলিশ। এর আগেও তিস্তা, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সহ বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ নজরদারি বাড়িয়েছিল। কিন্তু নজরদারি ক্রমশ হালকা হতেই পুনরায় আসর গজিয়ে উঠেছে।

> অবৈধভাবে চলা আসরের প্রতিবাদ করতে গিয়ে হুঁশিয়ারির মুখোমুখি হয়েছি। বিষয়টি পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়েছি। কিন্তু নেশার আসর বন্ধ হয়নি।
>
> **অঙ্কন দত্ত**
> *পানপাড়ার বাসিন্দা*

পুলিশ সুপারের থানা পরিদর্শন

মালবাজার, ১ ডিসেম্বর : জলপাইগুড়ির নতুন পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী সোমবার সন্ধ্যায় মাল থানা পরিদর্শনে আসেন। পরিদর্শনে তাঁর সঙ্গে ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) সমীর আহমেদ। এসপি'র পরিদর্শন ঘিরে থানায় বিশেষ তৎপরতা লক্ষ করা যায়।

গীতা জয়ন্তী

মালবাজার, ১ ডিসেম্বর : সোমবার মালবাজারের সুভাষ মোড়ে অবস্থিত দুর্গা মন্দিরে গীতা জয়ন্তী পালন হল। সকাল থেকে গীতা পাঠ ও গীতা বিতরণের মাধ্যমে আরও বেশি মানুষকে গীতা পাঠে উৎসাহিত করার চেষ্টা করা হয়েছে বলে মন্দির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। গীতা পাঠ পরিচালনা করেন মাল শহরের পুরোহিত সমাজের কৃষ্ণ চক্রবর্তী এবং দেবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায়।

এসেছে শীত, এসেছেন ধুনকররাও। সোমবার জলপাইগুড়িতে। ছবি : মানসী দেব সরকার

পথবাতি বিকল, অলিগলি আঁধার ময়নাগুড়িতে

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : প্রায় দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে গ্রিনসিটি মিশনে আলোকিত হয়েছে শহর। ময়নাগুড়ির বুক চিরে যাওয়া প্রধান রাস্তায় জ্বলছে এই আলো। কিন্তু, বিভিন্ন ওয়ার্ডের ভেতরে পথবাতি পরিষেবা নিয়ে নাগরিকদের মনে দীর্ঘদিনের ক্ষোভ। কয়েকটি ওয়ার্ডের রাস্তায় কার্যত 'আলোর দেখা নেই'। সন্ধ্যার পর আঁধারে ছেয়ে থাকছে অলিগলি। এর জেরে পথে চলাই দুষ্কর হয়ে উঠেছে। যদিও পুর কর্তৃপক্ষের দাবি, দ্রুত সার্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করা হবে।

পথবাতির সমস্যায় জেরবার শহরের এক নম্বর ওয়ার্ড পেটকাটির নাগরিকরা। এটি শহরের সবচেয়ে বড় ওয়ার্ড। বসতিও অনেক। ওয়ার্ডের বেশিরভাগ জায়গায় পথবাতি নেই। সেগুলি বিকল হয়ে রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দার কথায়, সন্ধ্যার পর অধিকাংশ মানুষ মোবাইলের আলো জ্বেলে পথ চলেন।

পেটকাটির বাসিন্দা গৃহবধূ শেফালি মজুমদার বলেন, অনেক গলিতে পথবাতির ব্যবস্থা নেই। সমস্যার কথা অস্বীকার করেননি ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার রিম্পা রায়ও। তিনি বলেন, 'সামনে পুরসভার বোর্ড মিটিং। সেখানে সমস্যা জানাব।'

পথবাতির সমস্যায় জেরবার ৫, ৮ ও ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের নাগরিকরা। ৮ নম্বর ওয়ার্ড হাসপাতালপাড়ার গোবিন্দ সেন বলেন, বর্ষায় পথবাতি বিকল হয়ে গিয়েছে। তারপর আর মেরামত হয়নি। সন্ধ্যার পর গোটা রাস্তায় ঘন অন্ধকার ছেয়ে থাকে। সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলার প্রদ্যোত বিশ্বাস বলেন, সবমিলিয়ে আপাতত প্রায় একশোটি পথবাতি জরুরি। তাহলে ওয়ার্ডে আলোর সমস্যা মিটবে। পুরসভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

পথে সমস্যা

শহরের প্রধান সড়কে গ্রিনসিটি প্রকল্পের আলো জ্বলে

গলিতে আলোর ব্যবস্থা নেই

পথবাতির সমস্যায় জেরবার ৫, ৮ ও ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের নাগরিকরা

বোর্ড মিটিংয়ে আলোচনার আশ্বাস

স্থানীয় বাসিন্দা বিকাশ দাস বলেন, শহরের নাগরিকদের তেমন চাহিদা নেই। পানীয় জল, আলো এবং নিকাশি ব্যবস্থা এই তো। পুরসভা এই পরিষেবাগুলোর কোনওটাই সঠিকভাবে দিতে পারেনি। নাগরিকদের পুরকর গুনতে হয়।

১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বিবেকানন্দপল্লিতে একাধিক পথবাতি বিকল। ৫ নম্বর ওয়ার্ড আনন্দনগর খেলার মাঠের রাস্তা এবং ভেতরে পুরোটাই অন্ধকার। টানা কয়েক মাস ধরে এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এই ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার প্রাক্তন চেয়ারম্যান অনন্তদেব অধিকারী। তাঁকে ফোন করেও পাওয়া যায়নি। পুরসভার চেয়ারম্যান মনোজ রায় বলেন, সামনেই পুরসভার বোর্ড মিটিং রয়েছে। প্রতিটি ওয়ার্ডে যাতে পথবাতির সমস্যা মেটানো যায়, সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

রাজস্থানি বাদামে মজেছে জলপাইগুড়ি

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : শীত পড়তেই জলপাইগুড়ি শহরে শীতের পোশাক, কম্বল নিয়ে আসতে শুরু করেন ভিনরাজ্যের অনেকেই। তবে বিনোদ কুমার, শ্যাম সিং, রাম বাহাদুররা জলপাইগুড়িতে এসেছেন রাজস্থানের বাদাম নিয়ে। শহরের বিভিন্ন রাস্তায় বাদামের পসরা সাজিয়ে বসেছেন তাঁরা। এই বাদামের চাহিদাও বেশ এই শহরে। সিনেমা হল থেকে পার্কে বসে সময় কাটানোর জন্য এখনকার মতো পপকর্ন ছিল না কয়েক বছর আগেও। তখন ভরসা ছিল বাদামই। তাই তো বাদামের আরেক নাম 'টাইম পাস'। আর এই 'টাইম পাস' বিক্রি করে বেশ ভালোই দিন চলছে বিক্রেতাদের। শীত যত পড়বে, বাদামের চাহিদাও তত বাড়বে বলে আশাবাদী উত্তরপ্রদেশের বাদাম বিক্রেতারা।

জলপাইগুড়ি শহরের রাজবাড়ি পার্কের সামনে, ৪ নম্বর গুমটি, কংগ্রেসপাড়া সহ বিভিন্ন জায়গায় দেখা মিলছে এই বাদাম বিক্রেতাদের। সাদা রংয়ের বেশ লম্বাটে ধরনের বাদামকে একটি লোহার কড়াইয়ে লবণ দিয়ে ভেজেই চলেছেন তাঁরা। সেই গরম বাদাম কিনেই মুখে পুরে নিচ্ছেন পথচলতি সাধারণ মানুষ।

উত্তরপ্রদেশ থেকে এই শহরে কেন? প্রশ্ন করতেই রাম বাহাদুর বলেন, 'আমাদের ওখানে জায়গা পাওয়া যায় না। বিহারেও গিয়েছিলাম। কিন্তু ব্যবসা করার মতো জায়গা খুঁজে না পেয়ে এখানে এসেছি। এই শহরে প্রতিদিন প্রায় ১০ কেজি করে বাদাম ভাজি। বিক্রি মোটামুটি ভালোই হচ্ছে। নভেম্বর-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত থাকি। তারপর বাড়ি গিয়ে যা কাজ পাই তাই করে থাকি।' তাঁর কথায়, 'আগের তুলনায় কেজি প্রতি দাম বেড়েছে বাদামের। যেহেতু খড়ি, বাদাম পরিবহণ থেকে শুরু করে আমাদের থাকা-খাওয়ারও দাম বেড়েছে, তাই লাভ রেখেই তো ব্যবসা করতে হবে।'

বাদাম কিনতে আসা প্রতিমা পাল বলেন, 'বাদামের সঙ্গে বাঙালির এক আলাদা ভালোবাসা রয়েছে। বেড়াতে যাওয়ার সময়ে হোক বা সিনেমা হল, পার্ক হোক বা আড্ডাতে বাদামের জুড়ি মেলা ভার। তবে, লোকাল বাদামের থেকে রাজস্থানি বাদামের স্বাদ খুবই ভালো। সাইজেও বেশ বড়। শহরে এলে এদের থেকেই

গরম গরম ভাজা বাদাম। জলপাইগুড়িতে মানসী দেব সরকারের তোলা ছবি।

বাদাম কিনি। তবে, কেজি প্রতি দাম বেশি হওয়ায় আগে ২০ টাকার ২০০ গ্রাম পেতাম। এখন ২০ টাকায় ১০০ গ্রাম পাওয়া যাচ্ছে।'

ছোটদের কোচিং ক্যাম্প চান রিচা

হুডখোলা জিপে নকশালবাড়িতে বিশ্বজয়ী ক্রিকেটার

শিলিগুড়ি ও নকশালবাড়ি, ১ ডিসেম্বর : একদিন পরই শ্রীলঙ্কা সিরিজের প্রস্তুতি শুরু করতে কলকাতায় উড়ে যাবেন রিচা ঘোষ। নতুন অভিযানের আগে নকশালবাড়ি ভালোবাসায় ভরিয়ে দিল প্রথম বাঙালি বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটারকে। সোমবার তিনি শুধু নকশালবাড়িতে সংবর্ধনা নিতে যাননি, তাঁদের ভালোবাসার উত্তরে উপহার দেওয়ার প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছেন রিচা ও তাঁর পরিবার।

নকশালবাড়িতে গোর্খা ব্যাটালিয়নের জমির পাশে ক্রিকেট মাঠ ও হাতিঘিসায় ক্রিকেট কোচিং সেন্টার তৈরিতে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছে। রিচার পরিবার থেকে ক্রিকেট মাঠ তৈরির কথা বলা হলেও মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষের কথায় বারবার উঠে এসেছে স্টেডিয়ামের কথা। তিনি বলেছেন, 'হাতিঘিসায় বড় ঝাড়ুজোত মৌজায় দুই বিঘা জমিতে আমরা ক্রিকেট কোচিং সেন্টার তৈরি করে ওঁকে লিজে

বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার রিচা ঘোষ। সোমবার নকশালবাড়িতে।

দেব। এতে সম্মতি দিয়েছেন রিচাও। সুরজবর মৌজায় স্টেডিয়াম তৈরির জন্য রিচাকে জমি লিজে দিতে আমরা উদ্যোগ নিয়েছি। উনি সম্মতি দিলেই আমরা বাকি প্রক্রিয়াগুলি এগিয়ে নিয়ে যাব।' প্রস্তাবে উৎফুল্ল রিচার বাবা মানবেন্দ্র ঘোষের মন্তব্য, 'পজিটিভ বিষয়। লিজ পাওয়া গেলে আমরাও তাতে কিছু বিনিয়োগ করব। সবার সাহায্য নিয়ে বাচ্চাদের জন্য আমরা ক্রিকেট মাঠ করতে চাই।'

সকালের দিকে পরিবার নিয়ে জমি পরিদর্শনে বেরিয়েছিলেন রিচা। গোর্খা ব্যাটালিয়নের জায়গার পাশেই প্রায় তিনশো একর জমি দীর্ঘদিন ধরে ফাঁকা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। জায়গা ও স্থানীয় মানুষের আগ্রহ দেখে উৎসাহিত রিচাও। তাঁর বাবা বলেছেন, 'আমরা যে শুধু নকশালবাড়ি, হাতিঘিসাতে জমি দেখছি, তা নয়। জলপাইগুড়ি, রাজগঞ্জ, ফাঁসিদেওয়াতেও দেখেছি। মে মাসেও একবার এসেছিলাম এখানে। আমাদের অনেক আত্মীয় এখানে রয়েছেন। তাই বাচ্চাদের খেলার জন্য ক্রিকেট মাঠ করতে পারলে আমাদেরও ভালো লাগবে।'

তবে শুধু এই একটা জায়গাই যে রিচা ও তাঁর পরিবারের ভাবনায় নেই তা সোমবারই পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। মানবেন্দ্র বলেছেন, 'শিলিগুড়িতেও কেউ কোচিং ক্যাম্প করতে চাইলে আমরা রাজি আছি। কে কীভাবে প্রস্তাব দেবেন এখনও আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। সবকিছুই এখন প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। তাই এখনই সবকিছু বলতে পারব না।'

তবে রিচাকে ভালোবাসায় ভরাতে কার্পণ্য করেনি নকশালবাড়ি। বিশ্বকাপ জয়ের পর প্রথমবার নকশালবাড়ির গ্রামীণ এলাকায় ঘুরলেন তিনি। 'গর্বের রিচা নকশালবাড়িতে' ব্যানারে ভরে যায় রাস্তাঘাট। নকশালবাড়ি বাসস্ট্যান্ডে তাঁর সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক, নকশালবাড়ির বিডিও সহ প্রশাসনের আধিকারিকরা তাঁকে সংবর্ধনা দেন। রিচার হাতে ফুলের তোড়া তুলে দেন মহকুমা পরিষদের সভাধিপতিও। তাঁকে সংবর্ধনা দিতে মঞ্চের সামনে হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে যায়। রিচা জানান, এত মানুষের ভালোবাসায় তিনি আপ্লুত।

ভালোবাসার বন্যায় ভেসেই রিচা আগামীকাল কলকাতা রওনা হবেন। সেখানে শ্রীলঙ্কা সিরিজের প্রাথমিক প্রস্তুতির পর তিনি কয়েকদিনের মধ্যেই পৌঁছাবেন বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে। ২১ ডিসেম্বর শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে শুরু হবে ৫ ম্যাচের টি২০ সিরিজ।

বাধ্যতামূলক 'সঞ্চার সাথী'

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর : মোবাইল প্রতারণা ও ফোন চুরি রুখতে কড়া পদক্ষেপ নিল কেন্দ্র। এখন থেকে ভারতে বিক্রি হওয়া সব স্মার্টফোনে সরকারি সাইবার সুরক্ষা অ্যাপ 'সঞ্চার সাথী' আগে থেকেই ইনস্টল করা বাধ্যতামূলক। ব্যবহারকারীরা মোবাইল কেনার পরেও ওই অ্যাপটি ডিলিট করতে না পারে, তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখতে হবে।

সরকারি কোনও বিবৃতি না থাকলেও মোবাইল প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলিকে এমনই নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার বলে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যে বাজারে আসা মোবাইলগুলিতেও সফ্টওয়্যার আপডেটের মাধ্যমে 'সঞ্চার সাথী' অ্যাপটি ইনস্টল করার কথা বলেছে কেন্দ্র। সাধারণ মানুষের আর্থিক জালিয়াতি এবং টেলি-যোগাযোগের অপব্যবহার রুখতেই এমন পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে। এই অ্যাপটি ব্যবহারকারীদের সাইবার সুরক্ষার পাশাপাশি হারানো মোবাইল খুঁজে পেতে অত্যন্ত কার্যকরী। সরকারি হিসেবে, চলতি বছরেই সাত লক্ষেরও বেশি হারানো মোবাইল উদ্ধারে 'সঞ্চার সাথী' সাহায্য করেছে।তবে, অ্যাপল তাদের নীতি অনুযায়ী, বিক্রির আগে মোবাইলে নিজস্ব অ্যাপ ছাড়া অন্য কোনো 'থার্ড পার্টি অ্যাপ' ইনস্টল করে না। অতীতের বহু দেশের অনুরোধ তারা প্রত্যাখ্যান করেছে। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রের এই কড়া বার্তা তারা মানবে কিনা, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে।

শ্বেতশুভ্র।। *পুরু বরফে ঢেকেছে সোপিয়ান। জম্মু-কাশ্মীরে সোমবার। -পিটিআই*

অশালীন আচরণে

প্রথম পাতার পর

ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্তরে ক্ষোভ ছড়িয়েছে। অভিভাবক অঙ্কুর বিশ্বাস বললেন, 'বর্তমানে প্রজন্মের কেউ কেউ কুছ পরোয়া নেহি মনোভাবে বিশ্বাসী। আর সে কারণেই প্রকাশ্যে রাস্তায় এসব ঘটনা ঘটে চলেছে।' বিষয়টি প্রশাসনের গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত বলে অভিভাবক মানস চট্টোপাধ্যায়ের মতো অনেকের দাবি।

সুনীল দত্ত স্মৃতি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মধুমিতা ধর বললেন, 'স্কুল চালু থাকলে প্রতিদিন ওই রাস্তা দিয়ে অসংখ্য ছাত্রছাত্রী যাতায়াত করে। এমন একটি ঘটনা যে কোনওদিন ঘটতে পারে তা কল্পনাও করিনি।' ওদলাবাড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের টিচার ইনচার্জ নিরুমোহন রায়ের কথায়, 'ওদলাবাড়িতে আমার কয়েক দশকের শিক্ষকতা জীবনে এ ধরনের ঘটনা প্রথমবার ঘটল। খুব খারাপ লাগছে।' দোষীর উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে তিনি সরব হন।

দুর্ঘটনার পর অবরোধ

ময়নাগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরের ময়নাগুড়ি আসাম মোড় থেকে দ্বাড়িভিজা মোড় পর্যন্ত পূর্ত দপ্তরের রাস্তার একাধিক স্থান দীর্ঘদিন ধরে বেহাল হয়ে রয়েছে। ফলে প্রতিদিনই ঘটছে দুর্ঘটনা। সোমবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ মৌয়ামাড়ি এলাকায় পূর্ত দপ্তরের ওই বেহাল রাস্তায় যাত্রীবোঝাই টোটো উলটে আহত হন চালক সহ ৪ জন। এরপরে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এলাকার বাসিন্দারা। মেরামতের দাবিতে রাস্তায় গাছের গুঁড়ি ফেলে পাথর দিয়ে রাস্তা আটকে শুরু হয় অবরোধ। প্রায় পৌনে দুই ঘণ্টা ধরে চলে অবরোধ। এরপর ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষের নেতৃত্বে পুলিশকর্মীরা এসে অবরোধকারীদের সঙ্গে আলোচনা করে অবরোধ তুলে দেন।

পূর্ত দপ্তরের তরফ থেকে বছরদুয়েক আগে রাস্তাটিকে সংস্কার করা হয়েছিল। রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন ডাম্পার সহ ভারী যানবাহন চলাচল করে। ফলে রাস্তাটির বেশকিছু জায়গায় বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। রাস্তাটি সংস্কারের দাবিতে গত শনিবারও অবরোধ করেছিলেন এলাকার বাসিন্দারা। এরপর প্রশাসনের তরফ থেকে রবিবারের মধ্যে রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরুর আশ্বাস দেওয়া হয়। কিন্তু রবিবার কাজ শুরু হয়নি। রবিবার বেহাল রাস্তার কারণে একটি স্কুটি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়ে ৩ জন আহত হন। সোমবার ফের দুর্ঘটনা ঘটায় ক্ষিপ্ত বাসিন্দারা অবরোধ শুরু করেন। সেই রাস্তা নিয়ে এলাকার বাসিন্দা ললিত রায়, সৌমেন রায়রা ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে অবরোধ ময়নাগুড়ি দক্ষিণ মৌয়ামাড়িতে।

ভারত হয়ে থাইল্যান্ডের পণ্য ভুটানে

চ্যাংরাবান্ধা, ১ ডিসেম্বর : সোমবার প্রথমবারের মতো ট্রানজিট ট্রান্সশিপমেন্ট শুরু হল চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক স্থলবন্দরে। এদিন থাইল্যান্ড থেকে বাংলাদেশ হয়ে ভুটানগামী ট্রান্সশিপমেন্ট কার্গো চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দর থেকে ভারতে প্রবেশ করে।

'রোড পারমিট'-এর জটিলতায় ও ভারত-ভুটানের টানা সরকারি ছুটির কারণে অনুমোদন মিলতে দেরি হচ্ছিল। তাই গত চারদিন ধরে লালমণিরহাটের বুড়িমারি স্থলবন্দরেই কার্গোটি আটকে ছিল। এদিন ভারতীয় কাস্টমসের সবুজ সংকেত পেয়েই, বাংলাদেশ ও ভারতের কাস্টমস আধিকারিক ও বিএসএফ-এর উপস্থিতিতে সেটি সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে আসে।

২০২৩ সালে স্বাক্ষরিত বাংলাদেশ ও ভুটানের ট্রান্সশিপমেন্ট চুক্তি ও পরবর্তী সচিব স্তরের বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এই প্রথম চট্টগ্রাম বন্দর থেকে বাংলাদেশ ও ভারতের সড়কপথ ব্যবহার করে ভুটানে পণ্য পাঠানো হচ্ছে। পরীক্ষামূলক হলেও, থাইল্যান্ড থেকে আগত ওই কার্গো ভারতে আসায়, তিন দেশের বাণিজ্যিক যোগাযোগে নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত মিলেছে।

বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দর হয়ে, পরীক্ষামূলকভাবে ভুটানের উদ্দেশে পাঠানো ওই কার্গোটি অবশেষে ভারতে প্রবেশ করায় স্বস্তি ব্যবসায়ী মহলে। এতে আঞ্চলিক বাণিজ্য আরও শক্তিশালী হবে ও ভবিষ্যতে পণ্য পরিবহণ আরও সুগম হবে বলেই মনে করছে তারা।

ছাঁদনাতলার শুভদৃষ্টি

প্রথম পাতার পর

তারপর মালাবদল। সেই পর্ব দম্পতিকে জীবনভর একসঙ্গে চলার স্বপ্ন দেখায়। আর চোখে চোখ রেখে দুজনে দুজনার হয়ে যাওয়ার এই পর্ব 'বরমালা সেরিমনি'র অঙ্গ হয়ে গিয়েছে। স্টেজে দাঁড়িয়ে বর-বৌ একে অন্যের গলায় মালা দেয়, আশপাশে ফোয়ারার মতো তুবড়ি ফোটে, ড্রাই আইস দিয়ে 'মোমেন্টস' তৈরি করা হয়। গানের তালে ফোটোগ্রাফাররা পোজ ঠিক করে দেন।

নতুন প্রজন্ম এসবে বুঁদ। মাসকয়েক আগে বিয়ের পিঁড়িতে বসা প্রিয়স্মিতা সরস্বতী খোলাখুলি বললেন, 'ছাঁদনাতলা তো সুন্দর, কিন্তু ফোটোতে তেমন জাঁকজমক আসে না। স্টেজে মালাবাদল করলে গোটা ব্যাপারটায় সিনেমার মতো একটা ফিলিংস আসে।' ঘুরেফিরে তাঁরও দাবি, 'সবাই করছে। আমি না করলে পিছিয়ে পড়ব যে।' রিজু সাহার বক্তব্য, 'বিয়েটা জীবনের অন্যতম বড় পর্ব। এটি তো একটু অন্যভাবে করার ইচ্ছে হবেই।' সায় দিয়ে ইভেন্ট অর্গানাইজার মায়াঙ্ক সরকার বললেন, 'উঠোন থেকে গায়ে হলুদ পর্ব এখন আউটডোরে চলে গিয়েছে। হলুদ রঙের ব্যাকড্রপ, ক্যানোপি, ফ্লোরাল শাওয়ার, ড্রাম ট্রুপ, এসবই সবাই চাইছেন। তাঁদের সেই চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিতে আমরাও সেভাবেই জোগান দিচ্ছি।'

অর্থনীতির জোগান পর্বের অঙ্গ হিসেবে বাঙালি বিয়েতে আজকাল লাইন দিয়ে বড় ব্যাংকোয়েট, লন, থিম ডেকোরেটেড সেট, ইনট্রো মিউজিক, কোল্ড ফায়ারওয়ার্কস, স্টেজ ক্রাফট, ড্রোন শটের মতো অনেককিছুই হাজির। যাতে শিলিগুড়ির দক্ষিণ ভারতনগরের বাসিন্দা পেশায় ব্যাংক অফিসার দেবস্মিতা দে-ও মজেছেন। ইভেন্ট ম্যানেজার অরিজিৎ রায় বললেন, 'বিয়েতে বাঙালিয়ানা পিছিয়ে পড়ছে বলে অনেকে দাবি করলেও তা হয়তো সমস্ত ক্ষেত্রে ঠিক নয়। বাঙালিয়ানাকেই থিম রেখে আমরা বিয়ের অনুষ্ঠান করতে চাই। কিন্তু অনেকে নতুন নতুন কিছু দাবি করায়, গোটা বিষয়টা শেষপর্যন্ত হয়তো বৃহত্তর কিছুতে গিয়ে ঠেকে।'

তবে উলটোপথে কি কেউ নেই? আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা দীপক ভৌমিকের ছেলের বিয়ে সামনেই। হালের বিয়ে দেখেছেন, কিন্তু তাতে সেভাবে মজেননি, 'বিয়েতে বাঙালিয়ানা আমাদের গর্বের বিষয়। সেটা যাতে না হারিয়ে যায় তা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে।' মধ্যবয়সি প্রজন্মের প্রতিনিধি রিতা দাসের মতো অনেকেরই একই দাবি। উত্তরের বিশিষ্ট সাহিত্যিক সেবন্তী ঘোষ বললেন, 'আমরা অবাঙালিদের বিয়ের রীতিকে আপন করে নিচ্ছি। ওরা কিন্তু করছে না। সহজসরল এই বিষয়টি আমাদের মাথায় রাখা উচিত।'

তথ্য সহায়তা : তমালিকা দে

পৃথিবীর পাঠশালা

লাইব্রেরি? ওটা এখন সেলাই ঘর

আমরা ভাবি লাইব্রেরি মানে শুধু বই আর পিনপতন নীরবতা, তাই না? ফিনল্যান্ড কিন্তু সেই ধারণাটাই বদলে দিয়েছে! তাদের লাইব্রেরি এখন হয়ে উঠেছে 'মাল্টিমিডিয়া-সজ্জিত পাবলিক লিভিং রুম'। হেলসিঙ্কির সেন্ট্রাল লাইব্রেরি 'ওওদি'-তে আপনি শুধু লক্ষাধিক বই-ই পাবেন না, সেখানে দিব্যি সেলাই মেশিন চলছে, থ্রি-ডি প্রিন্টার কাজ করছে, আর কেউ কেউ হয়তো নিজের গান রেকর্ড করছে! সরকারি খরচে, সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই পরিষেবা। এর আসল মজাটা হল স্থায়িত্বে : সেলাই মেশিন ধার নিয়ে নতুন জামা না কিনে পুরোনোটা সেলাই করুন, আর বর্জ্য কমান। জ্ঞানের ঘরের এমন ব্যবহারিক দিক দেখে কে বলবে ফিনল্যান্ড পিছিয়ে আছে? এককথায়, 'বই পড়ার সাথে, জীবনটাও গোছাও'!

বস, রাতের ঘুম কেড়ো না

পর্তুগালে এখন কর্মীদের মুখে হাসি। কারণ সরকার একটা দারুণ আইন এনেছে— অফিস আওয়ারের পরে বস আর কল-মেসেজ করে জ্বালাতে পারবে না! আইনটা একদম জলের মতো সোজা : জরুরি অবস্থা না হলে, কাজ শেষে কর্মীদের ব্যক্তিগত সময়ে ডিস্টার্ব করা বেআইনি। নভেম্বরে ২০২১-এ পাশ হওয়া এই আইন মানা না হলে কোম্পানিকে মোটা অঙ্কের জরিমানা দিতে হবে। এই আইন আসলে কর্মীদের 'রাইট টু ডিসকানেক্ট' নিশ্চিত করে। ভাবুন তো, রাতবিরেতে বসের ফোন বা ছুটির দিনে ইমেলের টেনশন থেকে মুক্তি! ফ্রান্স, স্পেনের মতো দেশগুলোও একই পথে হাঁটছে। পর্তুগাল দেখাল, আধুনিক যুগে কর্মীদের মানসিক শান্তি বজায় রাখাটা কতটা জরুরি। এবার সত্যি সত্যিই কাজের পরে 'নিজের জীবন' উপভোগ করা যাবে!

ডিভোর্স হলেও পোষ্য এখন 'সন্তানের মতো'

স্পেনে এখন পোষ্যদের দিন এসেছে! ডিভোর্স বা সম্পত্তি ভাগাভাগির সময় কুকুর-বিড়ালকে আর পুরোনো আসবাবপত্রের মতো গণ্য করা যাবে না। আইন বদলে তাদের 'সংবেদনশীল প্রাণী' এবং পারিবারিক সদস্যের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ হলে বিচারপতিদের এখন ভাবতে হবে : পোষ্যটি কার সঙ্গে সুখে থাকবে, আর তার মানসিক বন্ধন কার সঙ্গে বেশি? এখন চাইলে কেউ তার পোষ্যকে সহজে বিক্রি করতে বা ফেলে দিতে পারবে না। প্রয়োজনে তারা সন্তানের মতো যৌথ হেপাজতেও থাকতে পারবে! স্পেনের এই আইন পোষ্যপ্রেমীদের জন্য সত্যিই এক বিরাট স্বস্তির খবর।

মায়ের বেশে পেনশন চোর

ইতালিতে এক লোকের কাণ্ড শুনে হাসি থামাতে পারবেন না! ৫৬ বছরের এক ব্যক্তি তার মৃত মায়ের পেনশনের টাকা তোলার জন্য যা করেছে, তা শুনলে অবাক হতে হয়। ২০২২ সালে মা মারা গেলেও তিনি কাউকে জানাননি। উলটে, মায়ের দেহ ঘরে লুকিয়ে রেখে, নিজে পরচুলা পরে, স্কার্ট পরে, আর মেকআপ সেজে মায়ের বেশে নিয়মিত পেনশন তুলতে যেতেন! এভাবে তিনি প্রায় তিন বছরে লক্ষ লক্ষ ইউরো হাতিয়েছেন। ধরা পড়লেন যখন মায়ের পরিচয়পত্র রিনিউ করতে গেলেন। কর্মকর্তারা দেখেন, এত বয়স্ক মহিলার হাতে আর থুতনিতে কেমন যেন কালো কালো চুল! শেষমেশ সিসিটিভি ফুটেজে বোঝা গেল, ইনি পেনশনভোগী নন, বরং তার ছদ্মবেশী ছেলে। এই 'পেনশন পাওয়ার জন্য মায়ের বেশ' সাজার গল্পটা এখন ইতালির সবচেয়ে মজাদার অপরাধ কাহিনী।

সমতলের গাড়িকে বাধা পাহাড়ে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের বাইরে পাহাড়ের এক গাড়িচালককে মারধরের অভিযোগ ওঠার পর থেকে যত দিন গড়াচ্ছে, পরিস্থিতি ততই জটিল হচ্ছে। অভিযোগ, সমতলের যানবাহনকে দার্জিলিংয়ের কোনও পর্যটনস্থলে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। সোমবার পর্যটক নিয়ে যাওয়ার সময় টাইগার হিলের রাস্তা থেকে শিলিগুড়ির নম্বরের একাধিক গাড়িকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

ঘটনায় সমতলের পরিবহণ ও পর্যটন ব্যবসায়ীরা বেজায় ক্ষিপ্ত। প্রায় প্রতিটি সংগঠন বৈঠকে বসেছিল। ভবিষ্যতে এধরনের ঘটনা এড়াতে ব্যবস্থা নিতে প্রশাসনকে ২৪ ঘণ্টা সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে তারা। এরমধ্যে পরিস্থিতি না বদলালে 'চাক্কা জ্যাম' এবং প্রয়োজনে আরও বড় আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে।

পর্যটন ব্যবসায়ীদের সংগঠন ইস্টার্ন হিমালয়া ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশনের (এতোয়া) পরিবহণ কমিটির চেয়ারম্যান দেবাশিস মৈত্র বলেন, 'এক জেলা, একজনই পরিবহণ আধিকারিক, তারপরেও পাহাড়-সমতলে আলাদা আলাদা নিয়ম চলতে পারে না। পর্যটন, গাড়ি মালিক ও চালকদের সমস্ত সংগঠন এদিন বৈঠক করে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে চিঠি দিয়ে সমস্যা মেটানোর আর্জি জানিয়েছে। মঙ্গলবার পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব। সমাধান না হলে বুধবার থেকে আন্দোলন শুরু হবে।'

গত শনিবার এনজেপি স্টেশনে ওই ঘটনায় পাহাড়ের গাড়িচালক সংগঠনের কয়েকজন সদস্য এনজেপি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। শিলিগুড়ির ডেপুটি পুলিশ কমিশনার রাকেশ সিং-ও বলেন, 'অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হচ্ছে।' তবুও ক্ষোভের আঁচ কমছে না।

ঘটনার দিন বিকেলের পর থেকে পাহাড়ে সমতলের গাড়িগুলোকে 'টার্গেট' করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ উঠতে থাকে। রবিবার পাহাড়ের গাড়িচালক ও মালিকদের বিভিন্ন সংগঠন একজোট হয়। সমতলের গাড়িকে সেখানকার দর্শনীয় স্থানগুলোতে পর্যটকদের নিয়ে যাওয়া-আসার অনুমতি না দেওয়ার দাবিতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চায়।

অভিযোগ, এদিন থেকে সংগঠনগুলোর সদস্যদের একাংশ নিজেরাই আইন হাতে তুলে নেন। সমতল থেকে পর্যটকদের নিয়ে যাওয়া একটি গাড়িকেও টাইগার হিল, রক গার্ডেন, পিস প্যাগোডা বা চিড়িয়াখানায় যেতে দেওয়া হয়নি।

পুলিশের কুপন নেওয়ার পরও এদিন শিলিগুড়ি নম্বরের ১০-১২টি গাড়িকে টাইগার হিলের পথে আটকে দেওয়া হয়েছে, দাবি তরাই চালক সংগঠনের সম্পাদক মেহেবুব আলমের। তাঁর অভিযোগ, 'পুলিশের গাড়ির সামনেই পাহাড়ের কিছু চালক রাস্তায় দাঁড়িয়ে গাড়িগুলো আটকাচ্ছিল। এতে পর্যটকদের হয়রানি হয়। দার্জিলিংয়ের বদনাম হয়।' পর্যটন, গাড়ির মালিক ও চালকদের সমতলের একাধিক সংগঠন সোমবার বাগডোগরা এবং শিলিগুড়িতে দফায় দফায় বৈঠক করে। এরপর শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার, পুরনিগমের মেয়র, দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক ও পরিবহণ দপ্তরকে চিঠি দিয়ে দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার দাবি জানানো হয়। অভিযোগ, পাহাড়ে সমতলের গাড়ি চলতে না দেওয়া নিয়ে উসকানিমূলক কথাবার্তা বলা হচ্ছে। ফলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হচ্ছে। তবে সমাধানের আশ্বাস দিচ্ছেন প্রশাসনিক কর্তারা। দার্জিলিংয়ের আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক মিল্টন দাসের বক্তব্য, 'সমতলের সমস্ত গাড়ি পাহাড়ের সব জায়গায় চলাচল করবে, পাহাড়ের গাড়িও সমতলে একইভাবে চলবে। এখানে আলাদা কোনও নিয়ম নেই।'

মন খারাপ জখম হাতির

প্রথম পাতার পর

এদিকে, আহত হাতিটি ক্রমশই খুট্টিমারি জঙ্গল থেকে তোতাপাড়ার দিকে এগোচ্ছে।' বনকর্মীদের অনুমান, হাতিটি তার পুরোনো আস্তানা দলগাঁও জঙ্গলে ফেরার চেষ্টা করতে পারে।

সেই কারণে ওই হাতিটির দিকে বাড়তি নজর রাখা হচ্ছে। বন দপ্তরের এক আধিকারিকের কথায়, হাতিটি তার দুই সঙ্গীকে হারিয়েছে এবং নিজেও আহত হয়েছে। হাতিরা সচরাচর নিজেদের করিডর ভোলে না। তাই এই ঘটনাও আহত হাতিটির স্মৃতিতে থাকতে পারে এবং সেই থেকে পরবর্তীতে তার হিংস্র হয়ে ওঠাও অস্বাভাবিক কিছু হবে না।

এসআইআর কি বুমেরাং

প্রথম পাতার পর

এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে। তাঁরা এসআইআর-এর তদারকি করবেন।

কিন্তু তাঁদের সেসব প্ল্যান ভেস্তে দিতে যেন হইহই করে আসরে নেমে পড়েছে শাসকদল তৃণমূল। এসআইআর-এর বিরোধিতা আর এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যু-আত্মহত্যার অভিযোগকে সামনে রেখে এক ঢিলে বেশ কয়েকটা পাখি মেরেছেন তৃণমূল নেত্রী। প্রথমত এসআইআর-এর বিরোধিতাকে হাতিয়ার করে গোটা দলকে তিনি আগে পথে নামানো গিয়েছে। শুধু এখানে নয়, লড়াই দিল্লিতেও নিয়ে গিয়েছে তৃণমূল।

এমন এক ইস্যু, যাতে বাকি বিরোধী দলগুলি মমতার সুরে সুর মেলাতে বাধ্য হয়েছে। দ্বিতীয়ত, হাতের বাইরে বেরিয়ে যাওয়া মতুয়া, রাজবংশী ভোট ফেরানোর একটা সুযোগ এসেছে। সেজন্য চেষ্টায় ফাঁকফোকর রাখছে না তৃণমূল। তৃতীয়ত এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল, এসআইআর নিয়ে এই তুমুল হট্টগোলে বেমালুম চাপা পড়ে গিয়েছে এই আমলে যাবতীয় দুর্নীতির অভিযোগ।

এই আমলের ছোট-বড় নানা মাপের কেলেঙ্কারি নিয়ে কেউ আর কিছু বলছেন না। সাধারণ মানুষ ভোটার লিস্টে তাঁদের নাম আছে না কাটা পড়েছে, তা নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বাপবাপান্ত করতে করতে হন্যে হয়ে এখানে ওখানে দৌড়ে বেড়াচ্ছেন। পনেরো বছরের স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা কোথাও তেমন একটা কলকে পাচ্ছে না। বোঝার উপর শাকের আঁটির মতো এর সঙ্গে যোগ হয়েছে বাংলা বলার 'অপরাধে' এরাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর বিজেপি শাসিত রাজ্যে মারধরের ঘটনা। বাঙালি মনীষীদের ধারাবাহিক অপমান পদ্ম শিবিরকে দূরে ঠেলেছে আরও। তাই প্রশ্ন উঠছে, এসআইআর বিজেপির বুমেরাং হল না তো? তাছাড়া এরাজ্যে বিজেপির ছন্নছাড়া চেহারাটা এখনও মেরামত করা যায়নি।

দলে যে অন্য দলের দলছুটরা ছড়ি ঘোরাচ্ছেন, সেকথা আরএসএসের বাংলা, ইংরেজি মুখপত্রে ফলাও করে লেখা হচ্ছে। দলের নতুন রাজ্য সভাপতি এতদিনেও রাজ্য কমিটি পুরো তৈরি করতে পারলেন না। সবমিলিয়ে ভোটের মাস তিনেক আগে তাদের খুব একটা গোছানো বলে মনে হচ্ছে না। তার উপর দিল্লি থেকে দলে দলে অবাঙালি নেতাদের এখানে পাঠানো নিয়ে বঙ্গীয় পদ্ম শিবিরে অসন্তোষ চাপা থাকছে না। মুখ খুলতে শুরু করেছেন কেউ কেউ।

যদিও তাতে বিন্দুমাত্র আমল না দিয়ে দিল্লি পাঠানো রথী-মহারথীরা প্লেন বোঝাই করে এখানে এসে রুদ্ধদ্বার মিটিংয়ের পর মিটিং শুরু করে দিয়েছেন। তাতেও নানা উপলক্ষে ঘেঁটে দিতে যাওয়া বঙ্গ বিজেপির চেহারা কতটা ঝকঝকে হল, বোঝা মুশকিল। এমন দলের লোকজনকে চাঙ্গা করতে দিল্লি থেকে মোটিভেশন বক্তা আমদানি করা হবে বলে শোনা যাচ্ছে। তাঁরা ভোকাল টনিক দিয়ে কর্মীদের গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠার পথ বাতলে দেবেন। বঙ্গবিজয় করতে কোনও পথ বাকি রাখছে না পদ্ম শিবির।

মান্দারিনকে জিআই তকমা, কবে ঘুচবে

প্রথম পাতার পর

জিটিএ'র পর্যটন এবং উদ্যানপালন বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর সোনম ভুটিয়ার কথায়, 'মান্দারিনের উন্নয়নে কাজ করা হচ্ছে। সিঙ্কোনা প্রকল্পের অধিকর্তা এ বিষয়ে ভালো বলতে পারবেন।' অথচ সেই সিঙ্কোনা প্রকল্পের ডিরেক্টর স্যামুয়েল রাইয়ের গলায় শঙ্কার সুর, 'পাহাড়ে কমলা চাষের জায়গা ক্রমশ কমছে। যদি এর পরেও রাজ্য এবং জিটিএ যৌথভাবে উৎপাদন ও চাষের জন্য প্রয়োজনীয় সার্বিক পরিকাঠামো উন্নয়নে উদ্যোগ না নেয়, তবে পাহাড়ের কমলার ভবিষ্যৎ পুরোপুরি অন্ধকারে।'

সিঙ্কোনা প্রকল্পের একটি সূত্র বলছে, দার্জিলিং পাহাড়ে ২০০৭-'০৮ অর্থবর্ষে মান্দারিন কমলা চাষের এলাকা ছিল ১৯৭২ হেক্টর। ২০১৬ সালে সেই পরিমাণ কমে দাঁড়ায় ১১০০ হেক্টর। এরপর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতির অবনতি হতে থাকে। ২০২৩ সালে ৮০০ হেক্টরের পর ২০২৪-'২৫ সালে এসে খাতায়-কলমে কিছুটা বেশি দেখানো হলেও পাহাড়ে এখন আনুমানিক ৭৬০ হেক্টরের মতো জমিতে কমলার গাছ রয়েছে। আবহাওয়ায় ব্যাপক পরিবর্তনের জেরে পাহাড়ের নীচু এলাকায় উৎপাদন কমছে। বৃদ্ধি পেয়েছে রোগপোকার আক্রমণ।

বেশিরভাগ গাছই ২০ থেকে ২২ বছরের পুরোনো। সাইট্রাস ট্রিস্টেজা ভাইরাস (এসটিভি) সহ বিভিন্ন রোগপোকার আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে গাছ ও ফল, দুই-ই। মোকাবিলার পথ খুঁজতে কৃষকদের অসহায় অবস্থা। একাংশ ইতিমধ্যে রণে ভঙ্গ দিয়ে অন্য চাষে মন দিয়েছেন। অনেকে ঝক্কি না পোহাতে পেরে লেবুর গাছই উপড়ে ফেলেছেন।

রংলি রংলিয়ট ব্লকের মংপুদাড়ার কমলাচাষি চমনসিং প্রধান। একসময় তিন-চার বিঘা জমিতে তাঁর কমলার বাগান ছিল। এখন সাকুল্যে ৮০-৯০টি গাছ রয়েছে। প্রতিবছর রোগপোকার আক্রমণে ফল নষ্ট হয়। সিঙ্কোনা প্রকল্পের ডিরেক্টর একটি ওষুধ দিয়েছিলেন, সেটা স্প্রে করে কিছু ফল বাঁচিয়েছেন। সিটং-১ ব্লকের চাষি প্রভাত রাই বলছিলেন, 'সরকারি সহযোগিতা আর পরামর্শ পেলে আমাদের ঐতিহ্য এভাবে বিপদের মুখে পড়ত না।'

অভিযোগ, জিটিএ ও রাজ্য-উভয়েই চরম উদাসীন। সরকারি কোনও দপ্তর থেকে কৃষকদের কমলা চাষে উদ্বুদ্ধ করা হয়নি কিংবা ভালো উৎপাদন ও রোগ মোকাবিলায় জরুরি পরামর্শ দেয়নি। এছাড়া, 'দার্জিলিংয়ের কমলালেবু' নামে ভিনরাজ্যের লেবু যেভাবে পথেঘাটে বিকোচ্ছে, তা পর্যটকদের মনে পাহাড়ি সম্পদটি সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব তৈরি করছে।

মান্দারিনের স্বত্বাধিকারী হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে দার্জিলিং অর্গানিক ফার্মার্স প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন (ডিওএফপিও)। উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় জিআই ট্যাগের জন্য আবেদন জানিয়েছিল। এই প্রচেষ্টার মূলে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) ডঃ তুলসী শরণ ঘিমিরে। ২০২১ থেকে ২০২৫ সালের নভেম্বর পর্যন্ত প্রচুর তথ্য আদানপ্রদান, ফলের নমুনা জমা দেওয়া এবং শুনানিতে অংশগ্রহণ সহ একাধিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাওয়ার পর জিআই তকমা এসেছে ঝুলিতে।

প্রশ্ন উঠছে, জিআই ট্যাগ তো এল, কিন্তু পাহাড়ে কার্যত অবলুপ্তির পথে হাঁটা মান্দারিনকে কীভাবে পুনরুজ্জীবিত করা হবে? সিঙ্কোনা প্রকল্পের অধিকর্তার দাবি, 'পরীক্ষামূলকভাবে আমাদের প্রকল্প এলাকায় লেবুর নতুন প্রজাতির সামান্য পরিমাণে চাষ করা হয়েছে। সেখানকার ফলনে ঢের দেরি।' তাঁর ব্যাখ্যায়, 'দার্জিলিং ও কালিম্পং পাহাড়ে কমলা চাষের এলাকা কমছে। এর মূল কারণ, বহু বছরের পুরোনো গাছ ও তাতে রোগপোকা, ভাইরাসের আক্রমণ। মান্দারিনের গৌরব ফেরাতে রাজ্য ও জিটিএ-কে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিকল্পনা মেনে কাজ করতে হবে। অন্যথায় চার-পাঁচ বছর পর এর কোনও অস্তিত্ব থাকবে না হয়তো।'

এই অবহেলাই দার্জিলিংয়ের অপর হেরিটেজ টয়ট্রেনকে তিলে তিলে শেষ করছে। সবুজ বাগিচার আকাশও দখল নিচ্ছে কালো মেঘ। কবে ঘুম ভাঙবে প্রশাসনের? উত্তর খোঁজে পাহাড়।

বুধবার রায়পুরে হতে পারে বিশেষ বৈঠক

রোকো বনাম গুরু গম্ভীর ‘যুদ্ধ’ নিয়ে বাড়ছে উত্তাপ

রায়পুর, ১ ডিসেম্বর : লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে। গোলাগুলিও চলছে। সঙ্গে বাড়ছে উত্তাপ!

আপাতত স্কোরলাইন বিবেচনা করলে বলা যেতেই পারে, ‘রোকো’-১। গুরু গম্ভীর-০।

আরও স্পষ্ট করে বললে, ‘রোকো’ জুটিই এখন গুরু গম্ভীরের ত্রাতা, ভরসা, বিপত্তারিণীও। ২০২৪ সালে ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হওয়া। দিন কয়েক আগে ঘরের মাঠে ফের টেস্ট সিরিজে চুনকাম হওয়ার লজ্জা। এবার প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা। লাল বলের ক্রিকেটে ঘরের মাঠে ধারাবাহিকভাবে মুখ পোড়ার পর কোচ গৌতম গম্ভীর প্রবল চাপে। যদিও তাঁর চাকরি হারানোর সম্ভাবনা আপাতত নেই। কারণ, ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের শীর্ষকর্তাদের ‘আশীর্বাদ’ রয়েছে গম্ভীরের মাথায়।

সেই আশীর্বাদ থাকলেও গুরু গম্ভীরের ‘ডানা ছাঁটা’ ভারতীয় ক্রিকেটে শুরু হয়ে গিয়েছে। আর এই ডানা ছাঁটার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্ব হতে চলেছে বুধবার রায়পুরে। সেদিন ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচ রয়েছে। সেই ম্যাচের আগে কোচ গম্ভীর ও জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকারের সঙ্গে বিসিসিআইয়ের শীর্ষকর্তাদের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হতে চলেছে বলে খবর। বোর্ডের তরফে সরকারিভাবে আসন্ন এই বৈঠক নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরের খবর, ‘রোকো’ জুটির সঙ্গে গুরু গম্ভীরের তৈরি হওয়া দূরত্ব মেটানোর পাশে কোচ হিসেবে তাঁর অতি আগ্রাসী মনোভাব বদলের বিষয় নিয়েই রায়পুরে হতে চলেছে সাম্প্রতিককালের ভারতীয় ক্রিকেটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। বোর্ডের এক শীর্ষকর্তার কথায়, ‘রোকোর সঙ্গে গম্ভীরের

দ্বিতীয় ওডিআইয়ের জন্য রায়পুর রওনা হওয়ার আগে গৌতম গম্ভীর।

সম্পর্কের রসায়ন থেকে শুরু করে ভারতীয় কোচের অতি আগ্রাসী মনোভাব ও মন্তব্যে রাশ টানার সময় এসেছে।’

আড়াই মাস পরে টি২০ বিশ্বকাপ। ২০২৭ সালের নভেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে রয়েছে একদিনের বিশ্বকাপের আসর। এমন অবস্থায় বিসিসিআই মনে করছে, গম্ভীরকে দ্রুত নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি। সঙ্গে ‘রোকো’ জুটিকেও তাঁদের প্রাপ্য সম্মান দেওয়া প্রয়োজন। রাঁচিতে গতকালের একদিনের ম্যাচে রোহিত শর্মা শতরান না পেলেও দুর্দান্ত ব্যাটিং করেছেন। বিরাট কোহলি শতরান করেছেন। তাঁর শতরানের উচ্ছাসের মধ্যে লুকিয়ে ছিল নীরব বার্তাও। সেই বার্তা যে কোচ গম্ভীরের উদ্দেশ্যে, বোঝার জন্য ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন হয় না। পরে ভারতীয় দলের সাজঘরের নানান ছবিতে দেখা গিয়েছে, কোচ গম্ভীরের দিকে ঘুরেও তাকাননি কিং কোহলি। সাজঘরে দলের সাফল্যের উৎসবের সময় ‘রোকো’-রা ছিলেন না। বিরাটের শতরানের পর সাজঘরের বারান্দায় হিটম্যানের আবেগ

রাঁচিতে ম্যাচ শেষে গৌতম গম্ভীরকে এড়িয়ে সাজঘরে ঢুকে যান বিরাট কোহলি। এই ছবি জল্পনা বাড়িয়েছে।

দেখলে একটাই কথা মনে হবে, ইয়ে দোস্তি হাম নেহি তোড়েঙ্গে। তাহলে কি ‘রোকো’ বনাম গম্ভীর, টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে এমন মেরুকরণ হয়ে গিয়েছে?

স্পর্শকাতর এমন প্রশ্নের জবাব জানে না দুনিয়া। গম্ভীরকে শেষ পর্যন্ত থামানো যাবে কিনা, তাও স্পষ্ট নয়। কিন্তু তার আগে ‘রোকো’ বনাম গুরু গম্ভীরের অদৃশ্য যুদ্ধ কোন পথে যায়, সেটাই এখন দেখার। লড়াইটা কিন্তু চলবে বলেই মনে করছে দুনিয়া।

এদিকে, সোমবার বিকালের দিকে একই বিমানে রাঁচি থেকে রায়পুর পৌঁছে গিয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম ওডিআইয়ে চেনা ছন্দে পাওয়া গেল বিরাট কোহলিকে।

সেরা ওডিআই ব্যাটার, বিরাট-বন্দনায় সানি

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর : টি২০-র জমানা।

ক্রিজে নামো আর চালাও। গত টেস্ট সিরিজে যে স্ট্র্যাটেজিতে ডুবেছে ভারতীয় ব্যাটিং। নতুন প্রজন্মের সঙ্গে ঠিক এখানেই ব্যবধান বিরাট কোহলির। ক্রিজে নেমেই ঝুঁকির শট, বিগহিটের রাস্তায় হাঁটার বদলে ধীরেসুস্থে ইনিংস গড়া। সোজা ব্যাটে যথাসম্ভব ‘ভি’-এর শট খেলার মানসিকতা বাকিদের থেকে আলাদা করেছে বিরাটকে। বক্তা সুনীল গাভাসকার।

উত্তেজক ম্যাচ। রুদ্ধশ্বাস পরিণতি। সবকিছু ছাপিয়ে বিরাট ক্লাসিক। গাভাসকারের মতে, ‘ক্রিজে নেমেই চালানোর পথে হাঁটে না ও। বিরাট জানে, এটা ওর শক্তি নয়। ওর শক্তি কভারের মধ্যে দিয়ে শট খেলা, স্ট্রেট ড্রাইভ কিংবা ফ্লিক। মাঝেমধ্যে বটম হ্যান্ড ফ্লিকে মিড উইকেটের ওপর দিয়ে ছক্কা। বেশিরভাগ শটই ‘ভি’-এর মধ্যে। ব্যাটিংয়ের সবচেয়ে নিরাপদ স্ট্র্যাটেজি। বিশেষত যে পিচে বল নীচু হয়, মুভ করে। সবমিলিয়ে আমার দেখা ওডিআই ক্রিকেটের সেরা ব্যাটার।’

বিরাটের লম্বা ইনিংস মানে ‘রানিং বিটুইন দ্য উইকেট’-এর দুরন্ত প্রদর্শনী। সাঁইত্রিশে পা রেখেও যে দৌড়ের গতি এতটুকু কমেনি। গাভাসকারের কথায় যে কোনও ফরম্যাটে ‘সিঙ্গলস’ ইনিংস তৈরির অন্যতম শর্ত। বিরাটের ব্যাটিংয়ে যা ভীষণভাবে রয়েছে। গাভাসকার আরও বলেছেন, ‘দর্শকরা চায় দ্রুতগতিতে রান উঠুক। বিগহিটের ফুলঝুরি। কিন্তু বিরাটের নিজস্ব একটা গতি রয়েছে। দলের স্বার্থে কোনটা সঠিক জানে। তারই প্রতিফলন ঘটে ওর ইনিংসে।’

বিরাট-দাপট ব্যবধান গড়ে দিলেও দক্ষিণ আফ্রিকা শেষপর্যন্ত যেভাবে লড়াই করেছে, তা নিয়ে

> ৩৭-৩৮ বছর বয়সিদের সঙ্গে কথা বলবেন, ওরা বলবে বাড়ি, তাদের পোষ্য, বাচ্চাদের ছেড়ে থাকতে ভালোবাসে না। বিরাট সেখানে দেশের হয়ে খেলার জন্য সব সময় মুখিয়ে। ওর উইকেটের মাঝে দৌড়, ফিল্ডিং, ডাইভ দেওয়া-প্রতি পদে সেই খিদেটা দেখা যায়।
>
> **ডেল স্টেইন**

গৌতম গম্ভীরদের সতর্ক করছেন সানি। তাঁর মতে, ৩৫০ রান তাড়া করে শেষ ওভার পর্যন্ত যেভাবে লড়াই করেছেন মার্কো জানসেনরা, প্রশংসার দাবি রাখে। ১১/৩ থেকে প্রতিপক্ষের মরিয়া প্রত্যাবর্তনকে গুরুত্ব না দিলে সিরিজের বাকি দুই ম্যাচে ভারত কিন্তু সমস্যায় পড়বে।

ডেল স্টেইনও মুগ্ধ বিরাটের সাফল্যের খিদে দেখে। বলেছেন, ‘৩৭-৩৮ বছর বয়সিদের সঙ্গে কথা বলবেন, ওরা বলবে বাড়ি, তাদের পোষ্য, বাচ্চাদের ছেড়ে থাকতে ভালোবাসে না। বিরাট সেখানে দেশের হয়ে খেলার জন্য সব সময় মুখিয়ে। ওর উইকেটের মাঝে দৌড়, ফিল্ডিং, ডাইভ দেওয়া-প্রতি পদে সেই খিদেটা দেখা যায়। মানসিকভাবে তরতাজা থাকে সবসময়। ওর ইউএসপি মানসিক শক্তি ও ফিটনেস। দুই-তিনদিন প্র্যাকটিসের বাইরে থাকলেও তার প্রভাব পড়ে না।’

এদিকে, ‘গ্রোভেল’ বিতর্কে শুকরি কনরাডকে একহাত নিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার হেডকোচের ‘ভারতকে পায়ের নীচে রাখতে চাই’ মন্তব্য নিয়ে গাভাসকার বলেছেন, ‘আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রত্যাবর্তনে (১৯৯১-’৯২) ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সহযোগিতার কথা মনে রাখা উচিত। প্রত্যাবর্তনে ওরা প্রথম ম্যাচ খেলেছিল ভারতের মাটিতেই। বর্তমানের দিকে তাকালে দক্ষিণ আফ্রিকার টি২০ লিগে ছয়ের মধ্যে পাঁচটি ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকানা ভারতীয়দের হাতে। শুধুমাত্র সেদেশের আন্তর্জাতিক তারকারা নয়, এতে উপকৃত আগামী প্রজন্ম, ঘরোয়া ক্রিকেটাররাও। ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেটীয় সম্পর্ক বরাবরই ইতিবাচক। আশা করব, পরবর্তী সাংবাদিক সম্মেলনে নিজের ভুলটা শুধরে নেবেন।’

বিরাটকে থামানো অসম্ভব ছিল : জানসেন

রাঁচি, ১ ডিসেম্বর : ছোট থেকেই ভক্ত। নেট বোলারের ভূমিকায় প্রিয় তারকাকে বলও করেছেন। এখন প্রতিপক্ষ। যদিও বিরাট কোহলিকে নিয়ে মুগ্ধতা এতটুকু কমেনি মার্কো জানসেনের। রাঁচির মহাকাব্যিক ইনিংসের পর সেই মুগ্ধতা ঝরে পড়ল দীর্ঘকায় প্রোটিয়া স্পিডস্টারের কথায়। স্মৃতি রোমন্থনে পিছিয়ে গেলেন ২০১৭-১৮-তে। যখন সফরকারী ভারতীয় দলের নেটে বিরাটের বিরুদ্ধে বল করেছিলেন।

উত্তেজক রাঁচি ম্যাচ শেষে জানসেন বলেন, ‘ওর খেলা দেখা উপভোগ করতাম। টিভিতে ওকে দেখে বড় হয়েছি। এখন ম্যাচে বল করছি। প্রতিপক্ষ। তবে একই সঙ্গে যে লড়াই আমি উপভোগও করি।’ প্রোটিয়া স্পিডস্টারের মতে, নিখুঁত ইনিংস। গোটা ইনিংসজুড়ে দারুণ সব ড্রাইভ করেছেন বিরাট। চোখধাঁধানো পুল, কাট। প্রথমবার নেটবোলার হিসেবে যখন দেখেছিলেন তার থেকে এখন খুব বেশি পরিবর্তন ঘটেনি। এখনও বিরাটের মধ্যে সেই লম্বা ইনিংস

নেট বোলার থেকে প্রতিপক্ষ

খেলার খিদে ভীষণভাবে রয়েছে।

মহেন্দ্র সিং ধোনির পাড়ার মাঠে যে বিরাট ক্লাসিক থামানো কার্যত অসম্ভব ছিল মেনে নিচ্ছেন। জানসেনের কথায়, বিরাটের মতো বিশ্বমানের ব্যাটারদের আউট করা সবসময় কঠিন। সবসময় লক্ষ্য থাকে, প্রথম ১০-১৫ বলের মধ্যে আউট করার। কারণ, একবার ক্রিজে থিতু হয়ে গেলে বোলারদের জন্য চ্যালেঞ্জ আরও কঠিন হয়ে যায়। তখন থামানো কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়ে।

চলতি ভারত সফরে জানসেন নিজেও দুরন্ত ফর্মে। ব্যাটে-বলে অলরাউন্ড শোয়ে প্রায় প্রতি ম্যাচে নজর কাড়ছেন। রাঁচি দ্বৈরথে গতকাল যেমন টপ অর্ডারের ব্যর্থতায় বেলাইন দলকে ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে লড়াইয়ে ফেরান। প্রায় হারা ম্যাচের রং বদলে দেওয়ার সম্ভাবনায় আতঙ্কে রাখেন ভারতীয় শিবিরকে। নিজের ব্যাটিং তাণ্ডব নিয়ে জানসেনের সহজ সরল ব্যাখ্যা, ‘বলটা ঠিকঠাক দেখি এবং সেই মতো খেলার চেষ্টা করি। এটুকু বলতে পারি, এই মুহূর্তে আমার জন্য যা দারুণ কাজ করছে।’

ড্র করে মুখ ঢাকলেন রিয়াল মাদ্রিদ অধিনায়ক ফেডেরিকো ভালভের্দে।

আজ মাঠে ফিরছেন হার্দিক

হায়দরাবাদ, ১ ডিসেম্বর : অপেক্ষার অবসান। বাইশ গজে ফিরতে চলেছেন অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া। চোটের কারণে দীর্ঘসময় তিনি ক্রিকেটের বাইরে ছিলেন। আপাতত হার্দিক ফিট। চলতি সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-র আসরে মঙ্গলবার বরোদার হয়ে গুজরাটের বিরুদ্ধে ম্যাচে মাঠে নামতে চলেছেন হার্দিক। তাঁকে দেখার জন্য আগামীকাল জাতীয় নির্বাচক কমিটির অন্যতম সদস্য প্রজ্ঞান ওঝা মাঠে হাজির থাকবেন বলে খবর।

তিন ম্যাচে চার পয়েন্ট বরোদার। বাংলার বিরুদ্ধে হার দিয়ে ক্রুণাল পান্ডিয়ারা মুস্তাক আলি অভিযান শুরু করেছিলেন। সেই সময় দলের সঙ্গে ছিলেন না হার্দিক। আগামীকাল মুস্তাক আলিতে বরোদার চার নম্বর ম্যাচে মাঠে ফিরতে চলেছেন হার্দিক। ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ নিয়ে এখন ব্যস্ত টিম ইন্ডিয়া। একদিনের সিরিজের পরই রয়েছে টি২০ সিরিজ। সেই টি২০ সিরিজের দলে হার্দিকের থাকার কথা। তার আগে তিনি তাঁর ম্যাচ ফিটনেসের প্রমাণ দেওয়ার জন্যই আগামীকাল বরোদার হয়ে মুস্তাক আলি প্রতিযোগিতায় খেলতে নামছেন।

সিওই-তে রিহ্যাব শুরু শুভমানের

বেঙ্গালুরু, ১ ডিসেম্বর : ঘাড়ের চোট সারিয়ে মেন ইন ব্লু-তে ফেরার অপেক্ষা। সেই লক্ষ্যে রিহ্যাব শুরু করে দিলেন শুভমান গিল।

চণ্ডীগড় বিমানবন্দর থেকে বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের পথে শুভমান গিল।

গুয়াহাটি থেকে ফিরে মুম্বইয়ে গত কয়েকদিন ফিজিওর তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা করাচ্ছিলেন। সোমবার বেঙ্গালুরুস্থিত ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে (সিওই) শুরু করলেন চূড়ান্ত পর্বের রিহ্যাব।

৯ ডিসেম্বর কটকের বারাবাটি স্টেডিয়ামে টি২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচ। সূত্রের খবর, সবকিছু ঠিকঠাক চললে কটক থেকেই হয়তো নীল জার্সিতে প্রত্যাবর্তন ঘটবে শুভমানের। মাঠে ফেরার প্রক্রিয়ায় রীতিমতো ঘাম ঝরাচ্ছেন। আপাতত কয়েকদিন যা চলবে বেঙ্গালুরুস্থিত সিওই-তে। ফিটনেস নিয়ে সবুজ সংকেত মিললে ৬-৭ ডিসেম্বর কটকে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন।

ইডেন গার্ডেন্সে অনুষ্ঠিত টেস্টের দ্বিতীয় দিনে ঘাড়ে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন শুভমান। আইসিইউ-তে পর্যন্ত ভর্তি হতে হয়। দলের সঙ্গে গুয়াহাটিতে গেলেও শেষপর্যন্ত দ্বিতীয় টেস্ট শুরুর আগেই ফিরে আসেন। মাঝের কয়েকদিনে চোট অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছেন শুভমান। ওডিআই সিরিজে না থাকলেও টি২০ সিরিজে ফেরার সম্ভাবনা প্রবল।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড যদিও তাড়াহুড়োয় নারাজ। এক শীর্ষ আধিকারিকের দাবি, সিওই-তে রিহ্যাব চলাকালীন সেখানকার স্পোর্টস সায়েন্স টিম শুভমানের ফিটনেসের হাল খতিয়ে দেখবেন। স্কিল ট্রেনিংয়ে গিলের মুভমেন্টের বিষয়টি খুঁটিয়ে দেখা হবে। যদি ন্যূনতম অস্বস্তি থাকে, প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া দীর্ঘ হবে। এখন দেখার, টি২০ সিরিজের দল নির্বাচনি বৈঠকে বসার আগে শুভমানের ফিটনেস নিয়ে ছাড়পত্র আসে কি না।

দ্বিতীয় ওডিআই খেলতে রায়পুরের উদ্দেশে রওনা হলেন রোহিত শর্মা। সোমবার।

আজ হিমাচল অভিযানে বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : তিন ম্যাচে পয়েন্ট আট। কিন্তু তারপরও স্বস্তিতে নেই বাংলা।

গতকাল পাঞ্জাবের অভিষেক ম্যাচে শর্মার তাণ্ডবে ছারখার হয়ে গিয়েছে বাংলার ক্রিকেট সংসার। সেই ধাক্কা সামলানোর

> পাঞ্জাব ম্যাচ ভুলে আগামীকাল হিমাচলপ্রদেশের বিরুদ্ধে নতুনভাবে শুরু করতে হবে আমাদের।
>
> **লক্ষ্মীরতন শুক্লা**

আগেই মঙ্গলবার অভিমন্যু ঈশ্বরণদের প্রতিপক্ষ হিমাচলপ্রদেশ। জোড়া জয়ের সাফল্যের রেশ উধাও বাংলা দলের। বরং রয়েছে টেনশনের চোরাস্রোত। কারণ গতকাল পাঞ্জাব ম্যাচ হারের পর টিম বাংলা এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে, যেখানে মুস্তাক আলির গ্রুপ ‘সি’-তে বাকি থাকা সব ম্যাচই কার্যত ফাইনালের মতোই। কোনও একটি ম্যাচে ফের ব্যাটিং-বোলিংয়ে বিপর্যয় মানেই গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায়ের ঘণ্টা বেজে যাওয়া।

শুধু তাই নয়, দলের ব্যাটিংয়ের পাশে বোলিং নিয়েও তৈরি হয়েছে উদ্বেগ। গতকাল অভিষেক তাণ্ডব যখন চলছিল হায়দরাবাদের জিমখানা মাঠে, তখন মহম্মদ সামি, আকাশ দীপদের বোলিংয়ে কোনও প্ল্যান ‘বি’ দেখা যায়নি। ফলে বোলিং নিয়ে

সৈয়দ মুস্তাক আলি

টেনশন কাটছে না। ব্যাটিং নিয়েও একই অবস্থা। ওপেনিংয়ে অভিষেক পোড়েল ও করণ লাল সফল না হলেই মিডল অর্ডারে চাপ পড়ছে। আর সেই চাপ সামলাতে পারছেন না অভিমন্যুরা। কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা গলায় একরাশ উদ্বেগ নিয়ে আজ বলছিলেন, ‘কোনও কোনও ম্যাচে এমন হয় যার সহজে ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। পাঞ্জাব ম্যাচটা তেমনই ছিল। সেই ম্যাচ ভুলে আগামীকাল হিমাচলপ্রদেশের বিরুদ্ধে নতুনভাবে শুরু করতে হবে আমাদের।’

লা লিগায় তিন ম্যাচ জয়হীন রিয়াল মাদ্রিদ

মাদ্রিদ, ১ ডিসেম্বর : টানা তিন ম্যাচ ড্র। দুরন্ত ছন্দে লা লিগা শুরু করলেও আচমকা যেন ছন্দহীন রিয়াল মাদ্রিদ।

রবিবার ভারতীয় সময় গভীর রাতে জিরোনার বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচে ১-১ গোলে ড্র করেছে রিয়াল। ম্যাচের ৪৫ মিনিটে আজেদ্দাইন ওনাহির গোলে এগিয়ে যায় জিরোনা। ৬৭ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে সমতা ফেরান কিলিয়ান এমবাপে। এই

> এই ফল মোটেও প্রত্যাশিত নয়। তবে লিগের অনেক ম্যাচ বাকি রয়েছে। খেলার ধরন বদলাতে হবে আমাদের।
>
> **কিলিয়ান এমবাপে**

ম্যাচ ড্র করায় ১৪ ম্যাচে ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে লিগের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। শীর্ষে থাকা চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার থেকে ১ পয়েন্টে পিছিয়ে।

দল ছন্দ হারালেও নিজের ছন্দ ঠিক বজায় রেখেছেন কিলিয়ান এমবাপে। প্রায় প্রতি ম্যাচেই গোল পাচ্ছেন তিনি। জিরোনার বিরুদ্ধে গোল করলেও জয় না পাওয়ায় বেশ হতাশ ফরাসি তারকা। এমবাপে বলেছেন, ‘এই ফল মোটেও প্রত্যাশিত নয়। তবে লিগের অনেক ম্যাচ বাকি রয়েছে। খেলার ধরন বদলাতে হবে আমাদের।’

ফের হার ভারতের

চেংদু, ১ ডিসেম্বর : মিক্সড টিম বিশ্বকাপ টেবিল টেনিসে দ্বিতীয় দিনেও পরাজয় ভারতের। সোমবার মণিকা বাত্রারা ৮-৪ ব্যবধানে জাপানের কাছে পরাজিত হন। মহিলাদের সিঙ্গলসে মণিকা বাত্রা ও পুরুষদের সিঙ্গলসে মানব ঠক্কর দুইটি করে গেম জিতেছেন। তবে মিক্সড ডাবলস ও মহিলাদের ডাবলসে তিনটি গেমেই পরাজিত হন ভারতীয়রা।

চিন্নাস্বামী নিয়ে অনিশ্চয়তা জারি

বেঙ্গালুরু, ১ ডিসেম্বর : পদপিষ্টের ঘটনায় এম চিন্নাস্বামী ক্রিকেট স্টেডিয়াম নিয়ে অনিশ্চয়তা অব্যাহত। গতবারের চ্যাম্পিয়ন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। প্রথামাফিক উদ্বোধনী ম্যাচের সঙ্গে ফাইনাল অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা আরসিবি-র ঘরের মাঠ চিন্নাস্বামীতে। যদিও সেই সুযোগ আদৌ মিলবে কীনা, জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। টানাপোড়েন ২০২৬ আইপিএলে ঘরের মাঠে বিরাট কোহলিদের খেলা নিয়েও।

পিডব্লিউডি চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম নিয়ে কর্ণাটক রাজ্য ক্রিকেট সংস্থাকে নোটিশ পাঠিয়েছে স্টেডিয়ামের পরিকাঠামোর নিরাপত্তাজনিত বিশদ রিপোর্ট চেয়ে। এনএবিএল নথিভুক্ত বিশেষজ্ঞদের দিয়েই পরিকাঠামোর নিরাপত্তার বিষয়টি খতিয়ে দেখেই রিপোর্ট জমা দিতে হবে। রিপোর্ট নেতিবাচক মানে চিন্নাস্বামীতে আইপিএল আয়োজন বিশবাঁও জলে।

পিডব্লিউডি-র থেকে লিজ নেওয়া ১৭ একর জমিতে বেঙ্গালুরু শহরের মাঝে ১৯৬৯ সালে গড়ে ওঠে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম। গত ৪ জুন প্রথমবার আইপিএল জয়ের উৎসবে মর্মান্তিক ঘটনায় ছন্দপতন। স্টেডিয়ামে ঢোকার পথে পদপিষ্ট হয়ে ১১ জনের প্রাণ হারানোর জেরে অঘোষিত ‘নিষেধাজ্ঞা’ জারি। মহিলা ওডিআই বিশ্বকাপের একঝাঁক ম্যাচ সরানো হয় চিন্নাস্বামী থেকে। আইপিএল-ও সেই পথে এগোচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। নিরাপত্তাজনিত রিপোর্ট অনুকুল না হলে ম্যাচ আয়োজনের সুযোগ হাতছাড়া করবে চিন্নাস্বামী। বিরাটরা হারাবেন ঘরের মাঠে সমর্থকদের সামনে খেলার সুবিধা।

রাঁচিতে জয়ের পর টিম হোটেলে কেক কাটেন লোকেশ রাহুল। যদিও তাতে যোগ দেননি বিরাট।

সন্তোষের ট্রায়ালে পাসাং-করণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : সোমবার সন্তোষ ট্রফির জন্য বাংলা দলের ট্রায়ালে প্রিমিয়ার ডিভিশনের ফুটবলাররা যোগ দিলেন। এদিন প্রায় ৮০ জন ফুটবলার উপস্থিত ছিলেন। আইএফএ সূত্রের খবর, মোহনবাগান থেকে উত্তরবঙ্গের দুই ফুটবলার পাসাং দোরজি তামাং, করণ রাই সহ চারজন উপস্থিত ছিলেন। তেমনই ইস্টবেঙ্গল থেকে সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল বেসরা, তন্ময় দাস সহ ছয়জন ফুটবলারকে এদিন ট্রায়ালে দেখা যায়। আগামী ১০ তারিখের মধ্যে ৪০ জন ফুটবলারের প্রাথমিক তালিকা জমা দেবেন কোচ সঞ্জয় সেন।

কাল স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে বৈঠক ক্রীড়া দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : আগামী ৩ ডিসেম্বর সম্ভবত এদেশের ফুটবলের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ দিন হতে চলেছে। ইন্ডিয়ান সুপার লিগ সহ এদেশের ফুটবল ইকো সিস্টেম নিয়ে আলোচনার জন্য অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন সহ যাবতীয় স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে আগামী বুধবার আলোচনায় বসতে চলেছে কেন্দ্রীয় ক্রীড়া দপ্তর।

একইদিনে ছয়টা সভা করবেন ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য। হবে নয়াদিল্লিতে সাইয়ের সদর দপ্তরে। আইএসএল ক্লাব, আই লিগ ক্লাব, এফএসডিএল, ব্রডকাস্টার ও ওটিটি প্ল্যাটফর্ম, আগ্রহী অন্যান্য কোম্পানি, সবশেষে সব স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে একসঙ্গে বসবেন মন্ত্রী। এছাড়াও দরপত্র ছাড়া এবং যাচাইয়ের জন্য যে কোম্পানিকে দায়িত্ব দেওয়া হয় সেই কেপিএমজি-কেও সভায় উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। সভায় সশরীরে এবং ভার্চুয়ালি, দুইভাবেই উপস্থিত থাকা যাবে। ব্রডকাস্টারদের

গোপনে আলোচনা জিন্দাল ও মোহন-ইস্টের?

মধ্যে দূরদর্শন প্রতিনিধিরাও উপস্থিত থাকতে পারেন বলে খবর। কারণ আসন্ন আইএসএলে সরকারি এই টেলিভিশনের কথাও ভাবা হয়েছে সম্প্রচারকারী হিসাবে। এদিনই এআইএফএফ সভাপতির কাছে চিঠি দিয়ে এই সভার কথা জানানো হয়। এর আগে গত ২১ নভেম্বর দেশের শীর্ষ আদালতের পিএস নরসিমহা ও জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ ছিল, আইএসএল হওয়ার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগী হওয়ার। এফএসডিএলকে কেন আলাদা করে ডাকা হয়েছে, এই বিষয়েই এখন কৌতূহলী দেশের ফুটবল মহল। মনে করা হচ্ছে, আইএসএল আয়োজনের ধরন জানতেই এফএসডিএল প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলবেন মাণ্ডব্য। এফএসডিএলের সঙ্গে ফেডারেশনের গত ১৫ বছরের এমআরএ (মাস্টার রাইটস এগ্রিমেন্ট) শেষ হয়ে যাচ্ছে ৮ ডিসেম্বর। যার জেরে এই মরশুমে এখনও শুরু হয়নি দেশের সর্বোচ্চ লিগ থেকে নীচের ধাপের কোনও লিগই। কারণ দরপত্র বাজারে ছাড়া হলেও আরপিএফ (রিকোয়েস্ট ফর প্রোপোজাল) গ্রহণ করতে এগিয়ে আসেনি কোনও কোম্পানিই। আর তাতেই তৈরি হয়েছে এক অচলাবস্থা। এখন দেখার এই সভা সেই অচলাবস্থা কাটাতে পারে কি না।

এদিকে, কলকাতায় থাকা কল্যাণ চৌবে আবার আলাদা করে আলোচনায় ডাকেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট, ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের প্রতিনিধিদের। এর মধ্যে মোহনবাগান আগেই জানিয়ে দেয়, তাদের কোনও প্রতিনিধি যাবে না এই সভায়। শোনা যাচ্ছে, গত শুক্রবার পার্থ জিন্দাল এসে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল প্রতিনিধিদের সঙ্গে অতি গোপন এক বৈঠক করে যান। কী আলোচনা হয় তা অবশ্য জানা যায়নি। জিন্দালরা আই লিগ সহ বাকি লিগের জন্য দরপত্র দিতে আগ্রহী বলে খবর। এছাড়াও তারা ক্লাবগুলির টাকায় লিগ করার যে প্রস্তাব দেয়, তেমন কিছু নাকি ফেডারেশনের পরবর্তী নির্বাচন, কী নিয়ে এই আলোচনা তা পরিষ্কার নয় কোনও পক্ষই মুখ না খোলায়।

বিশ্বকাপের স্বপ্ন বিবিয়ানোর চোখে

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : শুধু এশিয়ান কাপের মূলপর্বে খেলাই নয়, এবার অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের স্বপ্নও দেখতে শুরু করেছেন বিবিয়ানো ফার্নান্ডেজ।

দল পৌঁছে গেছে এশিয়ান কাপের মূলপর্বে। কাজ শেষে আপাতত ছুটি কয়েকটা দিনের। দুপুর দুটো নাগাদ উড়ান থেকে নেমে নিজেই ফোন করলেন। বলেছেন, 'গোয়াতে এসে এই নামলাম। তাই আপনি ফোনে পাননি। এখন কয়েকটা দিনের বিশ্রাম।' দলকে ছুটি দিলেও ইতিমধ্যেই মে মাসের জন্য পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছেন দলের হেড কোচ। প্রচুর ম্যাচ খেলতে চান এখন। বিবিয়ানোর কথায়, 'এই তো সবে একটা ধাপ পেরোতে পেরেছি। এখনও অনেক পথ চলা বাকি। প্রচুর ম্যাচ খেলতে হবে। বিশেষ করে বিশ্বের উপরের দিকে থাকা দলগুলোর সঙ্গে না খেললে যোগ্যতা অর্জন করতে পারব না।' কিন্তু আপনার দল তো মূলপর্বে পৌঁছেই গিয়েছে? প্রশ্নটা শুনে উলটো দিকে মৃদু হাসির আওয়াজ। এরপর যা বললেন সেই কথা শুনে অবাক হওয়ার পালা এই প্রতিবেদকের। বিবিয়ানো বললেন, 'আমি এশিয়ান কাপের নয়, বিশ্বকাপের কথা বলছি। প্রথম আটে থাকতে পারলে সরাসরি বিশ্বকাপে পৌঁছানো যাবে।' স্বপ্ন দেখছেন নিজে, দেখাচ্ছেন

বাড়ি ফিরে স্ত্রী সাতিনার সঙ্গে বিবিয়ানো ফার্নান্ডেজ। সোমবার।

দলের ছেলেদের এবং অবশ্যই দেখাতে চান সারা দেশবাসীকে। রবিবার ম্যাচের পরই শুভেচ্ছা জানান এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবে। তাঁকেও এই স্বপ্নের কথা জানিয়ে দিয়েছেন বিবিয়ানো।

শেষ ম্যাচে ইরানের মতো দল। এত উচ্চমানের একটা দলকে হারানোর ফর্মুলা কী জানতে চাইলে গোয়ান কোচ বলেছেন, 'আমাদের কাছে এটা মাস্ট উইন ম্যাচ ছিল। জিততে না পারলে যাবতীয় স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যেত। লেবানন ম্যাচে হারের পর থেকে ছেলেদের মধ্যে জেদ এসে যায় যে শেষ ম্যাচে জিততেই হবে। এদের বিশ্বাস ছিল যে বাছাইপর্ব পার করা সম্ভব। আমার কাজ ছিল ছেলেদের ওই উৎসাহটাকে কাজে লাগানো। আর বাস্তবে কীভাবে রূপায়ণ করা সম্ভব সেই রাস্তা দেখিয়ে দেওয়া। টেকনিকালি ও ট্যাকটিকালি যা যা বলা এবং করা দরকার সবই করেছিলাম। আর একটা কথা ছেলেদের বলেছিলাম। সেটা হল, ইরান আমাদের থেকে অভিজ্ঞতাই বলুন কী টেকনিক, সবদিকেই এগিয়ে। কিন্তু তবুও সারা ম্যাচে অন্তত দুইটি কী তিনটি সুযোগ আমরা পাবই। আর সেটাকেই কাজে লাগাতে হবে। ছেলেরাও সেটা মাথায় রেখেছিল। এক গোল কী তিন গোল সেটা বড় কথা নয়। জিততে হবে, এটাই ছিল মূলমন্ত্র।'

মে মাসে এশিয়ান কাপ। তার আগে অন্তত এক মাসের শিবির চাইছেন বিবিয়ানো। সঙ্গে একাধিক প্রস্তুতি ম্যাচ। যা তিনি আগামী মাস থেকেই শুরু করতে চান। এখন দেখার যাবতীয় ডামাডোল সামলে এই দলটার জন্য কত দ্রুত প্রস্তুতির সুযোগ করে দিতে পারেন ফেডারেশন কর্তারা।

মোহনবাগানে খেলাই লক্ষ্য রাজরূপের

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : উত্তর ২৪ পরগনার মছলন্দপুর থেকে উঠে এসে মোহনবাগান সমর্থকদের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছিলেন শিলটন পাল। অনূর্ধ্ব-১৭ ভারতীয় দলের গোলরক্ষক রাজরূপ সরকারের বেড়ে ওঠাও ওই গ্রামেই। শিলটনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সবুজ-মেরুনে খেলার স্বপ্ন দেখছেন রাজরূপও। রবিবার শক্তিশালী ইরানকে হারিয়ে ২০২৬ অনূর্ধ্ব-১৭ এএফসি এশিয়ান কাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে জুনিয়ার

> প্রথম-প্রথম পরিবারকে ছেড়ে থাকতে কষ্ট হত। তবে মা-বাবার সমর্থন সবসময় সঙ্গে ছিল। পেশাদার ফুটবলার হিসাবে ভবিষ্যতে যেকোনও ক্লাবে খেলার জন্য তৈরি। তবে স্বপ্ন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের হয়ে খেলা।
>
> **রাজরূপ সরকার**

ব্লু টাইগাররা। সোমবার সকালেই আহমেদাবাদ থেকে কলকাতা হয়ে মছলন্দপুর ফিরেছেন ওই দলের গোলরক্ষক রাজরূপ। স্টেশন থেকেই তাঁকে ঘিরে শুরু হয় শোভাযাত্রা।

বাড়িতেও উৎসবের আবহ। পরিবার-পরিজনের মুখে গর্বের ঝিলিক। নিজের গ্রামে এমন সম্মান পেয়ে আপ্লুত রাজরূপও। মুঠোফোনের ওপার থেকে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বাংলার এই ১৬ বছরের গোলকিপার বলেছেন, '২০১৭ সালে ফুটবলে হাতেখড়ি। ফুটবলার হওয়ার অনুপ্রেরণা কাকা সঞ্জীব সরকার। তাঁকে দেখেই গোলকিপার হওয়া।' রাজরূপের একেবারে ছোটবেলার দুই কোচ সুরেশ মণ্ডল ও সুমিত সরকার। সেখান থেকে এফসি মাদ্রাজ হয়ে বর্তমানে জিঙ্ক ফুটবল অ্যাকাডেমি দলের সদস্য। অনেক কম বয়সেই বাড়ি ছেড়ে ভিনরাজ্যে পাড়ি দেওয়া। রাজরূপ বলছিলেন, 'প্রথম-প্রথম পরিবারকে ছেড়ে থাকতে কষ্ট হত। তবে মা-বাবার সমর্থন সবসময় সঙ্গে ছিল। পেশাদার ফুটবলার হিসাবে ভবিষ্যতে যে কোনও ক্লাবে খেলার জন্য তৈরি। তবে স্বপ্ন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের হয়ে খেলা।'

তবে আপাতত রাজরূপের লক্ষ্য ২০২৬ এশিয়ান কাপের দলে জায়গা ধরে রাখা। এবার তারই প্রস্তুতির পালা।

ইরানের বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য হয়ে ওঠেন রাজরূপ সরকার।

মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের অনুশীলনে খোশমেজাজে জেসন কামিন্স। সোমবার।

অনুশীলনে অনুপস্থিত দিমি, আলবার্তো

আইএসএল শুরুর অপেক্ষায় কামিন্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : দেশের সর্বোচ্চ লিগ কবে শুরু হবে? সাধারণ সমর্থকদের মতো এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের ফুটবলাররাও।

এক মাসের ছুটি কাটিয়ে সোমবার থেকে অনুশীলন শুরু করল সবুজ-মেরুন শিবির। বাকিরা যোগ দিলেও প্রথম দিন অনুপস্থিত দুই বিদেশি দিমিত্রিস পেত্রাতোস ও আলবার্তো রডরিগেজ। খোঁজ নিয়ে জানা গেল আলবার্তোর যে বিমানে আসার কথা ছিল তা বাতিল হয়েছে। ফলে সময়মতো কলকাতায় পৌঁছাতে পারেননি তিনি। মঙ্গলবার অনুশীলনে যোগ দেবেন স্প্যানিশ ডিফেন্ডার। পেত্রাতোস কলকাতায় আসবেন ৩ ডিসেম্বর।

এদিন প্রস্তুতির শুরুতে নিয়মমাফিক ফিজিকাল ট্রেনিং চলল আধ ঘণ্টা। তারপর বাস্তব রায়ের তত্ত্বাবধানে ঘণ্টাখানেক বল পায়ে জোরকদমে অনুশীলন করলেন জেমি ম্যাকলারেন, মনবীর সিং, শুভাশিস বসুরা। সম্প্রতি হেডকোচের পদ থেকে ছাঁটাই হয়েছেন হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। যদিও মোলিনা-বিদায় সবুজ-মেরুন সাজঘরের পরিবেশে যে বড় কোনও প্রভাব ফেলতে পারেনি, অনুশীলনের মেজাজ দেখেই তা বেশ বোঝা গেল।

অনুশীলন শেষে পরিচিত সাংবাদিকদের দেখে নিজে থেকেই এগিয়ে এলেন জেসন কামিন্স। কথা বলতে গিয়ে ভারতীয় ফুটবলের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে হতাশা ঢেকে রাখতে পারলেন না বাগানের অজি ফুটবলার। কামিন্স বলেছেন, 'আমরা সবাই খেলার জন্য পুরোপুরি তৈরি। তবে এই মুহূর্তে সামনে কোনও ম্যাচ নেই। যে জন্য হতাশও লাগছে। শুনছি জানুয়ারিতে লিগ (আইএসএল) শুরু হতে পারে। তা হলে খুবই ভালো হয়।' সত্যিই তো, অন্য মরশুমে এতদিনে আইএসএলে দলগুলির ৮ থেকে ৯টা ম্যাচ খেলা হয়ে যায়। সেখানে এবার এখনও দেশের সর্বোচ্চ লিগের ভবিষ্যৎই স্পষ্ট নয়।

eTender Notice

Office of the Pr0dhan
Moulani Gram Panchayat
Kranti :: Jalpaiguri

Notice inviting e-tender by the undersigned for different works vide NIT Nos. 06/MOU/KRT/JAL/WB/2025-26 & 07/MOU/KRT/JAL/WB/2025-26 dated - 27-11-2025.

For further details following site may be visited https://wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Moulani G.P., Kranti, Jalpaiguri

জিতল ২০১২ ব্যাচ

কোচবিহার, ১ ডিসেম্বর : জেনকিন্স প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে সোমবার ২০০০ ও ২০০২ প্রাক্তনীদের সংযুক্ত দলকে ৭ উইকেটে হারিয়েছে ২০১২ ব্যাচের প্রাক্তনীরা। প্রথমে সংযুক্ত দল ১০ ওভারে ৮ উইকেটে ৮৭ রান তোলে। সৌরভ দে ৪৭ রান করেন। জবাবে ২০১২ ব্যাচ ৮.১ ওভারে ৩ উইকেটে ৮৮ রান তুলে নেয়। হিমাদ্রি মুরারি ২৭ রান করেন। ম্যাচের সেরা অর্পণ ভট্টাচার্য ১৭ রানে নেন ২ উইকেট।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে অর্পণ ভট্টাচার্য। ছবি : দেবদর্শন চন্দ

উত্তরের খেলা

এমপি কাপ শুরু ৬ ডিসেম্বর

জলপাইগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : এমপি কাপ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ৬ ডিসেম্বর শুরু হবে। চলবে ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত। জলপাইগুড়ি ও ধূপগুড়ির বিভিন্ন মাঠে অনুষ্ঠেয় আসরে ভলিবল, দাবা, কাবাডি, টাইকোন্ডো, অ্যাথলেটিক্সের বিভিন্ন ইভেন্টে প্রতিযোগীরা অংশ নেবে।

বিরসা মুন্ডা কাপ শুরু ১৪ ডিসেম্বর

মালবাজার, ১ ডিসেম্বর : মন্ত্রী বুলু চিক বড়াইকের উদ্যোগে এবং সৎকার সমিতি ও মাল পুরসভার সহযোগিতায় ১৪ ডিসেম্বর রেলওয়ে ময়দানে শুরু হতে চলেছে বিরসা মুন্ডা গোল্ড কাপ ফুটবল। চলবে ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, অংশগ্রহণ করবে ১৪টি দল- ১২টি গ্রাম পঞ্চায়েতের দল, মাল পুরসভার একটি দল এবং মাল থানার একটি দল। স্থানীয় প্রতিভাদের সুযোগ দিতে প্রতি দলে ৬ জন করে স্থানীয় ফুটবলার রাখা বাধ্যতামূলক। প্রতিদিন বিকেল পাঁচটা থেকে ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।

জিতল এনবিইউ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : খেলো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি গেমসে পুরুষদের টেবিল টেনিসে দ্বিতীয় ম্যাচেই জয়ে ফিরল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় (এনবিইউ)। যোধপুর বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় সোমবার তারা ৩-২ ব্যবধানে লুধিয়ানার সিটি ইউনিভার্সিটির বিরুদ্ধে জয় পেয়েছে। মঙ্গলবার তারা খেলবে কর্ণাটকের জৈন ইউনিভার্সিটির বিরুদ্ধে। এনবিইউয়ের টিম ম্যানেজার শান্তনু বসু বলেছেন, 'এই ম্যাচ জিতলে আমরা কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছাব।'

বিরাটকে থামানো অসম্ভব ছিল : জানসেন
-খবর এগারোর পাতায়

*নিয়ম ও শর্তাবলি প্রযোজ্য। 25শে নভেম্বর 2025 থেকে 25শে ডিসেম্বর 2025 পর্যন্ত হ্যাট্রিক সাশ্রয় কার্যকর। উল্লিখিত সর্বমোট সাশ্রয় হল 100% জিএসটি'র সুবিধালাভ (এক্স-শোরুম মূল্য এবং তার জন্যে দেয় প্রযোজ্য আরটিও কর), শূন্য প্রসেসিং ফি এবং ক্ষয়ক্ষতির নিজস্ব বিমা 1 বছরের জন্যে (ওডি), এই সবকিছু থেকে সর্বমোট সাশ্রয়ের পরিমাণ। শূন্য পিএফ এবং ওডিতে সাশ্রয় একেক জায়গায় একেকরকম হতে পারে যা নির্ভর করছে ফাইনান্সার/বিমাকারীর ওপরে। ফাইনান্স সম্পূর্ণরূপে ফাইনান্সারের বিবেচনাধীন। বিশেষজ্ঞেরা স্টান্টগুলি করেছেন, পেশাদার তত্ত্বাবধানে, নিয়ন্ত্রিত ও বদ্ধ পরিবেশে, জনসাধারণ অথবা সরকারি রাস্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে। এই স্টান্টগুলি নকল করবেন না এবং সর্বদা ট্রাফিক ও সুরক্ষামূলক আইন মেনে চলুন।

Authorised Dealers for BAJAJ Auto Ltd.: • **Siliguri Burdwan Road** SILIGURI BAJAJ: 9933491111, 7908297705 • **Siliguri Sevoke Road** SILIGURI BAJAJ: 8101637447, 8170062878 • **Jalpaiguri** SILIGURI BAJAJ 9800484333, 9717458875 • **Alipurduar** SILIGURI BAJAJ 9832407999 • **Malda** PLANET BAJAJ: 8016077533/44 • **Malda** PLANET BAJAJ: 8016077533/44 • **Malda** PLANET BAJAJ: 8016077533/44 • **Mangalbari** PLANET BAJAJ :9679997998• **Balurghat** PLANET BAJAJ: 9733310021 • **Cooch Behar** BRAHMACHARI BAJAJ: 8373050491/92/93 **Mathabhanga** BRAHMACHARI BAJAJ: 8373050493 •**Raiganj** BAJAJ WHEELS 8391890763 • **Kaliyagnaj** BAJAJ WHEELS 9382830461 • Tungidighi BAJAJ WHEELS 9547525283 •Karandighi BAJAJ WHEELS 8509047694 •**Sahapur** BAJAJ WHEELS 9593825338 •**Baidara** BAJAJ WHEELS 9733715747